সাফল্যের ৮ বছর

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সাফল্যের ৮ বছর

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭

প্রকাশনায় :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ।

www.flid.gov.bd

প্রচ্ছদ এন্ড ডিজাইন : মোঃ খলিলুর রহমান

মুদ্রণে : পায়রা ইন্টারন্যাশনাল, মতিঝিল, ঢাকা ।

সাফল্যের ৮ বছর

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সাফল্যের ৮ বছর

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা

নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা পরিষদ

অরুন কুমার মালাকার
আহ্বায়ক, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য, যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ডঃ শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য, যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

হামিদুর রহমান
সদস্য, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

নিগার সুলতানা
সদস্য, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সদস্য, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুল মতিন
সদস্য, উপ-প্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ আমিনুল ইসলাম
সদস্য, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ড. হোসেন মোঃ সেলিম
সদস্য, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব
উপ-পরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার
আহ্বায়ক, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

কাজী ওয়াছি উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ তৌফিকুল আরিফ
যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অসীম কুমার বালা
যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ মোদাচ্ছের বিল্লাহ্
উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

হাফছা বেগম
উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

এস, এম, তারিক
উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার
সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ ইউসুফ খান
সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ আল-মারুফ
সহকারী প্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

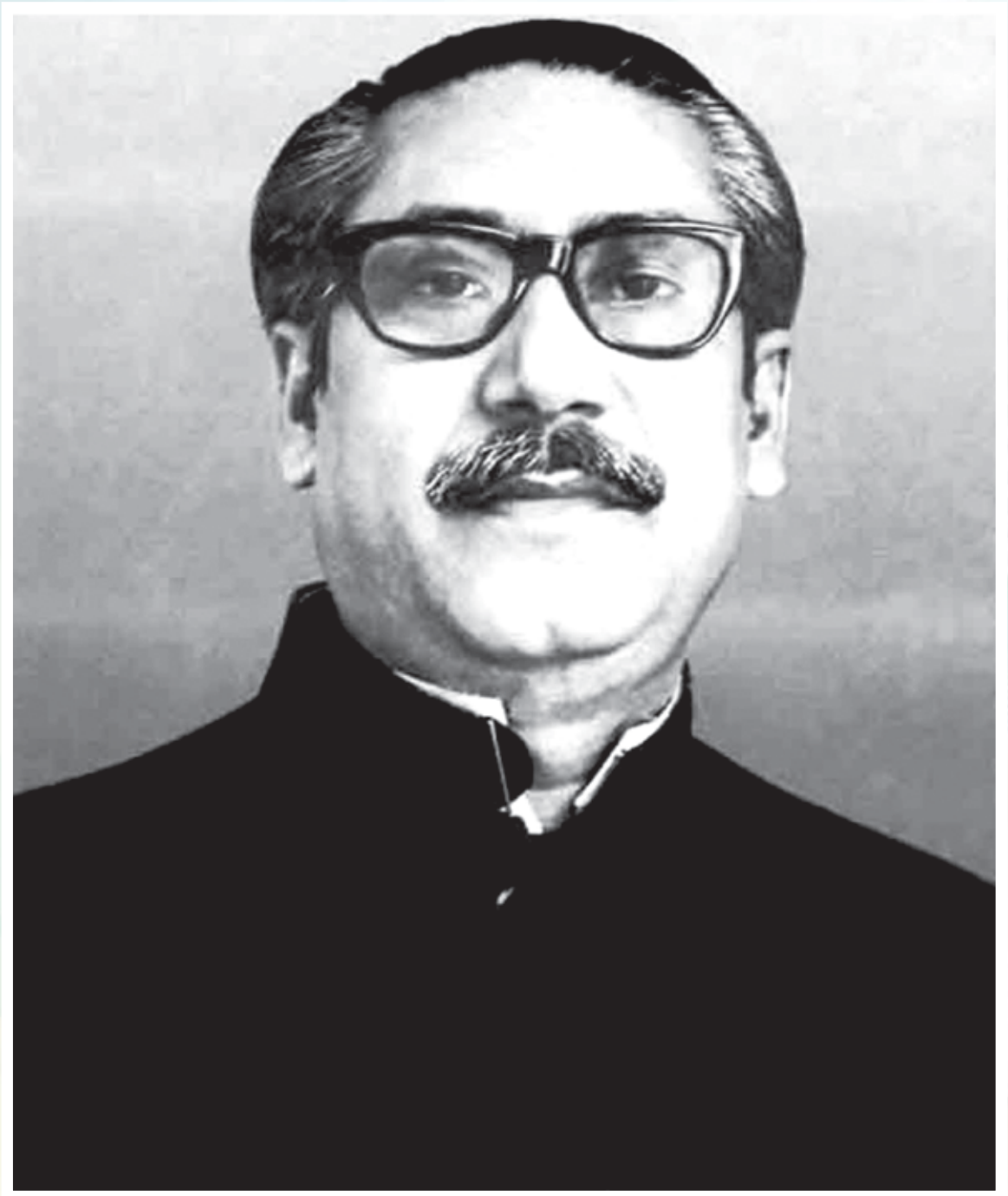

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে মানসম্মত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৯০% আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাত হতে।

বর্তমানে মৎস্য উপ-খাতের অবদান দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৬১% এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় ২৪.৪১%। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশের অধিক জনগণ মৎস্য উপ-খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪১.৩৪ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলমহালে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির ছোট বড় বিভিন্ন দেশী মাছের তাৎপর্যপূর্ণ পূনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে বিশ্বের মোট ইলিশের ৬৫ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে বাংলাদেশে। ইলিশ আছে বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে ১০টিতেই ইলিশের উৎপাদন কমেছে। একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। তাই ইলিশের ভৌগলিক নির্দেশক (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন) সনদ পেয়েছে বাংলাদেশ। জিআই পণ্য হওয়ায় ইলিশ বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অন্যদিকে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০০৯-১০ অর্থ বছরের ২.৫১% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩.৩২% এ উন্নীত হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ, এসএমএস ভিত্তিক রোগ সনাক্তকরণ, প্রুভেন বুল তৈরি, কৃত্রিম প্রজনন ও ক্রসব্রিডিং, মহিষে কৃত্রিম প্রজনন, পোল্ট্রিতে জাত উদ্ভাবনের ফলে ডিম, দুধ ও মাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সাফল্যের সাথে পূরণ করা হচ্ছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বাঙ্গালীর এ প্রবাদ বাস্তবায়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে গরুর জাত উন্নয়নের জন্য প্রথম কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করেন। সে পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রবাহ সৃষ্টির জন্য পুনঃঅর্থায়নযোগ্য তহবিল গঠন করেছে। এসব কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

গত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও সাফল্যের উপর প্রকাশিত পুস্তকটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি)

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ।
মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত একটি দ্রুত আয়বর্ধনশীল খাত । দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে । প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ৯০% । এছাড়া রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতেও এ খাতের অবদান অপরিসীম ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতও গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো খামারীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে । ফলে সারাদেশে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি এর সুফল পেতে শুরু করেছে । আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৮ বছরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত **'সাফল্যের ৮ বছর'** শীর্ষক এ পুস্তকটি গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও এ পেশায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ।

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)

নিবেদন

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত আবহমানকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের খাদ্যে যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমে বিদ্যমান। প্রাণিজ আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, যা সুস্থ্য ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য। এ গুরুত্ব বিবেচনা করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-দির্দেশনা ও গত ৮ বছরে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মাংস, ডিম ও দুধের চাহিদা পূরণে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বিগত ৮ বছরে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে জনগণকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে মন্ত্রণালয় একটি পুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়। এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি, বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান মহোদয় পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন যার জন্য আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রকাশনার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিরলস শ্রম দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুস্তক প্রণয়নে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকলে এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্রকাশনাটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকলের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

(ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার)
অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
সম্পাদনা পরিষদ।

প্রাক-কথন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ধারাবাহিকভাবে ৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সরকারের সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের ফলে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী ও খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীন জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের এসব সাফল্য জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৮ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও সাফল্যের উপর একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী, বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ জন্য আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের স্ব স্ব দপ্তরের তথ্যাদি এবং মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সম্পাদনা ও পুস্তক প্রকাশনা পরিষদের সদস্যগণ পুস্তকটির তথ্য সংযোজন, বিন্যাস, রচনা ও সম্পাদনায় অবদান রেখেছেন। এজন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুস্তকটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(অরুণ কুমার মালাকার)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
প্রকাশনা পরিষদ।

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-৪৪
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	৪৫-৬২
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৬৩-৭৮
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৭৯-৯০
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯১-১০৮
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১০৯-১১৮
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১১৯-১২৬
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১২৭-১৩২
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১৩৩-১৩৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সুষম পুষ্টি সরবরাহ, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের সময়ে আট বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে এ ক্ষেত্রে উৎপাদন ছিল মাছ ২৮.৯৯ লক্ষ মে.টন, মাংস ১২.৬০ লক্ষ মে.টন, দুধ ২৩.৭০ লক্ষ মে.টন ও ডিম ৫.৭৪ বিলিয়ন যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে যথাক্রমে ৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন, ৭১.৫৪ লক্ষ মে.টন, ৯২.৯ লক্ষ মে.টন ও ১৪.৯৩ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের শতভাগ যোগান দেয় এ মন্ত্রণালয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১৬.০১ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৬৪.০১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ৭১২.০১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩১ শতাংশ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৬১ শতাংশ মানুষ জড়িত। এ খাত দেশের অভ্যন্তরীণ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দাড়িয়েছে ৪ হাজার ৩৫৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করায় বর্তমানে বাধ্যতামূলক ২০% পণ্য পরীক্ষার শর্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমানে কোন প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই ইউরোপে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমুদ্র বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ব্লু-ইকোনমির বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত লং লাইনার ও পার্সসেইনিয়ার প্রকৃতির মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সরকারের গণমুখী কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ মে.টনে উন্নিত হয়েছে। জাতীয় মাছ ইলিশকে আন্তর্জাতিকভাবে ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে ভৌগলিক নির্দেশক GI (Geographical Indication) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে দৈনিক মাথাপিছু মাছ ও মাংসের প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ৪৮ গ্রাম ও ২৩.৭ গ্রাম। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাছ ও মাংসের মাথাপিছু স্থিরকৃত দৈনিক চাহিদা যথাক্রমে ৬০ গ্রাম ও ১২০ গ্রাম অর্জিত হয়েছে। দুধ এবং ডিমের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১টি আইন, ২টি বিধিমালা ও ৩টি নীতিমালা নতুনভাবে প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজ চলছে। এ ছাড়া ৪টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সহযোগিতা করার জন্য ভিয়েতনামের সাথে ২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ ।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

০১. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য বর্জের ব্যবহার;

০২. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

০৩. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;

০৪. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;

০৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যাবলী আধুনিকীকরণ এবং মানোন্নয়ন;

০৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;

০৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ এবং চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

০৮. মৎস্য, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা;

০৯. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার ও আহরণ;

১০. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও হিমায়িতকরণ সুবিধার উন্নয়ন ;

১১. সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও তদারকি ;

১২. ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রমিত মানদন্ড নির্ধারণ এবং ভেটেরিনারি ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

১৩. মৎস্য ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন;

১৪. শিক্ষণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;

১৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র বিমোচন;

১৬. অডিট আপত্তি ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

১৭. উদ্ভাবনী কার্যক্রম, SDG, ই-ফাইলিং ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন :

মৎস্য উপ-খাত :

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০ গ্রাম আমিষের যোগান দেয় মাছ । বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ এর তথ্য মতে এদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৩.৬১ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মৎস্য খাত হতে আসে । দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক বা ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে । দেশের রপ্তানি আয়েও এ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ।

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উন্নয়ন :

বিগত ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৮ লক্ষ মে.টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৩.৯৫ লক্ষ মে.টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন ১ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৩টি জেলে পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৮ হাজার ১৮৭.৬৮ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পূর্বের ৭ বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। অথচ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৬.৯৬ মে.টন। সরকারের এসকল বাস্তবধর্মী কর্মকান্ড ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ইলিশের প্রাপ্যতা সংরক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে ইত:মধ্যে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ ভৌগলিক পণ্য নিবন্ধন সনদ GI (Geographical Indication) অর্জন করেছে।

জাতীয় মাছ ইলিশ

ভৌগলিক পণ্য নিবন্ধন সনদ অর্জন অনুষ্ঠান

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা :

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বিগত আট বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৩৪টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। শুধু ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৩৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ইত:পূর্বে স্থাপিত অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা-একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা,সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইম ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মাছের মোট উৎপাদনের ৫৬.৪৪% অভ্যন্তরীণে মৎস্য চাষ, ২৮.১৪ উন্মুক্ত জলাশয় এবং ১৫.৪২% সামুদ্রিক উৎস থেকে পাওয়া যায়।

সুফলভোগী কর্তৃক পরিচালিত মৎস্য অভয়াশ্রম

সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী দলপতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান :

বর্তমান সরকারের আমলে প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করে নিবন্ধনকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী- জেলেদের নিবন্ধন ও ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। আগে প্রকৃত জেলেদের কোন ডাটাবেইজ বা তথ্যাদি ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) এবং জলদস্যুর আক্রমন, বাঘের থাবা, কুমির ও সাপের কামড়ের কারণে মৃত্যুবরণকারী জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫৮৭টি জেলে পরিবারকে মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তিতে রাজস্ব খাত হতে জেলেদের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য নতুন অর্থনৈতিক কোড সৃজনসহ বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলেদের পরিচয় পত্র প্রদান

পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন :

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতি বছর দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। গত ১৯/৭/১৬ তারিখে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনস্থ পুকুরে ২২/৭/১৭ তারিখে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন

বিগত তিন বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ২ হাজার ৭৩৬ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং স্থাপিত বিল নার্সারির সংখ্যা ২ হাজার ৩৪৯টি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৫৫৮.৩৫ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১ হাজার ২৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৭ সনে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে হাওর অঞ্চলে মাছের ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য ২৯৭টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭টি জেলায় ২৯৭ লক্ষ টাকার পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৯৩টি এবং রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

এ সকল পদক্ষেপের ফলে প্রায় ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনস্থ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন

মাছের জাত উন্নয়ন :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মকান্ড হিসেবে জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে গিফট তেলাপিয়া, কৈ ও পাঙ্গাস মাছের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের গিফট তেলাপিয়া, কৈ ও পাঙ্গাস মাছের পোনার এ্যাডাপটিভ ট্রায়াল পরিচালনা করা হয়েছে। বিগত সাড়ে আট বছরে গিফট তেলাপিয়ার চারটি জেনারেশন, কৈ মাছের ৩টি ও পাঙ্গাস মাছের ০১টি জেনারেশন তৈরী করা হয়েছে।

গিফট তেলাপিয়া

জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড কৈ মাছ

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি.এফ.ডি.সি) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। জুলাই ২০০৯ হতে শুরু হয়ে চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যা জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হবে। শুষ্ক মৌসুমসহ সারা বছর ছোট ও মাঝারী সাইজের জাহাজ, বার্জ,ট্রলার ইত্যাদি মেরামত ও ডকিং এর সুবিধার্থে দুই-চ্যানেল বিশিষ্ট এ স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে যার দ্বারা মাসে কমপক্ষে ৪টি এবং বছরে কমপক্ষে ৪৮টি ট্রলার/জাহাজের ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি চালু হলে প্রত্যক্ষ ৩৪ জন জনবলসহ পরোক্ষ ৫৫০ জন দক্ষ-অদক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্যাপক তদারকি ও নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে প্রকল্পের অধিকাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরী :

মৎস্য খাতে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করে সেবার মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতকে সরকারের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউট থেকে ৪ ব্যাচে ৮৬ জন মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছে। একই উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জে ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এসব ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর ১৬০ জন করে প্রশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি হবে। আশা করা যায় আগামী অর্থবছর থেকে এসব ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সম্ভব হবে।

গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এ সেক্টরে দক্ষ ক্যাডেট সৃষ্টি করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৪৮ জন ক্যাডেট ভর্তির সুযোগ ছিল যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিদেশী ক্যাডেটসহ মোট ১০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। নারী শিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ একাডেমিতে বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি করা হচ্ছে। ইত:মধ্যে পাশকৃত মহিলা ক্যাডেটের সংখ্যা ২২ জন। বর্তমানে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বর্ষের মহিলা ক্যাডেটের সংখ্যা ২৫ জন। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। ইত:মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তর স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। বর্তমানে জনবল সৃষ্টির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও ব্যবস্থাপনা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমায় বাংলাদেশের আইনগত একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করায় তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীনসন্ধানী" বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ (তিন) বছরের সার্ভে ক্রুজ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে "আর. ভি. মীন সন্ধানী" দ্বারা নিয়মিত ডিমার্সাল শ্রীম্প সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিচালিত ৪টি ক্রুজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১৪৯ প্রজাতির মৎস্য, ১৩ প্রজাতির চিংড়ি ও ১৪টি অন্যান্য প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান ও মোলাস্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীনসন্ধানী'

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইত:মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৪টি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ Cooperating Non-Contracting Party-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণ বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি :

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে ৩টি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO 17025:2005 এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন টেষ্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে চলেছে।

সাবেক মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব উদ্বোধন

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে EU FVO Audit Mission-এর সুপারিশে মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার শর্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, National Residue Control Plan (NRCP) বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকীকরণের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

বিগত ২০০৯ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানিকৃত ৫০টি কনসাইনমেন্ট বিভিন্ন দূষণের কারণে র‍্যাপিড এ্যালার্ট ভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে র‍্যাপিড এ্যালার্ট প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬২৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এনআরসিপি (NRCP) কার্যক্রমের তথ্য সংক্ষেপের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেজ (NRCP database) তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৭২ হাজার ৮৮৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ২৪৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬৮ হাজার ৩০৫.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৪ হাজার ২৮৭ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ উপ-খাত :

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য। শ্রমঘন, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প ভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় অনুকূল জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশে প্রাণিসম্পদ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ডেইরী, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নসহ রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। টেবিল-১ থেকে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা বেড়েই চলছে অর্থাৎ দেশে শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি হলেও জনগণ পশুপালন থেকে বিচ্যুত হয়নি। গত আট বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত) দুধ, মাংস

ও ডিমের উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী টেবিল-২ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৬০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩২ শতাংশ দাড়িয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.৩১ শতাংশ। বিগত জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ইত:মধ্যে ১০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৪টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দেশে প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ।

টেবিল-১: গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত) :

ক্রমিক নং.	প্রাণিসম্পদ প্রজাতি	২০০৯-১০ অর্থবছর (লক্ষ টি)	২০১৬-১৭ অর্থবছর (লক্ষ টি)	বৃদ্ধি
০১.	গরু	২৩০.৫৪	২৩৯.৩৫	১.০৪
০২.	মহিষ	১৩.৪৯	১৪.৭৮	১.০৯
০৩.	ছাগল	২৩২.৭৫	২৫৯.৩১	১.১১
০৪.	ভেড়া	২৯.৭৭	৩৪.০১	১.১৪
০৫.	মুরগি	২২৮০.৩৫	২৭৫১.৮৩	১.২০
০৬.	হাঁস	৪২৬.৭৭	৫৪০.১৬	১.২৬

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন :

বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন ছিল ২৩.৭০ লক্ষ মে.টন যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৯২.৯ লক্ষ মে.টন-এ উন্নীত হয়েছে, পাশাপাশি ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে দৈনিক মাথাপিছু দুধের প্রাপ্যতা ছিল ৪৪.৩৮ মি.লি. যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৭.৯৭ মি.লি./দিন/জন। বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন ছিল ১২.৬০ লক্ষ মে.টন যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৭১.৬ লক্ষ মে.টন-এ উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে দৈনিক মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্যতা ছিল ২০.০ গ্রাম, সেখান থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১.৭৪ গ্রাম/দিন/জন। বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ছিল ৫.৭৪ বিলিয়ন যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪.৯৩ বিলিয়ন-এ উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি, ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাৎসরিক মাথাপিছু ডিমের প্রাপ্যতা ছিল ৩৯টি, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৭৫টি/বছর/জন।

টেবিল-২: দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত) :

ক্রমিক নং.	প্রজাতি পণ্য	২০০৯-১০ অর্থবছর	২০১৬-১৭ অর্থবছর	বৃদ্ধি
০১.	দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	২৩.৭০	৯২.৯০	৩.৯১
০২.	মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	১২.৬০	৭১.৬০	৫.৬৮
০৩.	ডিম (বিলিয়ন টি)	৫.৭৪	১৪.৯৩	২.৬০

প্রাণিসম্পদ পণ্য ও উপজাত রপ্তানি :

দেশে প্রথম বারের মত ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে বীফ, মাটন, চিকেন, বোনচিপস রপ্তানি শুরু করা হয় এবং অধুনা মাংস ও মাংসজাত কারি, জেনিটাল অর্গান ইত্যাদির পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণও রপ্তানি করা হচ্ছে।

টেবিল-৩ প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির বিবরণী :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বীফ (মে. টন)	মাটন (মে. টন)	চিকেন (মে. টন)	বীফকারী (মে. টন)	বোন চিপস (মে. টন)	গরুর লেজের লোম (মে. টন)	বুল স্টিক (মে. টন)	দধি/রস মালাই (মে. টন)
১	২০১৩-২০১৪	৪৯.৯৯	৭.৯৮	৩.০০	-	৯৮০.০০	-	-	৬.৪০
২	২০১৪-২০১৫	১১৩.০০	৬.৫৬	-	৫.৬৩	৪৩৬৫.০০	১৩.০০	৩.২২	-
৩	২০১৫-২০১৬	১১৯.৮১	৭.৫০	-	-	৮৫৬.০০	৯.৪৪	১.৬৫	৪.৬৯
৪	২০১৬-২০১৭	১৩৬.৭৮	-	-	-	৩১৫৫.০০	১৮.৬৪	১২.১৯	৯.৬২

গবাদিপশু ও পাখির রোগ প্রতিরোধক টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। এর মধ্যে গবাদিপশুর জন্য ০৭টি (তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, পিপিআর, জলাতংক, গোট প্লেগ) এবং হাঁস-মুরগীর জন্য ০৯টি (রানীক্ষেত, বাচ্চার রানীক্ষেত, মুরগির বসন্ত, মুরগির কলেরা, হাঁসের প্লেগ, পিজিয়ন পক্স, গামবোরো, মারেক্স এবং সালমোনেলা) টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করা হয়। বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গবাদিপশুর জন্য ৮৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৭১ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ২৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৬ হাজার ২০০ ডোজ বিভিন্ন প্রকার টিকা উৎপাদিত হয়। আগে যেখানে ম্যানুয়্যালী টিকা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হতো বর্তমানে "টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প এর আওতায় অটোমেকানাইজেশনের মাধ্যমে টিকা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে গবাদিপশুর জন্য ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৬০ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৪০০ ডোজ টিকা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

নবনির্মিত ব্যাকটেরিয়াল ল্যাব. বিএলআরআই, মহাখালী

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়ন :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মকান্ড । বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট সিমেন উৎপাদনের পরিমান ছিল ২৬ লক্ষ ৬ হাজার ৭৯৫ ডোজ (হিমায়িত-১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৭৮ ডোজ; তরল-৮ লক্ষ ১০ হাজার ১১৭ ডোজ) এবং প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৭৪টি । অন্যদিকে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিমেন উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ লক্ষ ৮২ হাজার ডোজ (হিমায়িত-৩০.০ লক্ষ ডোজ; তরল-১১ লক্ষ ৮২ হাজার ডোজ) এবং প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টিতে উন্নীত হয় । এই কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য আওতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মুরাহ্ জাতের মহিষের সিমেন আমদানি করে দেশে সফলভাবে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে । ইতোপূর্বে দেশে টেকসই এবং লাভজনক মাংসল জাতের ক্যাটল ছিল না । মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বীফ ক্যাটল উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রাহমা জাতের ক্যাটলের সিমেন আমদানি করে মাংসল জাতের গরু উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং যার ফলাফল কৃষক পর্যায়ে পাওয়া শুরু হয়েছে ।

এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত গরুর ২-৩ বছর বয়সে সঠিক খাদ্য ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দৈহিক গড় ওজন প্রায় ১ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে । গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের নিমিত্ত পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য "ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট" প্রকল্পের মাধ্যমে ইত:মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রুভেন বুল উৎপাদন করেছে ।

ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট প্রকল্প'র ষাঁড়

ব্রাহমা ষাঁড়

পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে দুগ্ধ খামারীদের ঋণ প্রদান :

বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে ৪টি গরুর জন্য সর্বোচ্চ ২.০ লক্ষ টাকা দেশের ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ধকবিহীন ৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম গত ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন । এই কার্যক্রমে ক্ষুদ্র খামারী ও নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।

৫% সুদে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পশুপাখির রোগ প্রতিরোধে কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপন :

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পশু ও পশুজাত পণ্যের মাধ্যমে রোগ প্রবেশ রোধ করার জন্য পূর্বে দেশে কোন কোয়ারেন্টাইন স্টেশন ছিল না। প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্য বিগত ৮ বছরে দেশের বিমান, স্থল ও সমুদ্র বন্দরে ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কোয়ারেন্টাইন স্টেশন, মংলা সমুদ্র বন্দর, বাগেরহাট

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ :

"নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি-সুস্থ সবল মেধাবী জাতি" শ্লোগান নিয়ে দেশব্যাপী প্রথমবারের মত গত ২৩/০২/২০১৭ থেকে ২৭/০২/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহন করা হয়। এ সকল কর্মসূচির আওতায় ঢাকা শহরের ১০টিসহ সারাদেশের প্রায় ২ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিম, দুধ ও দুগ্ধ পণ্য এবং চিকেন নাগেট ও ড্রামস্টিক খাওয়ানো হয়। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য, প্রযুক্তি, মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭

মহিষ ও ভেড়ার জাত উন্নয়ন :

দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গরুর পাশাপাশি মহিষ ও ভেড়ার জাত উন্নয়ন কর্মকান্ড এ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ গরুর তুলনায় মহিষ ও ভেড়া পালনে কিছু সুবিধা রয়েছে। অন্যান্য গবাদিপ্রাণির তুলনায় মহিষ ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজতর, কেননা মহিষ ও ভেড়া কম পুষ্টি সম্পন্ন নিম্নমানের খাদ্য খেয়েও উৎপাদনক্ষম থাকতে পারে।

মহিষ ও ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য গবাদিপ্রাণি থেকে অনেক বেশি। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) মহিষ ও ভেড়ার জাত উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং দেশী ভেড়া ও মহিষের জাত উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ডেইরী মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারী পর্যায়ে মহিষে সংকরায়নের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। বিদেশী উন্নত জাত ব্যবহার করে সংকরায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশীয় মহিষের দুধ উৎপাদন এবং পূনরুৎপাদনজনিত কৌলিকমান উন্নয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কর্মকান্ডের আওতায় মহিষের বিদ্যমান রোগসমূহ সনাক্তকরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বলিত প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। খামারী পর্যায়ে মহিষ প্রতিপালন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

১৫ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক। মৎস্য সেক্টরে সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় বারো শতাংশ নারী। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৮ বছরে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৮৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৬ জন বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর ৩৬.৩ অনুচ্ছেদে গবাদিপশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এরই আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন-আইএপিপি প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলা সুফলভোগীকে (৫৪ হাজার জন) বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, গবাদিপশুর ভ্যাকসিন প্রদান, কৃমিনাশক, কৃত্রিম প্রজনন, গবাদিপশুর ঘর নির্মাণ, উন্নত মানের ঘাস সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, কম্পোনেন্ট-বি, (২য় পর্যায়) প্রকল্প'র মাধ্যমে প্রায় ৪০ শতাংশ নারীকে আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভেড়ার খাদ্য বিতরণ, দরিদ্র খামারিকে শেড নির্মাণে সহায়তা প্রদান, সফল খামারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন :

২০১৭ সালে মোট ০৭টি আইন মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া বিগত ৮ (আট) বছরে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, পশু খাদ্য বিধিমালা-২০১৩, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১, জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪, মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন-২০১৭, মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১, মৎস্য খাদ্য বিধিমালা-২০১১ ইত্যাদি প্রণীত হয়েছে। বাস্তবতা বিবেচনায় কতিপয় আইনসহ বিধি হালনাগাদক্রমে সংশোধনের কার্যক্রম চলছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে কতিপয় নতুন আইনসহ বিধি প্রণয়ন/সংশোধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে যা নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং.	আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা	মন্তব্য
০১.	মৎস্য হ্যাচারী আইন-২০১০	আইনটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুণগতমান সম্পন্ন রেণু, পোস্ট লার্ভি ও পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত যথাযথভাবে মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০২.	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১	মৎস্য হ্যাচারী আইন-২০১০ বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য বিধিমালাটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০৩.	মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০	মানসম্পন্ন ও নিরাপদ পশু ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০৪.	মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১	মৎস্য খাতে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য বিধিমালাটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০৫.	জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪	পরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য এ নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০৬.	ক. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৭ খ. মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ গ. সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৭ ঘ. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৭ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে বিবেচনাধীন আছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৭ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে ও ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। শেষোক্ত দু'টি আইন ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ হিসেবে ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত আছে যা বর্তমানে বাংলা ভাষায় আইন হিসেবে হালানাগাদ করা হচ্ছে।
০৭.	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১	পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে আইন প্রণীত ও বলবৎ আছে।
০৮.	পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩	পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলবৎ আছে।
০৯.	পশু সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৭	ভেটিং কার্যক্রম চলমান।
১০.	ক. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ খ. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৭ গ. ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭	ক ও খ এ উল্লেখিত আইনগুলো ইংরেজি ভাষায় অধ্যাদেশ আকারে বিদ্যমান আছে। অধ্যাদেশগুলো বাংলা ভাষায় আইন হিসেবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ দু'টি আইন মন্ত্রিসভায় নীতিগত সম্মতির পর বর্তমানে ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। অন্যদিকে ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ চলছে।

ক্রমিক নং.	আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা	মন্তব্য
১১.	ক. প্রাণিকল্যাণ আইন-২০১৭ খ. চিড়িয়াখানা আইন-২০১৭	প্রাণিকল্যাণ আইন মন্ত্রিসভার নীতিগত সম্মতির পর ভেটিং কার্যক্রম চলমান আছে। অন্যদিকে চিড়িয়াখানা আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।
১২.	ক. উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ নীতিমালা-২০১৭ খ. যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা-২০১৭ গ. নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের প্রণোদনা প্রদান নীতিমালা, ২০১৭	নীতিমালাগুলোর প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

শুদ্ধাচার চর্চা :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবশ্যিকভাবে শুদ্ধাচারী হবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর/ সংস্থাসমূহকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে এবং দপ্তরসমূহ সে মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা হতে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের জন্য জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরেও পত্র দেয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর/ সংস্থাসমূহকে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে এবং দপ্তরসমূহ সে মোতাবেক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করছে। প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

SDG:

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয়। অতিদারিদ্রসহ সব ধরনের দারিদ্রের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ অভীষ্ট লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরণের দারিদ্রের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। আর এ কর্মকান্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (no one will be left behind)" নীতি অনুসরণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা

সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত পথনকশা (Mapping) অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। SDG mapping-এ মন্ত্রণালয় ৪টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে Lead, ৪টিতে Co-lead এবং ৩১টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রমের জন্য একজন যুগ্ম-সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর চাহিদা মতে নিয়মিতভাবে ইনপুট/তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য প্রকল্পের তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয় অন্তর্ভূক্ত করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসডিজি সম্পর্কিত ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইত:মধ্যে এসডিজি সূচকসহ অন্যান্য তথ্য উপাত্ত প্রস্তুত ও সংগ্রহে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সহায়তা প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথমবারের মত এ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রতি বৎসর এ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। রূপকল্প (Vision) এবং অভীষ্টলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চুক্তিতে ০৫ টি কৌশলগত উদ্দেশ্যে ৫০টি কার্যক্রম এবং ০৬টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ১৮টি কার্যক্রম রয়েছে।

বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৮৮.৫৬, ২০১৫-১৬-অর্থবছরে ৯৪.৬৯ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৬.৭২ নম্বর অর্জিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। কৌশলগত এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্থায়ী কমিটিকে এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করা হয়। স্থায়ী কমিটির দিক নির্দেশনা এবং সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম :

গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান আনুষ্ঠানিকভাবে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সরকারি অফিসে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অফিস কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং সিস্টেমের যাত্রা শুরু করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ ই-ফাইলিং পদ্ধতির আওতায় আসে। এ পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদানে কোনো বার্তা বাহকের প্রয়োজন পড়ে না। ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হলো জনগণ সেবার পেছনে ছুটবে না বরং সেবাই পৌঁছে যাবে জনগণের কাছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নথি ই-ফাইলিং কার্যক্রমের আওতায় এসেছে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান প্রথম দশের মধ্যে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করছেন

ইনোভেশন :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনগণের দোরগোড়ায় তার সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সাথে সাথে সেগুলো বহাল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা করে পাইলট কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। খুব সহজে দ্রুততার সাথে এবং উন্নতমানের সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো সমন্বিত আকারে সারাদেশে বাস্তবায়নের বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) in Captai Lake Info মোবাইল এ্যাপস্

২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়কালে দেশে-বিদেশে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা		সর্বমোট
		দেশে	বিদেশে	
০১.	২০০৯-২০১০	৭১ জন	৪২ জন	১১৩ জন
০২.	২০১০-২০১১	৪৫ জন	৯০ জন	১৩৫ জন
০৩.	২০১১-২০১২	২৭ জন	৭৯ জন	১০৬ জন
০৪.	২০১২-২০১৩	২৪ জন	৫৭ জন	৮১ জন
০৫.	২০১৩-২০১৪	২৬ জন	৩৩ জন	৫৯ জন
০৬.	২০১৪-২০১৫	২৮ জন	১৮ জন	৪৬ জন
০৭.	২০১৫-২০১৬	১৫১ জন	৪২ জন	১৯৩ জন
০৮.	২০১৬-২০১৭	১৮৬ জন	৪৬ জন	২৩২ জন
	সর্বমোট	**৫৫৮ জন**	**৪০৭ জন**	**৯৬৫ জন**

INFOFISH-এর ২৯তম গভর্নিং কাউন্সিল সভা (০১-০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪) :

INFOFISH একটি Inter Governmental Organization যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানসহ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মৎস্যজাত পণ্যের মার্কেটিং তথ্যাদি প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এর সদস্য বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশ। সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। বাংলাদেশ মৎস্য শিল্পে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে এ সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে আসছে। সংস্থাটি মৎস্য সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সম্মেলন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ট্রেনিং প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। INFOFISH এর ২৯ তম গভর্নিং কাউন্সিল সভা বিগত ০১-০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকায় সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসহ অধিভূক্ত কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পর্যবেক্ষক যোগদান করে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২৯তম ইনফোফিশ গভর্নিং কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করেন এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি

EU-FVO মিশন অডিট, ২০১৫ :

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের চালানের ২০% পণ্য বাধ্যতামূলক পরীক্ষার শর্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক ২০০৯ সালে আরোপ করা হয়। এ শর্তের কারণে বাংলাদেশের মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। UNIDO-এর সহায়তায় BEST প্রকল্পের আওতায় রপ্তানিজাত মৎস্য পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, উন্নত ও আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি (GAP) প্রচলন, Hygienic Sanitation, HACCP, Traceability ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও ম্যানুয়াল প্রবর্তন এবং আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন মান-নিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন এবং আধুনিক ও কারিগরী মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও Testing সুবিধাদি প্রচলন করা হয়। ২০১৫ সালের ২০-৩০ এপ্রিল EU-FVO মিশন এর তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট টিম বাংলাদেশে আসে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও খুলনা অঞ্চলের মৎস্য স্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ইত্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক EU সদর দপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করে। EU অডিট মিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মান সম্পন্ন অগ্রগতির প্রেক্ষিতে EU কর্তৃক ইতোপূর্বে আরোপিত রপ্তানি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার শর্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করে এবং এ প্রেক্ষিতে EU বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষার শর্ত প্রত্যাহার করে। বাংলাদেশের মৎস্য রপ্তানি খাতের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

মৎস্য খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত ৩য় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সভা (২৫-২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬) :

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৎস্য খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত ৩য় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সভা বিগত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উভয় দেশের মৎস্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় শেষে একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়। সভায় রুই, তেলাপিয়া জাতীয় মাছের জাত উন্নয়ন, মৎস্য চাষ ব্যস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়।

Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacitic (NACA) এর ২৮তম Governing Council Meeting (GCM) অনুষ্ঠান :

Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA) একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সংস্থা যা প্রান্তিক মৎস্যচাষী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে কাজ করে থাকে। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অবস্থিত সেক্রেটারিয়েট থেকে Governing Council Meeting (GCM) এর কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করে থাকে। বাংলাদেশসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মোট ১৯টি দেশ ও কয়েকটি আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা NACA এর সদস্য রাষ্ট্র ও সহযোগী সংস্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম বছরে সাধারণত একবার বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত সংস্থার ২৮তম GCM বিগত ২৫-২৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় NACA এর সদস্যভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (এশিয়া-প্যাসিফিক), DG-NACA Mr. Cherdsak Virapat, NACA এর বিদায়ী চেয়ারম্যান Mr. Chumnarn Pongsri বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার আলোকে নির্মিত ভিডিও ক্লিপ "Beautiful Bangladesh" এবং বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অর্জন ও সম্ভাবনার আলোকে প্রণীত একটি ধারণা পত্র Power Point আকারে উপস্থাপন করা হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত NACA গভর্নিং কাউন্সিল সভা

চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর :

মৎস্যখাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে ভারতের সাথে এবং ২০১২ সালে ভিয়েতনামের সাথে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক সমূহের অধীনে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আধুনিক মৎস্য চাষাবাদ কৌশল, কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

বাজেট :

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর জনগণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিজ আমিষের যোগান বৃদ্ধিসহ গ্রামিণ বেকার ও কর্মক্ষম ব্যক্তিদের বেকারত্ব দূরীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ের ক্রমবর্ধমান বাজেট বিবরণী :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)
০১.	২০০৯-২০১০	সংশোধিত বাজেট	৪৬৯৬০.৮২	২৫৭৮৬.০০	৭২৭৪৬.৮২
০২.	২০১০-২০১১	সংশোধিত বাজেট	৪৯৩৮৮.৯৯	৩০৭৩১.০	৮০১১৯.৯৯
০৩.	২০১১-২০১২	সংশোধিত বাজেট	৫১৫৭১.৫৭	৪২১১৫.০০	৯৩৬৮৬.৫৭
০৪.	২০১২-২০১৩	সংশোধিত বাজেট	৫৪১৬৬.৯৬	৩৫৩৭০.০০	৮৯৫৩৬.৯৬
০৫.	২০১৩-২০১৪	সংশোধিত বাজেট	৬০৫১০.৩৭	৪৬৫৩২.০০	১০৭০৪২.৩৭
০৬.	২০১৪-২০১৫	সংশোধিত বাজেট	৬৬০০২.৫৮	৫৪৫৫১.০০	১২০৫৫৩.৫৮
০৭.	২০১৫-২০১৬	সংশোধিত বাজেট	৮৪৬১৭.৪৪	৭০১০৯.০০	১৫৪৭২৬.৪৪
০৮.	২০১৬-২০১৭	সংশোধিত বাজেট	৮৪০৫৮.১৫	৮২১৭৩.০০	১৬৬২২৭.১৫

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন বরাদ্দের তুলনামূলক বিরবণী :

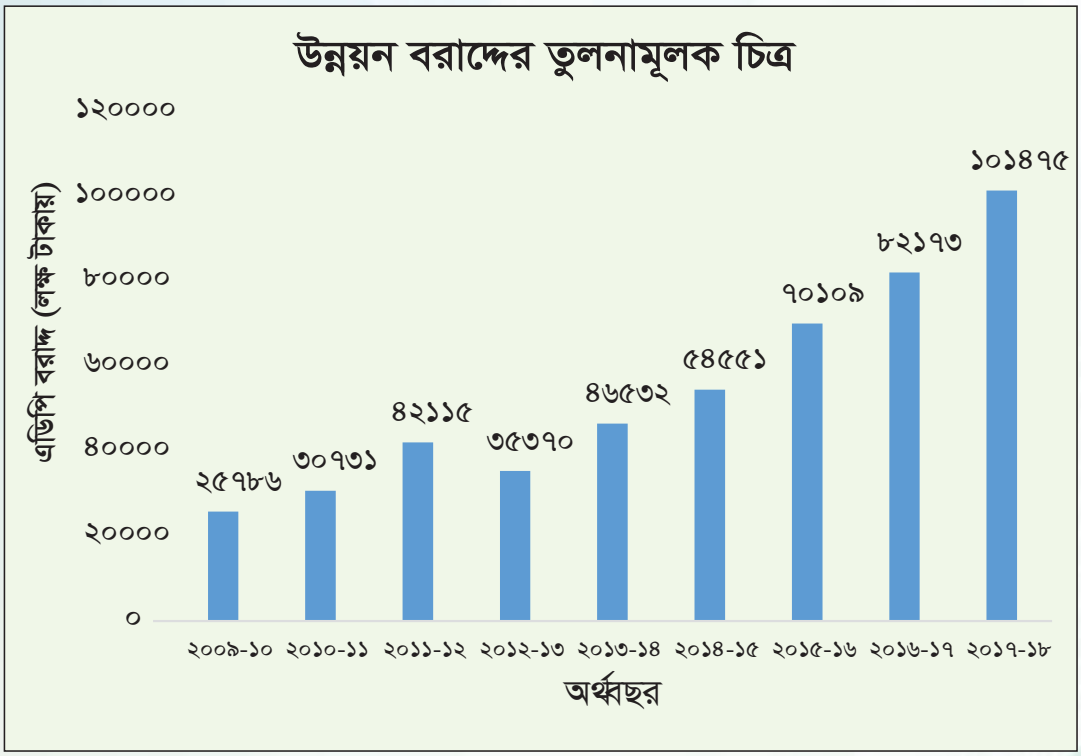

মোট ৪৪টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিগত আট বছরে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ৮৯ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত অর্থ-বছরগুলোতে এ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন গড় অগ্রগতি প্রায় শতভাগ। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যা উপরোক্ত লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে। উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করছে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তার তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে পাওয়া অভিযোগসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের অভিযোগসমূহ বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির বিষয়টি মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কোন কোন সংস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির পরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের জানানো হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত আট বছরে (২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ :

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ : (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
০১.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০০৭-জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫.৪৫	১. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরীপের মাধ্যমে বর্তমান মজুত নির্ণয় ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণ ক্ষমতা নির্ধারণ; ২. মনিটরিং কন্ট্রোল এন্ড সার্ভেলেন্স এবং ভেশেল ট্রেকিং মনিটরিং সিস্টেম পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মাছ ধরার পদ্ধতি আধুনিকীকরণ।	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা।	১. ক্রয়কৃত গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরীপ কাজ অব্যাহত রয়েছে; ২. ভেসেল ট্রাকিং এর মাধ্যমে মনিটরিং যোরদার করা চলমান রয়েছে।
০২.	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : মার্চ ২০১৫ থেকে ১৫-জুন, ২০২০। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪২.২৮	১. নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের স্থানীয় মৎস্যচাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	০৩ টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১ টি জেলায়।	মাঠ পর্যায়ে ৫০০ জন ক্ষেত্র সহকারী এবং ২৯৪৩টি ইউনিয়নে ২৯৪৩ জন লিফ (Local Extension Agent for Fisheries) বা স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত সম্প্রসারণ প্রতিনিধি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে চলছে।
০৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭২.৫৯	পার্বত্য জেলাসমূহে পাহাড়ে ক্রিক নির্মাণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ী জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন করা।	তিন পার্বত্য জেলায়।	১. ৬২৯টি ক্রিকের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ২. মিনি হ্যাচারী স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে; ৩. ৫২৫০ জনকে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
০৪.	এনহেন্সড কোস্টাল ফিসারিজ (ইকোফিস বিডি) মেয়াদ : জুন, ২০১৪-মে, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৫.২২	মেঘনা নদীর ইকোসিস্টেম ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করা।	উপকূলীয় ১২টি জেলা (বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুণা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর ও বাগেরহাট)।	১. ইলিশ সম্পদ রক্ষার্থে সরকার ঘোষিত ৫টি অভয়াশ্রমের চারপাশের ষ্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সহ-ব্যবস্থাপনায় ২৭০টি ইলিশ রক্ষা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে; ২. ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৮১টি জেলে গ্রামের ৯৫০০ জন জেলে পরিবারের সদস্যকে বিকল্প আয়মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
০৫.	নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রকল্প, মেয়াদ : সেপ্টেম্বর, ১৪-জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩.৬৪	সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিমগাছি এবং সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং দরিদ্র উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা।	সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা।	১. ৬.৬০ লক্ষ ঘনমিটার পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে; ২. ২৬৩টি প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন করা হয়েছে; ৩. ৪৪৪০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
০৬.	রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি, ১৫-ডিসেম্বর, ১৮	১. অব্যবহৃত জলাশয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্যচাষ বৃদ্ধি, জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা।	রংপুর বিভাগের ০৮টি জেলা।	১. ৬৩.৫৯ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে এবং ৪.৮৬ হে. বিল নার্সারি পুকুর খনন এবং ৫.২৩ কিলোমিটার জলাশয়ের পাড় নির্মাণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
০৬.	প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০.৫১৮	২. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুফলভোগিদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৩. টেকসই মৎস্যচাষ ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	রংপুর বিভাগের ০৮টি জেলা।	২. ২১টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ১২০টি আধুনিক মাছ চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে; ৩. ৯০০ জনকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ৪৩২.৬৫ হে. অব্যবহৃত জলাশয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে।
০৭.	গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়:(১৪৩.৮৩)	১. দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য সেক্টরের ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফিশারিজ ডিপ্লোমা কোর্স প্রদানের মাধ্যমে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলা; ২. ফিশারিজ ডিপ্লোমা কোর্স সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধুনিক কারিগরী সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ৩টি পৃথক ফিশারিজ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলা।	১. গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে; ২. এর মাধ্যমে ৪ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ কোর্স অতিদ্রুত চালু করা হবে।
০৮.	স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২-জনু, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০.৮১	১. গলদা চিংড়ির নিরাপদ চাষ সম্প্রসারণ ও উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা স্থাপন। ২. বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোক্তা/ বেকার যুবক/ টেকনিশিয়ানদের হ্যাচারি পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬১ টি জেলা (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) উপযোগিতা ভিত্তিক ৪০০ টি উপজেলা।	১. পুরাতন ১৯টি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে এবং ৬টি নতুন গলদা হ্যাচারির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে; ২. বেসরকারি পর্যায়ে ১৮২টি গলদা চিংড়ির প্রদর্শনী নার্সারী খামার স্থাপন করা হয়েছে; ৩. সর্বমোট ৪৫০৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
০৯.	ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪ -জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫.৪২	১. কার্প জাতীয় মাছ এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের কৌলিকাত্তিক গুণাগুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন; ২. দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, প্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যা নিরসন ও হ্যাচারি মালিকদের নিকট গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সরবরাহকরণ।	২৭টি সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার।	১. ২৭টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত রেণু থেকে ২৬.৩৭ মে.টন ব্রুড মাছ উৎপাদিত হয়েছে; ২. মৎস্য অধিদপ্তরের মোট ৩০০ জন কর্মকর্তাকে এবং ৪৪৭৫ জন মৎস্য চাষীকে উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন ও প্রজনন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০.	বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প। মেয়াদ : ফেব্রুয়ারি, ১৫-জানুয়ারি, ১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২.৩৮	১. আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে পুকুর ও ধানক্ষেতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন; ২. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র সুফলভোগী বিশেষ করে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; ৩. কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।	২৯টি জেলা।	১. ১৫৯ টি পুকুরে কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী, ২৩০ টি পুকুরে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ এবং ২১৫ টি খাঁচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে; ২. ১৮০ টি উন্মুক্ত জলাশয়/ পুকুরে মোট ১৮০০ জন সুফলভোগীর মাধ্যমে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে; ৩. ২১৯ ব্যাচে মোট ৪৩৮০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১১.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়:(২১৮.২৪)	১. স্থানীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি করা; ৩. মৎস্যচাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন; ৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সকল (৫৩ টি) উপজেলা।	১. ১.১৮ লক্ষ ঘনমিটার সরকারি পুকুর এবং ০.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার সরকারি বিল/জলাশয় পুনঃখনন ও অন্যান্য জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে; ২. ১২টি মৎস্য অভয়াশ্রম, ১৩ টি পোনা মাছ চাষ ও ১১টি খাঁচায় মাছ চাষ চলমান রয়েছে; ৩. ৫১২০ জন নিবন্ধিত জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধনমূলক উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
১২.	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৫-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪.০৪	১. পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ; ২. খননকৃত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দ্রারিদ্র বিমোচন করা।	৫৩ টি জেলা (কপি সংযুক্ত) যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল জেলায় কার্যক্রম।	১. ইত:মধ্যে ৩০টি পুকুর ও ৪টি বদ্ধ খালসহ মোট ১৭.৯৪ হে. জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষের উপযোগী করা হয়েছে। ২. জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে ১৩৭ জন নারী ও ২৭৯ জন পুরুষসহ মোট ৪১৬ জন প্রান্তিক জনগণ মাছ চাষের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।
১৩.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিক্যাল প্রজেক্ট ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২য় পর্যায়)। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০২১। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৮৮.২৮	প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মাছ চাষিদের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ উৎসাহিত করা।	বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম জেলা ব্যাতিত ৫৭ জেলায় ২৭০ টি উপজেলা।	১. প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে; ২. প্রদর্শনী খামার স্থাপন; ৩. সমন্বিত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
১৪.	বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪.১২	১. মৎস্য অভয়াশ্রম, বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতির পোনা অবমুক্তি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. জলাশয় পুনঃখনন ও ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নির্বাচিত মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ।	যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল জেলা।	১. ১৬টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে; ২. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ০২টি বাজারে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; ৩. মৎস্য পল্লীখ্যাত চাঁচড়ায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০১টি পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৫.	মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮.৪৫	১. গবেষণার মাধ্যমে টেকসই মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন; ২. মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন ও কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণা; ৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা।	স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এবং সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা এবং প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার।	১. মুক্তা গবেষণার জন্য আধুনিক গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে; ২. স্বল্প সময়ে মুক্তা উৎপাদন ও মুক্তার বিভিন্ন ইমেজ উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে; ৩. মুক্তার আকার, স্থায়ীত্ব এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১৬.	চাঁদপুর নদী কেন্দ্র ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৭- জুন, ২০২১। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩.৫৪	বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ইলিশের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	চাঁদপুর ও উপকূলীয় জেলা।	১. গবেষণা জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; ২. গবেষণাগার ও ল্যাবরেটরী স্থাপন; ৩. বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৭.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর কস্ট অ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ। মেয়াদ : নভেম্বর ২০১৬- অক্টোবর, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২.৭১	সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মজুদ নিরূপন করা।	বাংলাদেশের উপকূলীয় সামুদ্রিক এলাকা।	সমুদ্রে জরীপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
১৮.	সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ-প্রিপারেশন ফ্যাসেলিটিজ। মেয়াদ : মার্চ, ২০১৭- ফেব্রুয়ারী, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯.৩৯	সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্তি প্রকল্প ধারণা প্রণয়ন করা।	বাংলাদেশের উপকূলীয় সামুদ্রিক এলাকা।	সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত প্রকল্প ধারণা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৯.	বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প। (বিএফআরআই অংশ) মেয়াদ : ফেব্রুয়ারী : ২০১৫- জানুয়ারি, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩.৮৬	১. কাঁকড়া ও কুচিয়ার প্রজনন এবং চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন এবং গবেষণাগার কাম হ্যাচারী স্থাপন। ২. কাঁকড়া এবং কুচিয়ার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা ও চাষীদের মাঝে সম্প্রসারণ।	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, শেরপুর, বগুড়া, কক্সবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা।	১. কাঁকড়া ও কুচিয়া প্রজননে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে; ২. কাঁকড়ার হ্যাচারী নির্মাণাধীন রয়েছে এবং কাঁকড়া ও কুচিয়ার প্রজনন এবং চাষ ব্যবস্থাপনা গবেষণা পরিচালনাধীন রয়েছে; ৩. সরকারী ও বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা ও চাষীদের প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
২০.	মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০০৯- জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪২.৭৮	মাছ ধরার ট্রলার এবং পন্টুন, স্লিপওয়ে ও গ্যাংওয়ে ইত্যাদি ডকিং আনডকিংসহ মেরামতের সুবিধাদি প্রদান।	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।	প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির (৮৫%) পথে।
২১.	দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২- জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : (.৭০)৬৯	সাগর হতে ধৃত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ ও বিপণন সুবিধাদি প্রদান।	১. পটুয়াখালীর আলীপুর, মহিপুর; ২. পিরোজপুরের পাড়ের হাট; ৩.লক্ষ্মীপুরের রামগতি।	নির্মাণ কাজ চলমান।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
২২.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন। মেয়াদ : এপ্রিল, ২০১৪-মার্চ, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৪.৪৩	হাওর এলাকা হতে ধৃত মাছের পোস্ট হারভেষ্ট রোধকল্পে স্বাস্থ্য সম্মত অবতরণ কেন্দ্রে সুবিধাদি প্রদান।	১. মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা ২. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ৩. ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।	নির্মাণ কাজ চলমান।
২৩.	সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারী-জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮০.১৩	ডিভিএম এবং এএইচ বিষয়ে সমন্বিত ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি।	বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	ডিভিএম এবং এএইচ বিষয়ে সমন্বিত ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করে আত্ম- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২৪.	বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২.২৩	দেশে একটি টেকসই এবং লাভজনক মাংস জাতের গবাদি পশুর উন্নয়ন করে আমীষের চাহিদা পূরণ ও আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করণ।	৩৮ টি জেলার ৮০ টি উপজেলা।	১. মাংসল জাতের গবাদিপশুর উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে; ২. আমীষের চাহিদা পূরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ হচ্ছে।
২৫.	ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫.৪৮	ডিভিএম এবং এএইচ বিষয়ে সমন্বিত ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি।	ঝিনাইদহ সদর ঝিনাইদহ।	কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
২৬.	ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৪.১৩	সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদন, উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সীমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	২২ টি জেলার ১৮১ টি উপজেলা।	১. উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সীমেন উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে; ২. গবাদিপশুর উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
২৭.	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৭.৩৭	প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।	নেত্রকোণা-সদর, গোপালগঞ্জ-সদর, খুলনা-ডুমুরিয়া, বি.বাড়িয়া-নাসিরনগর এলটিআই গাইবান্ধাকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরকরণ।	ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
২৮.	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫-ডিসেম্বর, ১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২.০৩	১. খামারী পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির পুষ্টিমান উন্নয়ন সাধন; ২. প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন।	সমগ্র বাংলাদেশ।	১. সারা দেশে ১৮৩০টি উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে; ২. সবুজ ঘাস সংরক্ষণের জন্য "সাইলেজ" প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
২৯.	বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পরিসেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন আবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০২০। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৯.৬৭	১. সমন্বিত পশুরোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাকরণ প্রাকটিস প্রতিষ্ঠাকরণ; ২. ওয়ান হেলথ এর কর্মদক্ষতার সমন্বয়করণ; ৩. ভ্যালু চেইন ভিত্তিক পশুরোগ ডায়াগনসিস, সার্ভিলেন্স এবং মনিটরিং করা।	সমগ্র বাংলাদেশ।	১. সমন্বিত পশুরোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাকরণ প্রাকটিস প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে; ২. ওয়ান হেলথ এর কর্মদক্ষতার সমন্বয়করণ করা হচ্ছে; ৩. ভ্যালু চেইন ভিত্তিক পশুরোগ ডায়াগনসিস, সার্ভিলেন্স এবং মনিটরিং চলমান রয়েছে।
৩০.	দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল, ২০১৫ জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫.৪৮	১. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নতকরণ; ২. বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড যথা-ক্ষুদ্র ডেইরী, পোল্ট্রি, গরুর স্বাস্থ্য হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম জোরদার পূর্বক দারিদ্র হ্রাস।	খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা- বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর।	১. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে; ২. পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে; ৩. ক্ষুদ্র ডেইরী, পোল্ট্রি, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম জোরদারপূর্বক দারিদ্র হ্রাস পাচ্ছে।
৩১.	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৬- ডিসেম্বর, ২০ প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৫.৪৩	১. এআই পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা; ২. দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান (Genetic make-up) উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	৬৪টি জেলার ২৯১ টি উপজেলা।	১. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে; ২. দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে; ৩. বেকারত্ব ও দারিদ্রতা হ্রাস পাচ্ছে।
৩২.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৭.৬০	হাঁসের ডিম ও হাঁসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা ও আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বি.বাড়িয়া, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ভোলা, নীলফামারী, মাগুরা, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ ও হবিগঞ্জ।	হাঁস ও হাঁসের ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।
৩৩.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫.৬৪	উদ্যোক্তা, এআই কর্মী, টিকাদান কারী ও স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীকরণ এবং গবাদীপশু, হাঁস ও মুরগির রোগ অনুসন্ধান, দমন ও নিয়ন্ত্রণ।	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।	১. উদ্যোক্তা, এআই কর্মী, টিকাদানকারী ও স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা হচ্ছে; ২. গবাদী পশু হাঁস মুরগির রোগ অনুসন্ধান দমন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৪.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩১.১৫	নতুন ইউএলডিসি ভবণ স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সেবার মান বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	৮টি বিভাগের ৪৭টি জেলার ৮৬ টি উপজেলা (নবসৃষ্ট-২৪)।	প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৩৫.	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট - বি) (২য়-পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১.৬১	ভেড়া পালনে খামারী/ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	৬৪টি জেলার ৪৮০ টি উপজেলা।	ভেড়া পালনে খামারী/ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টির আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩৬.	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৬.১৩	১. পশু খাদ্যে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং এদের পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকরণ; ২. মানব খাদ্য হিসাবে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর মাননিয়ন্ত্রণ; ৩. প্রাণিসম্পদ উপখাত হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধি এর বাস্তবায়ন ও খসড়া প্রণয়ন।	সাভার, ঢাকা।	১. পশুখাদ্য ও ফিড এডিটিভ্স-এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে; ২. মানব খাদ্য হিসাবে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাতের মাননিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রয়েছে; ৩. প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাবহার যোগ্য ঔষধ ও অন্যান্য বায়োলজিক্স-এর মান নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে।
৩৭.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০২১। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৬০.৫৮	১. প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্প্রসারণ; ২. প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহ ও বাজার ব্যাবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মহিলা খামারীদের খামার পর্যায়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি।	৮টি বিভাগের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা।	১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা উন্নতি সাধন করা হয়েছে; ২. ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মহিলা খামারীদের খামার পর্যায়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।
৩৮.	বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২.৫৪	বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ এবং ছাগলের পিপিআর রোগ টিকা উদ্ভাবনের মাধ্যমে গরুর মাংস এবং ছাগল ভেড়ার মাংস বিদেশে রপ্তানি করা হবে।	(বিএলআরআই হেডকোর্য়াটার, সাভার, ঢাকা), রাজশাহী।	১. জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ করে আমিষের ঘাটতি পূরণ বিশেষ সহায়ক হয়েছে; ২. প্রান্তিক অবস্থানে থাকা গ্রামীণ নারীদের আর্থিক সামর্থ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে; ৩. ছাগলের মাংস রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।
৩৯.	ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২-ডিসেম্বর, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩.২০	নতুন নতুন ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও দেশীয় উপযোগী ঘাসের জাত সম্প্রসারণে গবেষণা পরিচালনা করা।	বিএলআরআই হেডকোর্য়াটার, সাভার ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, যশোর এবং ফরিদপুর।	১. ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক এবং ১৯.৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নত জাতের ফডারের স্টক করা হয়েছে; ২. গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভিদ জৈব প্রযুক্তি ও মলিকুলার কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সবুজ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে; ৩. ফডার চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৪০.	সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট এ গবেষণা-২য় পর্যায়) প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬.১৪	১. ভেড়ার জাত সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ উপযোগী জাত উন্নয়ন; ২. আঞ্চলিক সম্ভাবনা নির্ভর সময় ভিত্তিক ভেড়া ও ল্যাম্ব উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী; ৩. প্রজনন, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সেবা এবং বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক মডেল ভেড়া কমিউনিটি উন্নয়ন।	ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, নওগাঁ, নোয়াখালী, বান্দরবান ও সিলেট।	১. প্রকল্পের আওতায় দেশে প্রথম বারের মত ভেড়ার পশম থেকে বিভিন্ন পশম জাত পণ্য সফলতার সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যসামগ্রী গত ১৩/০৭/২০১৭ তারিখে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়; ২. পাঁঠা সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আন্ত:প্রজনন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে খামারিরা লাভজনক ল্যাম্ব উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছে।
৪১.	দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১৪-জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১.১৩	১. স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন ও খামারে পরীক্ষামূলক প্রদর্শন এবং দেশে দেশী মুরগির উৎপাদন ভিত্তিক এলাকা গড়ে তোলা; ২. জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলের উপযোগিতা যাচাই-করণ এবং উন্নয়ন।	(বিএলআরআই হেডকোয়ার্টার, সাভার, ঢাকা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ, নকলা, শেরপুর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট, ডুমুরিয়া, খুলনা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর এবং সোনাগাজী, ফেনী)।	১. জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন করা হয়ছে যা বিএলআরআইএ উপযোগীতা যাচাই করা হচ্ছে; ২. ৬০০ জন দেশী মুরগি পালনকারী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৩. প্রকল্প এলাকায় দেশী মুরগির উৎপাদনশীলতা প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঐ সমস্ত এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
৪২.	ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০১৯। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩.২৮	১. সংকরায়ন এর মাধ্যমে উন্নত জাতের দুধের গাভী উৎপাদন; ২. টেকসই খাদ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি; ৩. গাভীর বিভিন্ন ধরনের রোগ সনাক্তকরণ ও তার প্রতিকার।	বাঘাবাড়িঘাট, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।	১. ডেইরী শেডে, বুল শেড, কাফ শেড ও মেটারনিটি শেডের নির্মাণ কাজ সম্পন; ২. ক্রস ব্রীড জাতের গাভীর সংকরায়নের জন্য সিমেন ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ৩. মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
৪৩.	মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১০- জুন, ২০১৮। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৬.০৩	১. জেনেটিক অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছের গুণগতমানের রেণু ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; ২. বর্তমান মৎস্য স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের মাঝে আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণ।	ফরিদপুর ব্যতীত ৬৩ জেলা।	১. ৩৫টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার /মিনি হ্যাচারি/ মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ ডিএফটিসি মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে; ২. হ্যাচারী মালিক/ ম্যানেজার/ মৎস্য চাষী ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৪৪.	উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প। মেয়াদ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৪- ডিসেম্বর, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০০.০৬	১. বিল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে আহরণযোগ্য মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ২. পোনা মজুতকরণের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য মজুদ বৃদ্ধি করা; ৩. জলাশয় নির্ভর দরিদ্র জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ।	কক্সবাজার, মেহেরপুর, বরগুনা, সাতক্ষীরা ব্যতীত ৬০ টি জেলা।	১. ৯৯৭টি বিলে নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৯৬৮টি জলাশয়ে ১৬৭১.৮৫ মে.টন কার্প জাতীয় এবং দেশীয় প্রজাতির পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে; ২. ৫০১টি ব্যাচের মাধ্যমে ১২৫২৫ জন সিবিএ সদস্যকে ২দিন ব্যাপী অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ও বিল নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
০১.	স্ট্রেংদেনিং অব ফিশারি এন্ড একুয়াকালচার ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। মেয়াদ : জুলাই, ২০১০- ডিসেম্বর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৫.৯৫	১. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মাছ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; ২. নিরাপদ খাদ্য বিধি ও আইন প্রয়োগের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্গঠন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ৩. মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার আধুনিকিকরণ এবং নির্ভরশীল ও স্থায়ীত্বশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।	মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ও উপকূলীয় অঞ্চলের ৮ জেলা (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, ও কক্সবাজার) ও উক্ত জেলার আওতাধীন ৪০ টি উপজেলায়।	১. ল্যাব এক্রিডিটেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের টেস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে; ২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানীতে টেস্টিং সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবেনা মর্মে অবহিত করেছে; ৩. FIQC আইন, বিধি-বিধান আন্তর্জাতিক মার্কেটের চাহিদা মোতাবেক সমন্বয় করা হয়েছে; ৪. ISO ১৭০২৫ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী FIQC ল্যাবরেটরী সমূহ এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত হয়েছে।
০২.	জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১২- জুন, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮১.৮১	প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করে নিবন্ধনকরণ এবং তাঁদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান ও প্রকৃত জেলেদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন।	৬৪ জেলায়।	১৫,৬০,০০০ জেলেকে নিবন্ধনভুক্ত করা হয়েছে এবং সারাদেশে ১৩,৩০,০০০ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রস্তুতির পর বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি নিহত জেলে পরিবারকে ৫০,০০০/- টাকা হারে ৪৮৭ জন জেলেকে মোট ২,৩৯,৭০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
০৩.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১- ডিসেম্বর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫.০৫	১. মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও সমন্বিত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন; ২. দরিদ্র পীড়িত এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনযাত্রার উন্নয়ন।	রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী জেলা।	১. ২৪৩৩টি চাষী সংগঠন গঠন করা হয়েছে ও ৬০০০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ২. ১৫১২টি নার্সারি প্রদর্শনী ও ৪৯৩২টি মাছ চাষ প্রদর্শনী ও ৭২টি খাঁচায় মাছ চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
০৪.	এনহেন্সিং একুয়াকালচার প্রোডাকশন ফর ফুড সিকিউরিটি এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট থ্রু বেটার সীড এন্ড ফীড প্রোডাকশন। মেয়াদ : ডিসেম্বর, ২০১৪- অক্টোবর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩.৫২	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কারিগরী ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাছচাষে উন্নততর পোনা ও মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ।	সমগ্র বাংলাদেশ।	১. গুণগত মানসম্পন রেণু উৎপাদনের জন্য ৮৮ জন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি অপারেটর এবং ১১ জন খামার ব্যবস্থাপককে ৩ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ২. গুণগত মাছের খাদ্য উৎপাদনের জন্য মৎস্য খাদ্য কারখানার ১২১ জন কারিগরী কর্মকর্তাকে (কেমিষ্ট, নিউট্রশনিষ্ট ইত্যাদি) ২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
০৫.	বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০০৯- জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২.২৩	১. মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পাবনা এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ; ২. ছোট অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন; ৩. পাবনা এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ১৮টি উপজেলা।	১. ৩৫টি চিহ্নিত ও পরিত্যক্ত জলাশয় পুন:খনন ও ২০টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা; ২. ৫.৬৯ মে.টন বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ব্রুড মাছ ও ৫২ মে.টন বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তি; ৩. ৯০টি ছাগল, ৩৬৩৬টি হাঁস-মুরগি, ২০টি রিক্সা ভ্যান ও ২০টি সেলাই মেশিন দরিদ্র ব্যক্তিকে সরবরাহ করে আয় বর্ধক কর্মসূচির প্রবর্তন।
০৬.	'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)'। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০.২৯	১. মেরিন ফিশারিজ একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন করা; ২. প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের পেশাদার নাবিকদের জন্য সময়োপযোগ্য প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি।	বিভাগ- চট্টগ্রাম জেলা- চট্টগ্রাম উপজেলা- কর্নফুলী।	প্রকল্পের আওতাধীন সকল নির্মাণ কাজ এবং সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে।
০৭.	ষ্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (HPAI) ইন বাংলাদেশ প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০৯- জুন, ২০১৩)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫.৮০	১. নির্দ্ধারিত ৩২টি জেলায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা; ২. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র পারিবারিক খামারিদের পুনরায় হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা।	৬৪টি জেলার ৪০০টি উপজেলা।	১. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সার্ভিল্যান্স ও রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে মুরগির রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পারিবারিক খামারিদের আয় বৃদ্ধি; ২. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি।
০৮.	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০০৯- জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪.১৩	১. এআই পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা; ২. দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	৬৪টি জেলার ১০০০টি ইউনিয়ন।	১. কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং দেশীয় গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি; ২. ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন।
০৯.	২২ (বাইশ) টি নির্বাচিত জেলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগী খামারীদের সহায়ক সেবাদান প্রকল্প। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১০- জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭.১৪	১. ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগী খামারীদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার কমানোর মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন-এর জন্য ভেটেরিনারি সেবা খামারী পর্যায়ে পৌঁছানো; ২. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্যের খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান নির্ণয়ের সুবিধা সৃষ্টি করা; ৩. ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগী খামারীদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সিবিও গঠনের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধান।	গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রংপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, সিরাজগঞ্জ, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, পঞ্চগড়, নীলফামারী, বাগেরহাট, লক্ষ্মিপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, পিরোজপুর এবং সুনামগঞ্জ।	১. ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগী খামারীদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; ২. ভেটেরিনারি সেবা খামারী পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমে রোগ বালাই কমে আসছে; ৩. সুষম খাদ্য তৈরীর জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান নির্ণয়ের সুবিধা সৃষ্টি করে গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১০.	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই ২০০৯-জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় :২৫.০৫	১. ইউনিয়নভিত্তিক লিফ এবং স্থানীয় মৎস্য চাষীদের সমন্বয়ে স্থায়ীত্বশীল সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. মৎস্যচাষ ও বিভিন্ন মৎস্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	৫১টি জেলার ২৪৪টি উপজেলা।	১. মাঠ পর্যায়ে ১৭৬০ টি ইউনিয়নে ১৭৬০ জন লিফ (Local Extension Agent for Fisheries) বা স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয়েছে; ২. ৭৪,২৪৪ জন মাছচাষিকে বিভিন্ন প্যাকেজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
১১.	যশোর জেলায় ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০০৯-জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯.৮৬	সমাজভিত্তিক সম্প্রসারিত মাছ চাষ ও অন্যান্য আয় বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	যশোর জেলার সদর, অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলা।	১. সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ও মৎস্য জীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলাশয়ে প্রবেশাধিকার ও মৎস্যজীবী সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে; ২. অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে ছোট প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন সাধন হয়েছে।
১২.	বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মৎস্যচাষ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০১০-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৭.১৪	১. দরিদ্র ও ভূমিহীন মৎস্যচাষীদের জন্য বিভিন্ন মাছচাষ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ২. মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য জীববৈচিত্র সংরক্ষণ; ৩. ছোট অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন।	ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর।	১. ৯৯টি খাল (১২৪.২৫ হেক্টর) পুন:খননের মাধ্যমে মাছ চাষের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে; ২. ২৬৬টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ১১৫.৭০ মে.টন বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা অবমুক্তি করা হয়েছে; ৩. মৎস্য চাষের সংগে সম্পৃক্ত ১৪৩টি পাইপ কালভার্ট ও ২৫টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ; ৪. ২৯৩৩টি ছাগল ও ১০৪০০টি হাঁস সরবরাহের মাধ্যমে আয় বর্ধন কর্মসূচির প্রবর্তন।
১৩.	অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ এলাকায় জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প। মেয়াদ : এপ্রিল ২০১০-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৩.৮০	১. জলাশয় খনন, ও পুন:খননের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের মৎস্যখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	চট্টগ্রাম ও বরিশাল ব্যতিত ৬টি বিভাগ; ৩৪টি জেলা; ১৮৫টি উপজেলা।	১. ১২১১টি জলাশয় খনন, ও পুন:খননের মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ৬২৬৬ জন দরিদ্র জনগণের মৎস্যখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ২. ২৫% মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি ও উল্লেখযোগ্য হারে অপুষ্টি কমানো।
১৪.	চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প। মেয়াদ : এপ্রিল ২০১০-জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯.৪২	১. চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধার করা; ৩. সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা।	সকল জেলা।	১. ১২৩টি জলাশয় পুন:খনন, ২৪৯.৫ মে.টন পোনা মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্তকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধার করা রয়েছে; ২. ৫৭টি সরকারি মৎস্য খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১৫.	ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০০৯-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় :৭৫.৩৬	১. প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন; ২. জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল পরিবারের উপার্জন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; ৩. জলাভূমি নির্ভরশীল বন্যপ্রাণি ও উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি; ৪. জলাভূমি জীববৈচিত্র উন্নয়ন।	পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলা।	১. ২৬টি বিএমও গঠন ও ১০টি বিএমও অফিস ভবন নির্মাণ; ২. জলাশয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি নীর্ধারণ ও সরকারি জলমহাল নীতি ২০০৯-এর সংশোধন; ৩. ২৪টি জলাভূমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে।
১৬.	হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। মেয়াদ : অক্টোবর ২০১০-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭.২৬	১. হাওরে বিল নার্সারি, মাছ অবমুক্তি, মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণ; ২. সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।	নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার এবং সুনামগঞ্জ জেলা।	১. ৩৫টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ১৬৭.৭৭ মে.টন বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা অবমুক্তি; ২. বিভিন্ন উপযুক্ত জলাশয়ে ৭০০টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে; ৩. ১০৬৫০ জন সুফলভোগী ও সিবিও সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৪. ০৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
১৭.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১১-ডিসেম্বর, ১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩.০৬৮	১. হ্যাচারি ও নার্সারিতে গুণগতমান সম্পন্ন রেণু/ পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে কাপ্তাই লেকে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; ৩. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।	রাঙ্গামাটি জেলার সকল উপজেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও দীঘিনালা উপজেলা।	১. বরকল ও লংগদু উপজেলায় নার্সারি স্থাপন, ১৫৭ কেজি রেণু ও ৫.৪ লক্ষ ধানী নার্সারিতে অবমুক্ত এবং ৭৬.১২ মে.টন পোনা উৎপাদন; ২. রাঙ্গামাটিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ৩৮৪০ জন মৎস্য জীবীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; ৩. রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ১০টি উপজেলায় ৫০০টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন।
১৮.	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় গাজনার বিলে মৎস্যচাষ প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১০- জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪.৯১	১. প্রকল্প এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাদাই নদী পুন:খননের মাধ্যমে মৎস্য আবাসস্থলের উন্নয়ন করা; ২. উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও খাঁচায় মাছচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিল এলাকা।	১. ০৫টি স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম, ০৪টি বিল নার্সারি স্থাপন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; ২. বাদাই নদীর সংযোগকারী ৪০ কিলোমিটার খাল পুন:খননের মাধ্যমে মৎস্য আবাসস্থল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ৩. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাঝে ১০০টি খাঁচা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
১৯.	মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প। মেয়াদ : মার্চ ২০১১-জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭.৬৯	১. মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি নির্ধারণ; ২. দেশের সকল মাছ ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফরমালিন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি; ৩. মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।	সারাদেশে ৬৪টি জেলা, সকল উপজেলা।	১. সকল জেলায় ১টি করে ফরমালিন নির্ধারণী কিট বক্স সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকা শহরে ১৯১টি মোবাইল কোর্ট এবং অন্যান্য জেলা ও উপজেলায় ৭৯৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে; ২. ১০০টি সচেতনতামূলক সভা ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে; ৩. মোট ৫৪,৬৭৫ জন মাছ ব্যবসায়ী, ৫০০০ জন মাছ বাজার কমিটির সদস্য এবং ৫২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
২০.	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)। মেয়াদ : জুলাই ২০০৮-জুন, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪.২৪	১. জাটকা ও ব্রুড ইলিশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি; ২. নির্দিস্ট সময়ের জন্য অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা আহরণ অবনমিত-করণ; ৩. কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ৪. জাটকা ও পরিপক্ক ইলিশ সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি।	উপকূলীয়সহ ১২ জেলার ৫১টি উপজেলা।	১. ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইলিশ উৎপাদন ২.৯৯ লক্ষ মে.টন থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩.৮৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীত; ২. জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ৩২৫০৯ জন জেলেদের বিকল্প আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার বাইরে ৫ জেলার ২৫টি উপজেলায় সচেতনতা মূলক কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।
২১.	হুরা সাগরে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০১১-জুন, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮.৮০	১. পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি; ২. মরা খাল খননের মাধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা; ৩. পোনা মজুত, খাঁচায় মাছ চাষ ও নদীতে নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, বেলকুচি ও কামারখন্দ উপজেলা।	১. হুরাসাগরের ৪০.১৮ হেক্টর খনন করা হয়েছে। ২০টি অভয়াশ্রম স্থাপন ও ২০০০ কেজি বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় পোনা মজুত করা হয়েছে; ২. নদীতে পানি ধরে রাখার জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে; ৩. নদীতে ২০টি নার্সারি স্থাপন ও নদীর গভীরতর অংশে ১০টি খাঁচা স্থাপন ও ১০টি সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
২২.	বিল্ডিং ট্রেড ক্যাপাসিটি অব স্মল শ্রিম্প এন্ড প্রন ফার্মারস ইন বাংলাদেশ ইনভেস্টিং ইন বোটম বিল্ডিং ট্রেড পিরামিড (এসটিডিএফ)। মেয়াদ : জানুয়ারি, ১৩-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪.৪৬	ক্ষুদ্র আকারের চিংড়ি চাষীদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি।	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলা।	১. চাষ পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মোট গলদা ও বাগদা উৎপাদন ১৭২ কেজি/ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১০ কেজি / হেক্টর হয়েছে; ২. চাষীগণ উন্নতমানের চিংড়ি উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
২৩.	ঘুর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন প্রকল্প। মেয়াদ : এপ্রিল, ২০১০-জুলাই, ২০১২। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯.৮৮	১. আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ৩. বিভিন্ন মাছচাষ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাছচাষে ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ।	ঘুর্ণিঝড় আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ১৬ জেলার ৮৯টি উপজেলা।	১. আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ৯৮% মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন এবং ৪৭৫০০ জন সুফল-ভোগিকে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ২. আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ৪৭৫০০ জন সুফলভোগিকে মাছচাষ বিষয়ক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।
২৪.	হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই ২০০৭-জুন, ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫.২৬	হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা।	চট্টগ্রাম জেলা।	১. হালদা নদীর বর্তমান হাইড্রলজিকাল ও মরফোলজিকাল বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধারের কৌশল নির্ণয়-এর জন্য ওডগ স্টাডি সম্পন্ন করে সুপারিশসহ চুড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে; ২. মদুনাঘাটে ও মোবারকখিল হ্যাচারিতে ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং হ্যাচারি সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২৫.	বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০০৬- ডিসেম্বর, ২০১১। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪.০৩	১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সুবিধাদির মাধ্যমে বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন; ২. চিংড়ির রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার এবং উৎপাদন পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা; ৩. প্রযুক্তি নির্ভর চাষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি।	বাগেরহাট জেলা।	১. বাগেরহাট জেলা শহর সংলগ্ন এলাকায় একটি চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে; ২. অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ৪টি গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে; ৩. প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২১০০ জন চিংড়ি চাষী, সম্প্রসারণ কর্মী, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২৬.	জাটকা সংরক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা, বিএফআরআই-অংশ। মেয়াদ : জুলাই ২০০৮-জুন, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪.৯২	১. জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা; ২. ইলিশ গবেষণাগার আধুনিকায়ন, আধুনিক ইলিশ গবেষণা বোট ও গবেষণা সংলিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	চাঁদপুর।	১. মেঘনা ও পদ্মা নদীর মিলনস্থলে ২০ কিমি এলাকাকে ইলিশের ৫ম অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে; ২. ২টি গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে; ৩. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইলিশ গবেষণা জলযান তৈরি করা হয়েছে।
২৭.	ইমপেক্ট এসেসমেন্ট অব আপস্ট্রিম ওয়াটার উইথড্রল টু কনজার্ভ ন্যাচারাল ব্রিডিং হ্যাবিটেট অব মেজর কার্পস ইন দি রিভার হালদা। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২.০০	১. রাবার ড্যাম, স্লুইচ গেট, দূষণ, বালি উত্তোলন, মাটি খনন এবং সেচ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প হালদা নদীতে প্রাকৃতিক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর প্রভাব নির্ণয়; ২. হালদা নদীর বিভিন্ন ক্যানেল ও চারার হাইড্রেলেজিক্যাল ও মোরফোলিক্যাল বিষয়ক গাণিতিক মডেল নির্ণয়।	চট্টগ্রাম।	গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রজনন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত সুপারিশমালার আলোকে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
২৮.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গবেষণা শক্তিশালীকরণ। মেয়াদ : জুলাই, ২০১০-ডিসেম্বর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪.৩৯	১. ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার এবং উন্নয়ন; ২. বিদ্যমান গবেষণাগারের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।	ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, রাঙ্গামাটি, খেপুপাড়া, সৈয়দপুর, বগুড়া, যশোর, বাগেরহাট, পাইকগাছা।	১. ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র গবেষণাগার, অফিস, পুকুর, হ্যাচারী সংস্কার ও অধুনিকায়ন করা হয়েছে; ২. ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে; ৩. গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।
২৯.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, বিএফআরআই কম্পোনেন্ট। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩.৪৬	১. মৎস্যচাষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন; ২. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ; ৩. গবেষক, চাষী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের মাঝে যোগাযোগ জোরদারকরণ।	বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ।	১. বরিশাল ও রংপুর অঞ্চরে ৫৪ টি উপজেলায় ৮৪৮ টি এ্যাডাপটিপ ট্রায়েল পরিচালনা করা হয়েছে; ২. প্রকল্পের আওতায় ৭ জন কর্মকর্তা ও ৫৯ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
৩০.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পো-সি, বিএফআরআই -অংশ)। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪.৮৬	১. কাপ্তাই হ্রদের ইকোসিস্টেম এর উপর গবেষণা পরিচালনা; ২. অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ; ৩. মাছ ধরা বন্ধ মৌসুমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি।	রাঙ্গামাটি।	১. প্রকল্পের আওতায় ১টি অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে; ২. কাপ্তাই লেকের জলাশয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের গতিধারা ইত্যাদি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।
৩১.	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এ্যান্ড লাইভলিহুডস (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১৩-সেপ্টেম্বর, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০২.৭২	অভিযোজন ও সহ-ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করে নির্বাচিত জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এর জলাভূমি সম্পদ ও জীববৈচিত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ও অভিস্ট দলের জীবিকায়ন বৈচিত্রতা সৃষ্টি করা।	চট্টগ্রাম অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, কক্সবাজার অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল।	১. ২টি জলাভূমি অভয়াশ্রম স্থাপন করা; ২. হাইল ও হাকালুকি হাওরে ১,৯৫,৫৫০টি জলজ বৃক্ষ রোপন; ৩. ৩৬,৬৩৩টি পরিবারকে বিকল্প আয়ের সুযোগ করা হয়েছে; ৪. ১৭,৮২৪ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত করা হয়েছে।
৩২.	জলজ পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার উপর মৎস্য চাষে ব্যবহৃত ড্রাগস ও কেমিক্যালস এর প্রভাব। মেয়াদ : জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭.৩০	১. বাংলাদেশে মৎস্যচাষে ব্যবহৃত ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রণয়ন এবং উৎস নিরূপন; ২. পানি, কাঁদা এবং মাছের উৎপাদনশীলতার উপর ব্যবহৃত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রভাব নির্ণয়; ৩. ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিষক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে মৎস্যচাষী ও উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	ময়মনসিংহ, চাঁদপুর এবং কক্সবাজার।	১. বাংলাদেশে মৎস্যচাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন ড্রাগস ও কেমিক্যালের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২. বাংলাদেশে রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। ৩. মৎস্য চাষী ও উদ্ভাবতা পর্যায়ে মৎস্য চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকারক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৩৩.	ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১২। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭.৩৯	পাইলট প্রকল্প হিসেবে ঢাকা শহরে আধুনিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ফরমালিন মুক্ত মাছ বিপণন সুবিধাদি প্রদান।	যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে মাছ বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত বিপণন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
৩৪.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প। মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৬। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭.০৭	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।	১. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২. স্থানীয় জনগণ, উপজাতি, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন হয়েছে।
৩৫.	ইমারজেন্সি ২০০৭ (সিডোর) সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্তোরেশন প্রজেক্ট। মেয়াদ : জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬০.২৬	সাইক্লোন সিডর আক্রান্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বাগেরহাট-এর মোট ১৩টি উপজেলা।	সিডর আক্রান্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অত্র এলাকার দরিদ্র জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও পূর্ণবাসন করা হয়েছে।
৩৬.	ইমপ্রুভিং ফুড সিকিউরিটি অব ওমেন এন্ড চিলড্রেন বাই এনহেন্সিং ব্যাকইয়ার্ড এন্ড স্মল স্কেল পোল্ট্রি প্রোডাকশন ইন সাউদার্ন ডেলটা রিজিয়ন। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১২-সেপ্টেম্বর, ২০১৫। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০.৩২	ক্ষুদ্র হাঁস-মুরগী পালন খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণ।	বরিশাল জেলার (বাবুগঞ্জ ও উজিরপুর) এবং খুলনা জেলার (দিঘুলিয়া, তেরখাদা এবং ডুমুরিয়া)।	ক্ষুদ্র মুরগী পালন খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়েছে।
৩৭.	টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৫.৯৭	অটোম্যাকানাইজেশনের মাধ্যমে টিকার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন।	মহাখালী, ঢাকা ও কুমিল্লা।	১. অটোম্যাকানাইজেশনের মাধ্যমে টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন করা হয়েছে; ২. টিকার উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদের রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩৮.	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ('ক' অংশ) (জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১৭)। প্রাক্কলিত ব্যয় : (৪৬.৪৭)	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মহিষের জাত উন্নয়ন।	১৩ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলা।	ক্রমবর্ধমান দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মহিষের জাত উন্নয়ন করে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৯.	প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৭)। প্রাক্কলিত ব্যয় : (৭৭.৪৯)	দেশের বাহির হতে পশু ও পশুজাত পন্যের মাধ্যমে রোগ প্রবেশ রোধ করা, রোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করে গবাদি পশু পালন লাভজনক করার মাধ্যমে কৃষক/ খামারীদের উৎসাহ প্রদান।	১. দেশের আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরসমূহ; ২. গুরুত্বপূর্ন স্থল বন্দরসমূহে।	দেশের বাহির হতে পশু ও পশুজাত পণ্যের মাধ্যমে রোগ প্রবেশ রোধ করে প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃষক/ খামারীদের আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৪০.	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ) (জুন, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৬)। প্রাক্কলিত ব্যয় : (৩২.৪৭)	দুধ, মাংস, ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরগুনাসহ মোট ৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলা।	দুধ, মাংস ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪১.	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০১৭)। প্রাক্কলিত ব্যয় : (২২.০২)	১. কৃষক পর্যায়ে অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের সবুজ ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করণের মাধ্যমে গবাদিপশুর পুষ্টি উন্নয়ন; ২. প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন।	৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ১২২টি উপজেলা এবং ৮টি সরকারী দুগ্ধ খামার।	১. উন্নত জাতের সবুজ ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে; ২. গবাদিপশুর পুষ্টিমান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে; ৩. খামার পর্যায়ে প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪২.	বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই, ২০১০-জুন ২০১৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২.৫২	১. চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার গয়াল, পাহাড়ী ছাগল, রেড জাংগল ফাউল এর গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা; ২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও খামারী লেভেলে ফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থাকরণ ও নূতন টেকনোলজি পরীক্ষাকরণ।	সিরাজগঞ্জ-বাঘাবাড়িঘাট, শাহজাদপুর বান্দরবান-নাইক্ষ্যংছড়ি।	১. বাঘাবাড়ি ও নাইক্ষ্যংছড়ি, আঞ্চলিক কেন্দ্রে নিউট্রিশন এবং ডিজিজ ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে; ২. বিভিন্ন বিষয় যেমন-ছাগল, ভেড়া ও ডেইরী উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, ঘাস উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের উপর খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪৩.	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি)। মেয়াদ : জানুয়ারি, ২০১০- জুন, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯.৪৩	বিদেশী উন্নত জাত ব্যবহার করে সংকরায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশীয় মহিষের দুধ উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনজনিত কৌলিকমান উন্নয়ন করা।	ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, মৌলভিবাজার, ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট।	১. বিএলআরআই এ মহিয়ের কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে; ২. ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং ৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; ৩. ৪টি প্রযুক্তি খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
৪৪.	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪থ পর্যায়)। মেয়াদ : জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৭। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৪.১৭	১. ৬১টি জেলার পতিত ও অব্যবহৃত জলাশয় যথা-পুকুর, বরোপি, বদ্ধখাল ও মরানদী পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা; ২. জলাশয়ের আশেপাশে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিকচাষী, দুঃস্থ মহিলা ও দরিদ্র বেকার যুবগোষ্ঠীকে মৎস্য চাষ ও পশুপালন কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	৬১টি জেলা (পার্বত্য ৩ জেলা ব্যতীত)।	হাজা মজা খাল, বিল, পুকুর খনন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হয়েছে।

জুলাই ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	উন্নয়ন প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা	প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
৪৫.	বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নির্বাচিত জেলায় সমন্বিত কৃষি প্রচেষ্টার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প (IA-IFNSP) । মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১২-জুন, ২০১৬ । প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৬.৪৬	১. নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় সুফল ভোগীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি; ২. পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ ও পুষ্টি উন্নয়নে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ।	খুলনা-দাকোপ, কয়রা সাতক্ষীরা-শ্যামনগর, আশাসুনি বরিশাল-মুলাদি ।	১. ৫০,০০০ জন সুফলভোগীদের গাছের চারা, সার, মাছের পোনা, চিংড়ির রেনু, মাছের খাবার, যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে; ২. ৫০,০০০ জন সুফলভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৩. পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ করা হয়েছে ।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
www.fisheries.gov.bd

ভূমিকা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। বাংলাদেশ ইত:মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশের জিডিপি'র ৩.৬১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪.৪১ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭)। দেশের রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্যখাত হতে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষের নব নব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, পল্লী অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য আহরণে ২০১৬ সালে বিশ্বে ৪র্থ স্থান ও অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। যা সরকার কর্তৃক মৎস্য উন্নয়নে বাস্তবায়িত যথোপযুক্ত কার্যক্রমেরই ফলাফল।

২. রূপকল্প (Vision) :

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য (Aim) :

- মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

ক. মৎস্য সেক্টরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা ।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

৫. বিগত ৮ বছরে (২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-২০১৭) মৎস্য অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ :

সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে মাথাপিছু দৈনিক ন্যূনতম ৬০ গ্রাম মাছ প্রাপ্তি, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো ।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান :

- সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি পরিসেবা প্রদানের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার মে.টন । বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ খাতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৪৩ শতাংশ ।

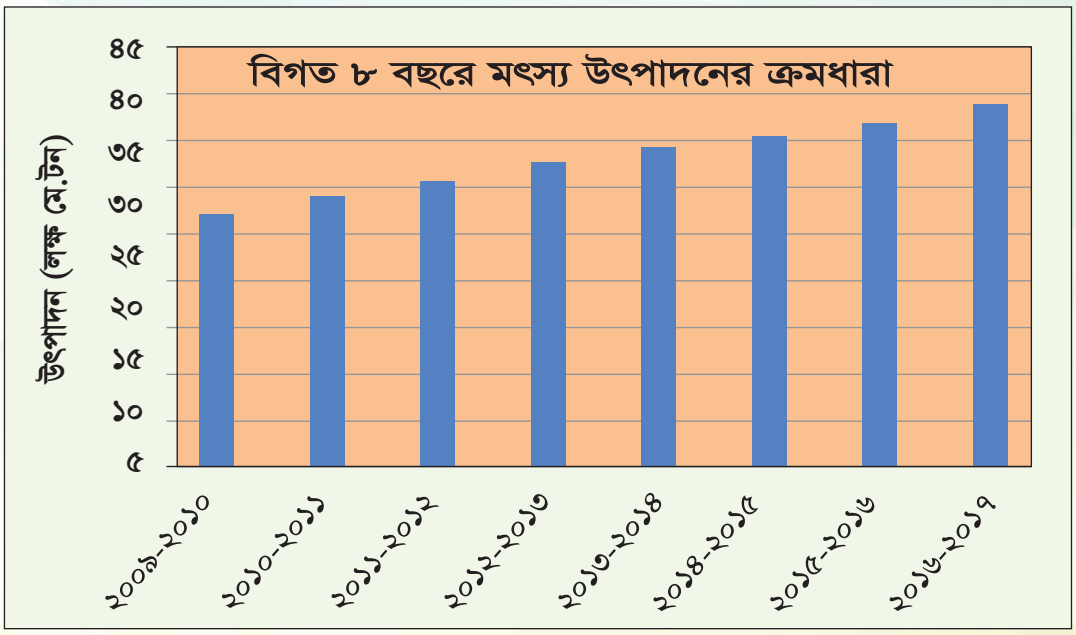

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৮ লক্ষ ৯৯ হাজার মে.টন। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার মে.টনের বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার মে.টন। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনের ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

- বিগত ৩৩ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.১৪ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ৫৬.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশে স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে এর আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

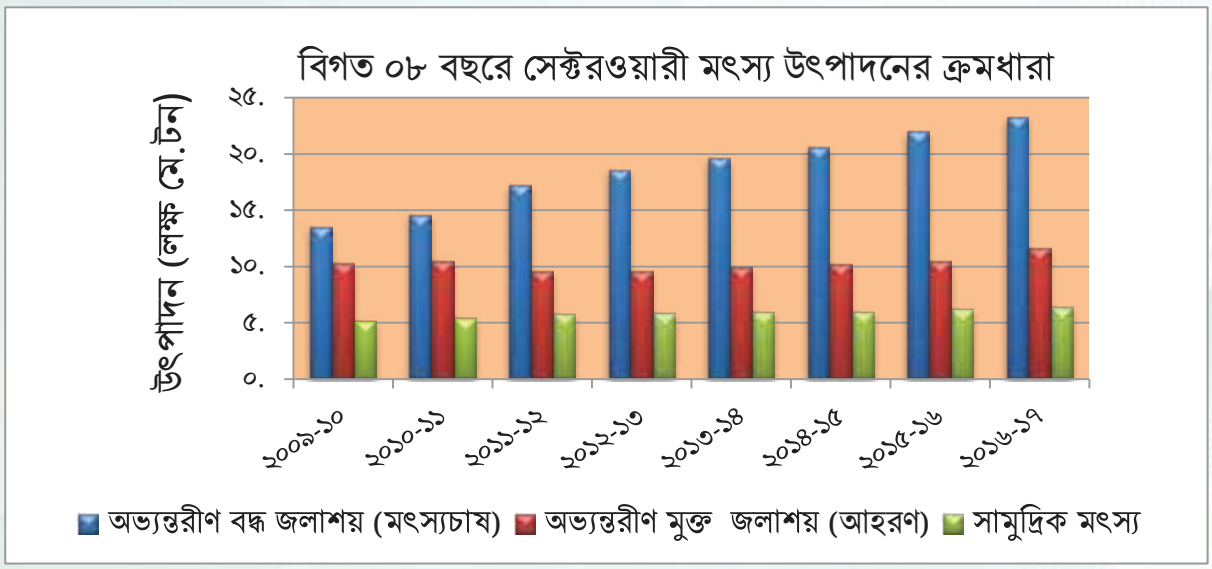

- ১৫ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ লোক মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক। মৎস্য সেক্টরে সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় এক-দশমাংশ নারী। দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৮ বছরে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন :

- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ১৩ হাজার মে.টন। গত ২০১৬-১৭ সালে ইলিশের আশাতীত উৎপাদনের ফলে মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার মে.টনে, যা মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ। তাছাড়া উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জেলা/উপজেলা প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

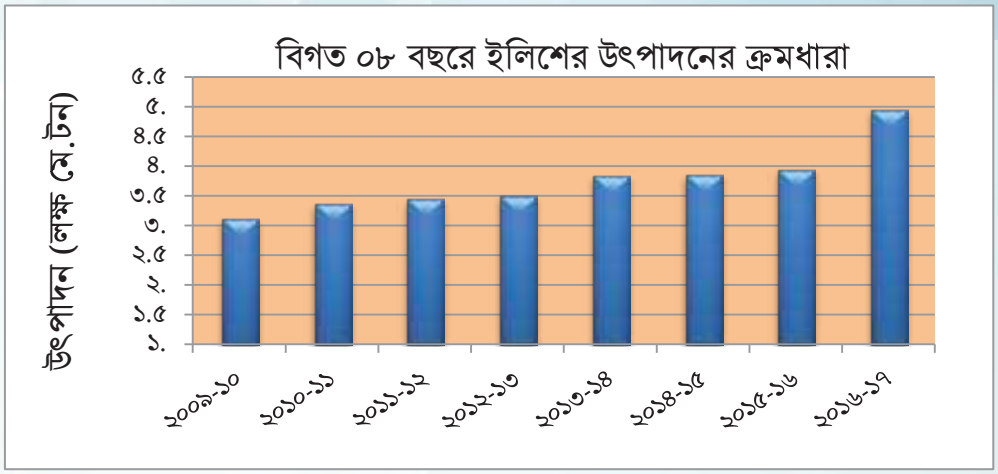

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৩টি জাটকা আহরণে বিরত প্রতিটি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৮ হাজার ১৮৭.৬৮ মে. টন চাল প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৮-০৯ সালের পূর্ববর্তী ৭ বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ মে. টন। অথচ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ২৬.৮৮ মে.টন। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় ছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭২৩টি পরিবারকে মোট ৭ হাজার ১৩৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৮ বছরে জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ-এর আওতায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ :

ক্রমিক নং	আর্থিক সাল	পরিবারের সংখ্যা	বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মে.টন)
০১.	২০০৯-২০১০	১,৬৪,৭৪০	১৯,৭৬৮.৬০
০২.	২০১০-২০১১	১,৮৬,২৬৪	১৪,৪৭০.৬৪
০৩.	২০১১-২০১২	১,৮৬,২৬৪	২২,৩৫১.৬৮
০৪.	২০১২-২০১৩	২,০৬,২২৯	২৪,৭৪৭.৪৮
০৫.	২০১৩-২০১৪	২,২৪,১০২	৩৫,৮৫৬.৩২
০৬.	২০১৪-২০১৫	২,২৪,১০২	৩৫,৮৫৬.৩২
০৭.	২০১৫-২০১৬	২,৩৬,১৭৬	৩৭,৭৮৮.১৬
০৮.	২০১৬-২০১৭	২,৩৮,৬৭৩	৩৮,১৮৭.৬৮

- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় সাতাশ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়-বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং WorldFish বাংলাদেশ -এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট ECOFISHBD প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৯টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ১৭,২৩৬ জন সুফলভোগীকে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের তহবিল গঠনের লক্ষ্যে 'ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিমালা' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এলক্ষ্যে ECOFISHBD প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান :

- প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলের নিবন্ধন ও ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর আওতায় বছরওয়ারী নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	আর্থিক সাল	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা
০১.	২০১২-১৩	১,২০,৫৪০
০২.	২০১৩-১৪	৪,২৫,৯৯৮
০৩.	২০১৪-১৫	৭,৩০,৫২৪
০৪.	২০১৫-১৬	৩,১৪,৭২০
০৫.	২০১৬-১৭	২৮,৪৩৯
	মোট	১৬,২০,২২১

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) এবং জলদস্যুর আক্রমন, বাঘের থাবা, কুমির ও সাপের কামড়ের কারণে মৃত্যুবরণকারী জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৫৮৭টি জেলে পরিবারকে মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তিতে জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম চালু রাখার সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন নামে রাজস্ব খাতে নতুন অর্থনৈতিক কোড অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মৎস্য আইন বাস্তবায়ন :

- মৎস্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে সরকার ইত:মধ্যেই বেশকিছু নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রণীত এসব আইনের আওতায় মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2002 এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদান, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ। মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও কারেন্ট জাল উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিবছর জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে ১৫ দিন ব্যাপী বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

- ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা। মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি প্রধান প্রজনন মৌসুম সুরক্ষা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমাজবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন ও পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপি ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে বিদ্যমান ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সাথে বরিশাল জেলায় ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

- "সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৭" এবং "মৎস্য সংগনিরোধ আইন-২০১৭" মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে এ দুটি আইনের খসড়ার ওপর ভেটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারেন্ট জাল প্রতিরোধে যৌথ অভিযান

- দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে সরকার এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ : ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance 1983 (Ordinance No.XXXV of 1983) এর section 55 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983 এর Rules 18 এর পর নতুন Rule 19 সংযোজন করে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন :

- বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৩৪ টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৩৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দূর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা-একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সুফলভোগী কর্তৃক পরিচালিত মৎস্য অভয়াশ্রম

পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন :

- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ২ হাজার ৭৩৬ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং স্থাপিত বিল নার্সারির সংখ্যা ২ হাজার ৩৪৯টি।

- গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৫৫৮.৩৫ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১ হাজার ২৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

- এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/ সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিল নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা

মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন :

- প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ৮ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২ হাজার ৭ শত হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

- গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট প্রায় ৩৯২ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

আবাসস্থল উন্নয়নে পুনঃখননকৃত জলাশয়

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ :

- আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির খামারে উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিং এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত চিংড়ি পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।

প্রদর্শনী খামারে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি

এছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

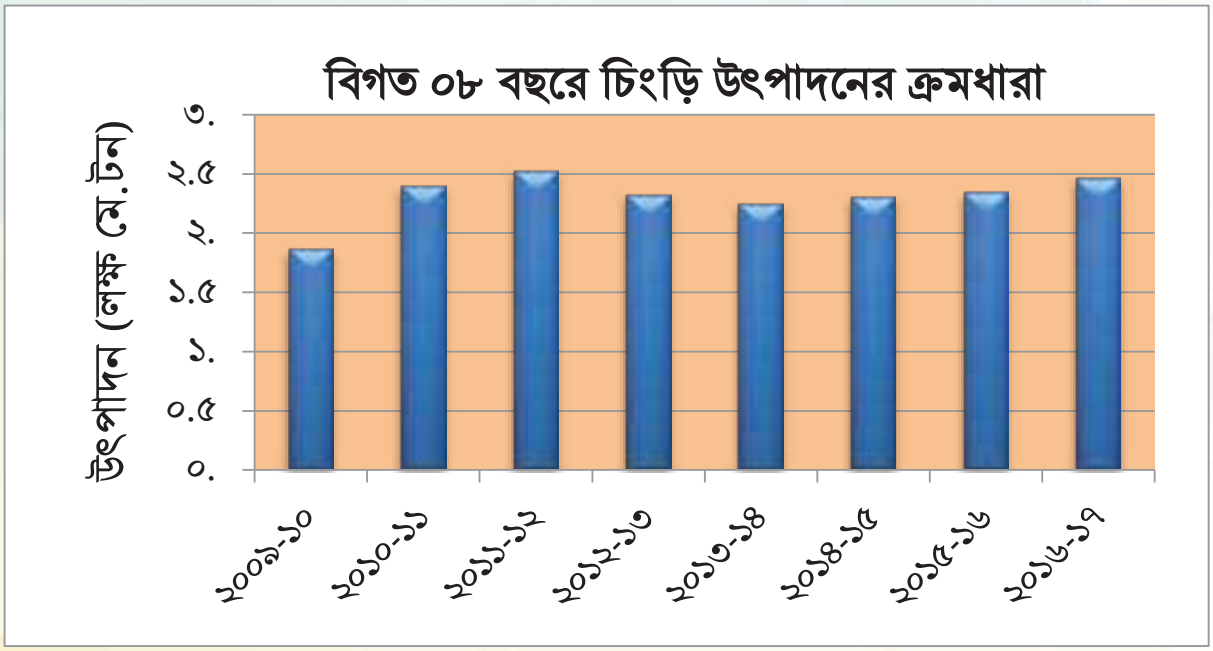

- বর্তমানে এসপিএফ (Specific Pathogen Free) বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি আমদানীর মাধ্যমে পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬ সালে প্রায় ১২ পকাটি ৮০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৪১টি পিএল চাষির খামারে বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরাধীন ১৯টি পুরাতন গলদা হ্যাচারি সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ৬টি নতুন গলদা হ্যাচারি নির্মাণ করে পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি :

- আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে ৩টি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO 17025: 2005 এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন টেষ্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে চলেছে।

- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে EU FVO Audit Mission-এর সুপারিশে মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার শর্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় উৎপাদিত ভ্যালুঅ্যাডেড পণ্য

- উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, NRCP বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকীকরণের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিগত ২০০৯ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানিকৃত ৫০টি কনসাইনমেন্ট বিভিন্ন দূষণের কারণে র‍্যাপিড এ্যালার্টভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে র‍্যাপিড এ্যালার্ট প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

- চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইত:মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬২৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে।

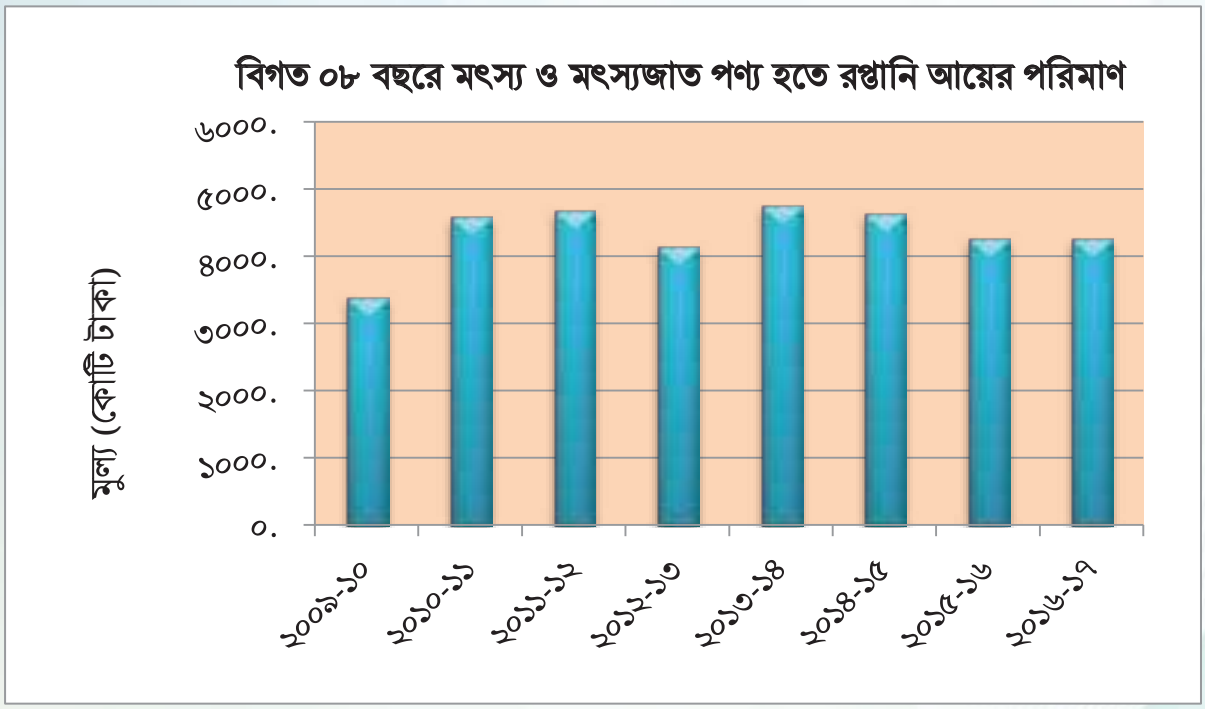

- এনআরসিপি (NRCP) কার্যক্রমের তথ্য সংক্ষেপের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেজ (NRCP database) তৈরি করা হয়েছে।
- গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৮ হাজার ৩০৫.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৪ হাজার ২৮৭.৬৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৭৭ হাজার ৬৪৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৪০৮.৫২ কোটি টাকা।

মৎস্য সেক্টরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :

- আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রণয়ন করা হয়েছে (www.fisheries.gov.bd)। মৎস্য অধিদপ্তরের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে Personnel Information Management System (PIMS) নামে একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজড্ সফটওয়ার তৈরি ও প্রচলন করা হয়েছে, যথা- Fish Advise System, E-book, DoF-PDS, কাস্টমাইজড্ সফটওয়ার, ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, অনলাইনে চাকুরির আবেদন ইত্যাদি। মাছ চাষ ও রোগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মোবাইল এপস প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ সারা দেশের সকল কর্মকর্তাকে দাপ্তরিক ওয়েব মেইলের আওতায় আনা হয়েছে। কার্যকর ও অতিদ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে দপ্তর ও পদবিন্যাস অনুযায়ী গ্রুপ মেইল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর WiFi এবং LAN-এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে, এর মাধ্যমে ডাটা শেয়ার, প্রিন্টার শেয়ার এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রয়োজনীয় ফাইল সার্ভারে রাখতে পারেন।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার জলসীমায় আমাদের আইনগত একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

সামুদ্রিক ট্রলারে মৎস্য আহরণ

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রামস্থ বোট ক্লাবে টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাহাজটির Launching শুভ উদ্বোধন করেছেন। উক্ত জাহাজের মাধ্যমে সঠিকভাবে জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য এফএও এর সহায়তায় Technical Support for Stock Assessment of Marine Fisheries Resources in Bangladesh শীর্ষক টেকনিক্যাল কোঅপারেশন প্রজেক্ট (TCP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে তিন ধরণের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা যেমন-চিংড়ি মজুদ, ডিমার্সাল/ তলদেশীয় মজুদ এবং পেলাজিক/ উপরিস্তরের মজুদ নির্ণয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত প্রজেক্ট এর মাধ্যমে এফএও কনসাল্টেন্ট এর নেতৃত্বে 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে জরিপ কার্যক্রম শুরু করে। "আর ভি মীন সন্ধানী" ২টি চিংড়ি এবং ২টি ডিমার্সাল ক্রুজ সম্পন্ন করেছে।ট্রায়াল ক্রুজের অভিজ্ঞতার আলোকে জাহাজটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি ক্রুজ পরিচালনা করেছে।

- Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ Cooperating Non-contracting Party-এর মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছের আহরণ বাড়বে এবং মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।

ব্লু ইকোনোমি ও মৎস্যখাতে সম্ভাবনা :

- মূলত: ব্লু-ইকোনোমি হচ্ছে সমুদ্র ও এর সম্পদকে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা। বাংলাদেশ ইত:মধ্যে Pilot Country হিসেবে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যথাযথ সংরক্ষণ ও সহনশীল মাত্রায় আহরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে পাঁচটি long liner প্রকারের ফিসিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার (Industrial Trawler) দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ, দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন ধরণের মাছ সংরক্ষণ ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ৮ বছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখানো হলো :

২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত
গত ০৮ বছরে দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক্রমিক নং	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
		বিদেশে	দেশে
০১.	২০০৯-১০	৭৭	১৭,২৪৮
০২.	২০১০-১১	১১২	২২,৩৬২
০৩.	২০১১-১২	১৬৯	২৭,২৭০
০৪.	২০১২-১৩	১০৩	২৭,৬৩৬
০৫.	২০১৩-১৪	৭৬	৩১,৬১১
০৬.	২০১৪-১৫	১৩০	৩৪,২৬৪
০৭.	২০১৫-১৬	১১৫	৩৮,১৩৮
০৮.	২০১৬-১৭	৮৫	৩৩,৬২০

মৎস্য অধিদপ্তরের বাজেট :

বিগত আট বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
০১.	২০০৯-১০	৯,৫৭৪.৯৯	১১,৩৩৯.০০
০২.	২০১০-১১	১১,২৮৩.৯১	১৩,৫৪৭.০০
০৩.	২০১১-১২	১২,২০৯.৮৭	১৯,৪১০.০০
০৪.	২০১২-১৩	১৩,৮৬৫.০২	১৫,৩৩৭.০০
০৫.	২০১৩-১৪	১৬,১৪১.০২	২১,৭৬১.০০
০৬.	২০১৪-১৫	১৬,১৬৮.৬১	৩০,৯০৬.০০
০৭.	২০১৫-১৬	২২,৫৪৩.৪৫	৩৮,২৫২.০০
০৮.	২০১৬-১৭	২৩,৬২৭.৭৫	৩৪,৪৬১.০০

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২ হাজার ৪৩৯.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিগত ০৮ বছরে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা
০১.	২০০৯-১০	৬
০২.	২০১০-১১	১
০৩.	২০১১-১২	৩
০৪.	২০১২-১৩	২
০৫.	২০১৩-১৪	৯
০৬.	২০১৪-১৫	৪
০৭.	২০১৫-১৬	৭
০৮.	২০১৬-১৭	৫

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সাথেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের মধ্যে
২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৬. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রযুক্তি সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম ইনোভেশন কর্মপরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে জনগণকে সেবা প্রদান সহজ হয়, অল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে গুনগতমান সম্পন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৬ সালে বাস্তবায়িত ইনোভেশন কার্যক্রম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক. অধিদপ্তর পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা বাস্তবায়নাধীন পাইলট উদ্যোগের সংখ্যা: ৩টি

১. ডিজিটাল কার পার্কিং;
২. তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
৩. ই-রিক্রুটমেন্ট সফটওয়ার।

খ. ১৮টি পাইলট উদ্যোগকে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ১টি উদ্যোগেকে এখনই রেপ্লিকেবল, ৭টি উদ্যোগকে অধিকতর পাইলটিং করার প্রস্তাব ও ১টি উদ্যোগকে অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পাইলট উদ্যোগের বিবরণ :

রেপ্লিকেটেড : ০১টি

১. মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্য পরামর্শ প্রদান ।

অধিকতর পাইলটিং : ৭

১. নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সেবা সহজিকরণ (১টি উপজেলায়);
২. মাঠ পর্যায়ের চাহিদা নিরুপনপূবক প্যাকেজভিত্তিক প্রশিক্ষণ (৩টি উপজেলায়);
৩. মাছচাষ সেবা সহজিকরন (৫টি উপজেলায়);
৪. (বন্ধুচাষি নির্বাচনের মাধ্যমে চাষিদের মাছের রোগ নির্ণয় ও তথ্য সেবা প্রদান);
৫. প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য পরামশ সেবা প্রদান (১টি উপজেলায়);
৬. মৎস্যখাতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সহজিকরণ (২টি উপজেলায়);
৭. মৎস্যখাদ্য লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সহজিকরণ (১টি জেলায়);
৮. খাচায় মাছ চাষের মাধ্যমে জেলেদের/বেকার যুবকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১টি উপজেলায়) ।

অধিকতর পরীক্ষা : ১টি

১. পিএইচ স্টোন ব্যবহার সম্প্রসারণ (১টি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়নের ১০টি পুকুরে)

গ. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবনী আইডিয়ার পাইলট প্রকল্প :

১. "Social Media (Face book) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান";
২. "চাষিদের চাহিদাভিত্তিক মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান";
৩. ক্ষুদে বার্তায় মৎস্য চাষ (মোবাইল মেসেজ);
৪. মৎস্যচাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা প্রদান ।

ঘ. মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন কমিটির সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন :

- মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহিতারদের জন্য হেল্পডেস্ক/ তথ্যসেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে;
- স্থানের স্বল্পতা হেতু স্বল্প পরিসরে বেশি সংখ্যক গাড়ী রাখার জন্য ডিজিটাল কার পার্কিং স্থাপন করা হয়েছে;
- জনগণের দোড় গোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যেই-রিক্রুটমেন্ট সিষ্টেম প্রবর্তন করেছে;
- মৎস্য অধিদপ্তর ডাটাবেইজ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরি করেন, যার নাম হলো DoF ERP (Enterprise Resource Planner) । সকল ডাটাবেজগুলো DoF ERP থেকে চলমান রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যবহারকারী একটি মাত্র আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সকল এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন, বর্তমানে DoF ERP-তে DoF PDS, ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাদ্যের লাইসেন্সিং ও মৎস্য হ্যাচারি ইত্যাদি সফটওয়্যার যুক্ত করা হয়েছে;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষে ১৪টি সেবার প্রসেসম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরে সুফলভোগীদের মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান এবং হ্যাচারি মালিকদের লাইসেন্স অনলাইনে প্রদানের লক্ষে ১৪টি প্রসেস ম্যাপের মধ্যে ২টি সেবার প্রসেসম্যাপ অনুযায়ী অনলাইনে সেবা প্রদানের আওতায় আনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ শেষ হয়েছে;
- গ্রুপ মেইল তৈরি অধিদপ্তরের একটি নতুন ইনোভেশন যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে গ্রুপিং করে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তাকে এ গ্রুপ মেইল ব্যবহার করছেন এবং সকল দপ্তরের জন্য একটি ই-মেইল একাউন্ট রয়েছে, এটাউন্ট সংখ্যা প্রায় ৮০০;
- মৎস্য চাষিদের মধ্যে মৎস্যচাষ বিষয়ে তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওয়েববেইজ Fish advice system তৈরি করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের সাথে লিং করা হয়েছে। ২০১৬ সালে এ সেবাকে আরো সহজতর ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Fish advice Technique নামে মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে;
- অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে DoF PDS তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন অনেক সহজতর হয়েছে।

৭. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

মৎস্য অধিদপ্তরের আইসিটি বিষয়ক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে :

০১. মৎস্য অধিদপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগ ১ এমবিপিএস হতে ৬০ এমবিপিএস-এ উন্নতিকরণ;

০২. ইন্টারনেট সংযোগ কপার কেবল হতে পরিবর্তন করে অপটিক্যাল ফাইবারে রুপান্তর;

০৩. মৎস্য অধিদপ্তর WiFi এর আওতাভুক্ত করা;

০৪. মৎস্য চাষিদের মধ্যে মৎস্যচাষ বিষয়ে তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য Fish advice system তৈরি করা হয়েছে;

০৫. পারর্সোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DoF PDS) চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;

০৬. জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ক ডাটাবেইজ চালুকরণ;

০৭. ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;

০৮. ই-ফাইলিংসিস্টেম চালুকরণ;

০৯. ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;

১০. ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন;

১১. চাষি/জনসাধারনের জন্য মোবাইল এপস্ (Fish advise technic) চালুকরণ;

১২. ওয়েবসাইট বাংলা ও ইংরেজী আলাদা ভার্সনে প্রস্তুতকরণ ও নাগরিক সেবার সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং হালনাগাদ সংরক্ষণ;

১৩. অনলাইনে মৎস্য খাদ্যের লাইসেন্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমঘন, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প ভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় অনুকূল জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশে প্রাণিসম্পদ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। এই খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে জীবন-জীবিকার জন্য প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্ত প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিগত আট বছরে যথাক্রমে ৬.৬০ গুণ, ৪.০৬ গুণ ও ৩.১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৬৬ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.২১ ভাগ। তাছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩২ হাজার ৯১০ কোটি টাকা, যা বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ৩ হাজার ২৩ কোটি টাকা বেশী। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি'র অবদান ছিল ১.৬০% এবং প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৩.৩২%। অধিকন্ত প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি'র আকার প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ছিল ৩৫ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা।

২. রূপকল্প :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

৪.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৫. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গত আট বছরের সাফল্যসমূহ :

ক. দুধ উৎপাদন :

২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধের প্রাপ্যতা ছিল ৪৪.৩৮ মি.লি./দিন/জন। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৫৭.৯৭ মি.লি./দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন ২৩.৭০ লক্ষ মে.টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর শেষে ৯২.৮৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে, যা ৩.৯২ গুণ বেশী।

প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	দুধ (মিলিয়ন মে.টন)	মাংস (মিলিয়ন মে.টন)	ডিম (বিলিয়ন)
০১.	২০০৯-২০১০	২.৩৭	১.২৬	৫.৭৪
০২.	২০১০-২০১১	২.৯৫	১.৯৯	৬.০৮
০৩.	২০১১-২০১২	৩.৪৬	২.৩৩	৭.৩০
০৪.	২০১২-২০১৩	৫.০৭	৩.৬২	৭.৬২
০৫.	২০১৩-২০১৪	৬.০৯	৪.৫২	১০.১৮
০৬.	২০১৪-২০১৫	৬.৯৭	৫.৮৬	১১.০০
০৭.	২০১৫-২০১৬	৭.২৮	৬.১৫	১১.৯১
০৮.	২০১৬-২০১৭	৯.২৮	৭.১৫	১৪.৯৩

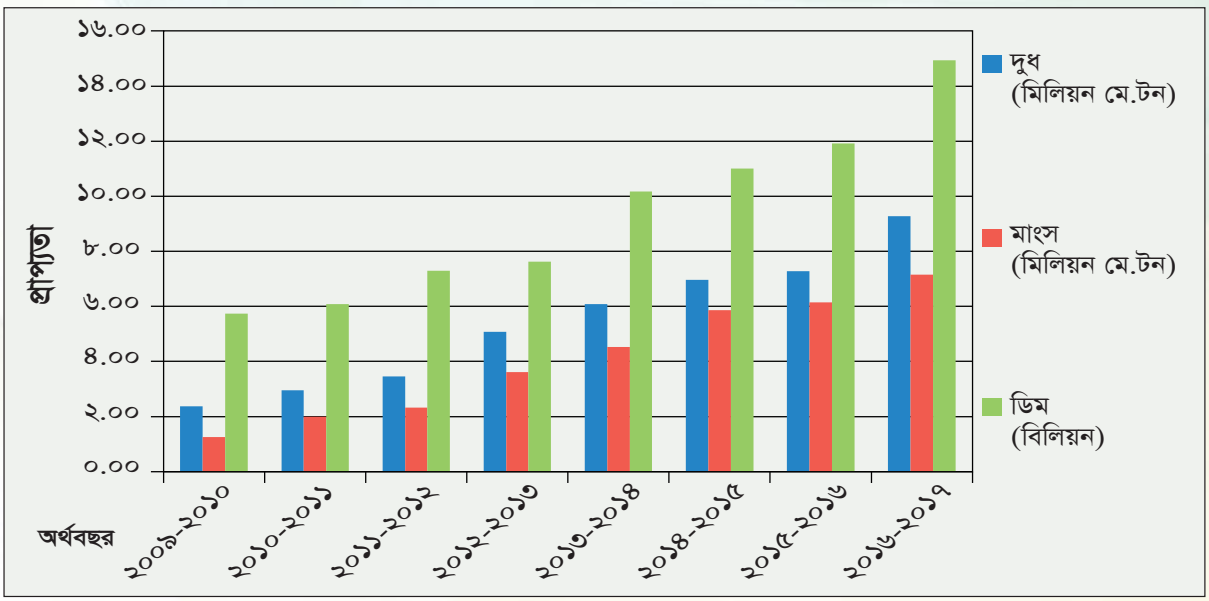

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

খ. মাংস উৎপাদন :

২০০৯-১০ অর্থবছরে মাংসের প্রাপ্যতা ছিল ২৩.৭২ গ্রাম/দিন/জন। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২১.৭৪ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন ১২.৬০ লক্ষ মে.টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ৭১.৫৫ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে, যা ৫.৬৪ গুণ বেশী।

গ. ডিম উৎপাদন :

২০০৯-১০ অর্থবছরে ডিমের প্রাপ্যতা ছিল ৩৯টি/জন/বছর। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ৯২.৭৫ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ৫৭৪.২৪ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ১৪৯৩.১৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে, যা ২.৬০ গুণ বেশী।

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতা

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	দুধ (মিলি/জন/দিন)	মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	ডিম (টি/জন/বছর)
০১.	২০০৯-২০১০	৪৪.৩৮	২৩.৭২	৩৯.৩৩
০২.	২০১০-২০১১	৫৫.৩৬	৩৭.২৭	৪১.৬৩
০৩.	২০১১-২০১২	৬৪.১১	৪৩.১৮	৪৯.৩৫
০৪.	২০১২-২০১৩	৯১.০৩	৬৫.৬৩	৫০.০০
০৫.	২০১৩-২০১৪	১০৮.৬৬	৮০.৬৪	৬৬.২০
০৬.	২০১৪-২০১৫	১২২.০০	১০২.৬২	৭০.২৬
০৭.	২০১৫-২০১৬	১২৫.৫৯	১০৬.২১	৭৫.০৬
০৮.	২০১৬-২০১৭	১৫৭.৯৭	১২১.৭৪	৯২.৭৫

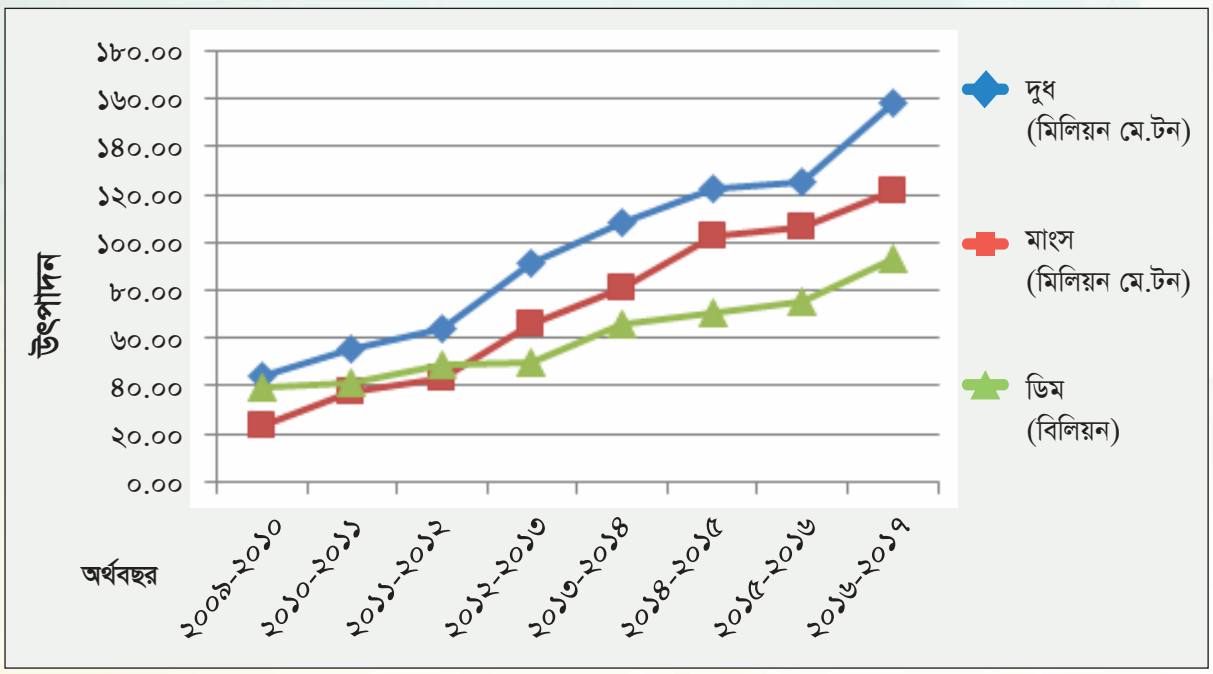

দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা

ঘ. দারিদ্র হ্রাসকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৮৬.৪৪ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে ।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

ঙ. উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র :

মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণিত সময়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৬৩ টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরও ২৩ টি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা ।

চ. কোয়ারেন্টাইন স্টেশন :

ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলো চালু আছে।

প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা

ছ. মিনি পশুখাদ্য বিশ্লেষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠা :

পশুখাদ্যের পুষ্টিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবাদিপশু-পাখির সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২২টি মিনি পশুখাদ্য বিশ্লেষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থাপিত পশুপুষ্টি ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আরও নতুন ১৮টি ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ১টি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

পশুখাদ্য বিশ্লেষণ ল্যাব উদ্বোধন

জ. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণ :

২০০৭ সনের ২২ মার্চ রোগটি বাংলাদেশে প্রথম সনাক্ত হয়। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদূর্ভাবে জনমনে আতংক সৃষ্টি হলেও প্রচারণা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে পোল্ট্রি শিল্প চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট ও ইউএসএআইডি (USAID) এর আর্থিক সহায়তায় সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণসহ ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত দেশব্যাপী বার্ড ফ্লু এর কারণে ৮ শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত খামারীকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস্স এন্ড রেসপন্স প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ২২ জন ক্ষতিগ্রস্ত খামারীকে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া স্ট্রেংদেনিং অফ সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৯০ জন ক্ষুদ্র খামারী এবং ১৮২০০ জন পারিবারিক খামারীকে প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ঝ. প্রোজেনী টেস্টেড বুল ঘোষণা :

জাত উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত প্রোজেনী টেস্টেড ষাঁড় উৎপাদনে সফলতা এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়)- এর মাধ্যমে আরও ৮টি প্রোজেনী টেস্টেড ষাঁড় উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

প্রোজেনী টেস্টেড বুল

ঞ. গবাদিপশুর রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণা :

বিগত ১৯৫৮ সাল থেকে গবাদিপশুর রিন্ডারপেষ্ট নামক ভাইরাসজনিত ভয়াবহ রোগের প্রকোপে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় রোগটি নির্মূল করার লক্ষ্যে সারাদেশে গত কয়েক দশকে গবাদিপশুতে একাধিকক্রমে রিন্ডারপেষ্ট টিকা প্রয়োগ করা হয়। অবশেষে ২০১০ সালে World Organisation for Animal Health (OIE) কর্তৃক বাংলাদেশকে রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত ঘোষণা করে। প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এটি একটি বিরাট সাফল্য।

বাংলাদেশের রিন্ডারপেস্টমুক্ত সনদপত্র

ট. বিনামূল্যে এস.এম.এস এর মাধ্যমে পরামর্শ সেবা :

ই-সার্ভিসের অংশ হিসেবে কৃষক/খামারীগণ অতি সহজে তাদের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৬৩৫৮ নম্বরে যে কোন মোবাইল থেকে এসএমএস পাঠিয়ে বিনামূল্যে পরামর্শ সেবা পাচ্ছেন।

বিনামূল্যে এস.এম.এস. এর মাধ্যমে পরামর্শ সেবার প্রবাহ চিত্র

ঠ. দুগ্ধ খামারিদের ঋণ প্রদান :

বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে ৪ টি গরুর জন্য সবোর্চ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেশের ১২ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধকবিহীন ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম ১৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ইত:মধ্যে সর্বমোট ৯৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ টাকা ৮ হাজার ৯শ ১৯ জন সুফলভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে ক্ষুদ্র খামারী ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ড. প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ :

গত ২৩/০২/২০১৭ ইং হতে ২৭/০২/২০১৭ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫ দিনব্যাপী দেশে প্রথম বারের মত প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ পালন করা হয়েছে। এই সেবা সপ্তাহে কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালী, খামারীদের মধ্যে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান, স্কুল পর্যায়ে ডিম ও দুধ খাওয়ানো, প্রোজেনী প্রদর্শনী, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলা, সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষ্যে গত ২২/০২/২০১৭ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ১২ হাজার পোষ্টার, ৩৫ হাজার ৬ শত লিফলেট এবং ৪ হাজার ৭ শত ফোল্ডার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২২/০২/২০১৭ ইং হতে ২৬/০২/২০১৭ ইং পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অংশগ্রহণে বিটিভি, চ্যানেল আই, ডিবিসি, জিটিভি এবং এটিএন নিউজে ০৯ টি টকশো প্রচারিত হয়েছে। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ঢাকার প্রায় ৩৩ টি এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রায় ৬০ টি সংবাদ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টারী তৈরী করে প্রায় ৫০০ উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

তাছাড়া সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ফেইসবুকে পেইজ খোলা হয়েছে, যেখানে লাইক এর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক পুরষ্কার প্রদানের জন্য সমাপনী অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেইসবুকের মাধ্যমে লাইভ প্রচার করা হয়েছে, যা সারাবিশ্বের মানুষ দেখতে পেয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষ্যে উপরোক্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

০১. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন;

০২. ৩ হাজার স্যুভেনির প্রকাশ;

০৩. তিনটি (জনকণ্ঠ, সমকাল এবং ইত্তেফাক) বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ;

০৪. তিনটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

০৫. সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেল-এ টক শো, স্ক্রল, বিজ্ঞাপন, নিয়মিত ও সরাসরি সম্প্রচার;

০৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনের সড়কসহ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সড়কদ্বীপ ব্যানার, পোষ্টার ও ফেষ্টুন দ্বারা সজ্জিত করে আলোকসজ্জাকরণ;

০৭. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মেলা প্রাঙ্গণ ব্যানার, পোষ্টার, ফেষ্টুন দ্বারা সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জাকরণ;

০৮. মাঠ পর্যায়ে বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় দপ্তর ব্যানার, পোষ্টার, ফেষ্টুন দ্বারা সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জাকরণ;

০৯. প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলায় প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য, প্রযুক্তি, মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়েছে;

১০. ঢাকা শহরের ১০টি সহ সারাদেশের ২৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিম, দুধ, দধি এবং চিকেন নাগেট ও ড্রামষ্টিক খাওয়ানো হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ উদ্বোধন করেন সাবেক মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি

ঢ. মাংসল জাতের গরু উৎপাদন :

প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দেশের আবহাওয়া উপযোগী সংকর জাতের বীফ ব্রীড উন্নয়নের লক্ষ্যে আমেরিকা থেকে ১০০% ব্রাহমা জাতের হিমায়িত সিমেন আমদানী করে দেশী জাতের গাভীর সাথে প্রজনন করত: মাংসল জাতের গরুর উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথমে একটি পাইলট কর্মসূচী শেষ হয়েছে এবং কর্মসূচীটির সফলতার ভিত্তিতে বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বড় কলেবরে মাংসল জাতের সংকর গরু উৎপাদন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চালু রয়েছে।

সিমেন উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	হিমায়িত সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	তরল সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	মোট সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)
০১.	২০০৯-২০১০	১৭.৯৭	৭.৮৭	২৫.৮৪	২২.৭১
০২.	২০১০-২০১১	২০.৭৮	৮.৮৩	২৯.৬১	২৪.৪৪
০৩.	২০১১-২০১২	২৪.২৫	১০.১১	৩৪.৩৬	২৬.৮৯
০৪.	২০১২-২০১৩	২২.৪৩	১১.৭১	৩৪.১৪	২৮.৯০
০৫.	২০১৩-২০১৪	২৫.৬০	১২.৫০	৩৮.১০	২৯.৭৭
০৬.	২০১৪-২০১৫	২৩.৫৬	১৩.৬৪	৩৭.২০	৩২.৫৬
০৭.	২০১৫-২০১৬	২৮.৩৩	১৩.১৮	৪১.৫১	৩৪.৫৪
০৮.	২০১৬-২০১৭	৩০.০০	১১.৮২	৪১.৮২	৩৬.৬৮

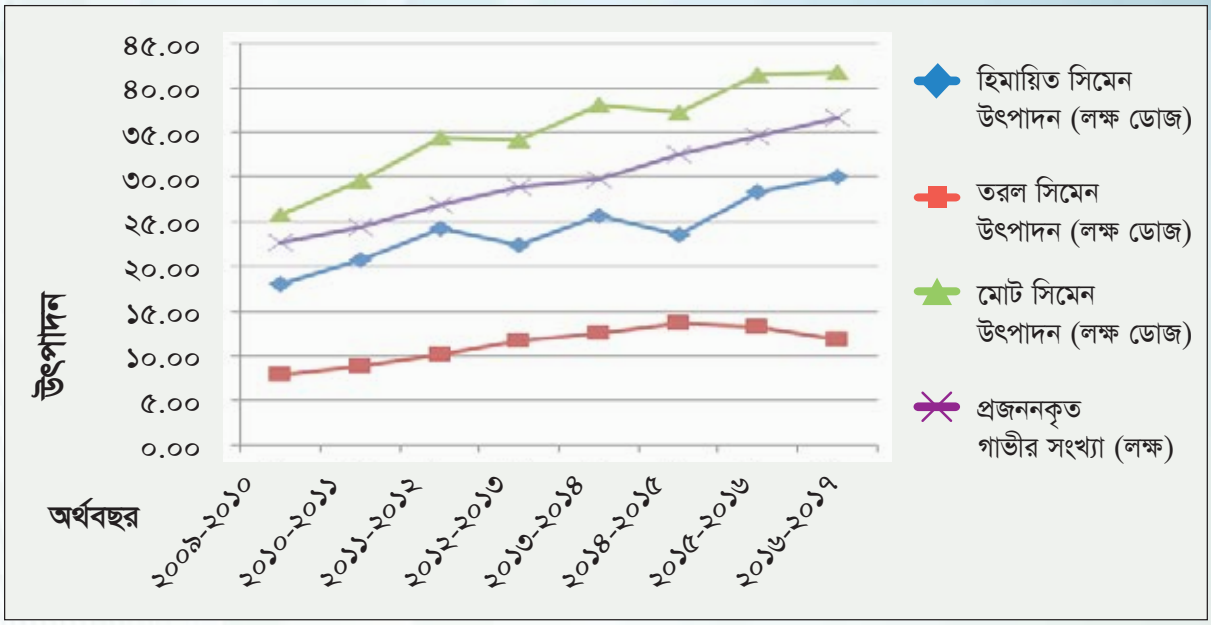

সিমেন উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন

মাত্র দু'বছরে এ জাতের সংকর গরু ৬০০ কেজি ওজন লাভ করতে সক্ষম। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতমানের মাংস যেমন পাওয়া যাবে, আবার কর্মসংস্থানের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রও সৃষ্টি করবে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১২৫টি উপজেলায় ২৫,০০০ জন সুফলভোগী রয়েছে যাদের মোট ৫০,০০০টি দেশী গাভীতে ১০০% ব্রাহমা জাতের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬০৫টি বকনা এবং ১৭৩০টি ষাঁড় মোট ৩৩৩৫টি সংকর জাতের বাছুর জন্ম গ্রহণ করেছে। ৫৩৪০টি সংকর জ

ব্রাহমা জাতের গরু

ণ. উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি :

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৮০৭৯.০০ লক্ষ্য টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিগত ৮ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকল্পের সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	১
০২.	২০১০-২০১১	৩
০৩.	২০১১-২০১২	-
০৪.	২০১২-২০১৩	৩
০৫.	২০১৩-২০১৪	২
০৬.	২০১৪-২০১৫	৫
০৭.	২০১৫-২০১৬	৩
০৮.	২০১৬-২০১৭	২

ত. বাজেট বরাদ্দ :

বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)	উন্নয়ন (লক্ষ টাকায়)
০১.	২০০৯-২০১০	২৩৭৮৭.৩৫	১০২৮৯.৮৫
০২.	২০১০-২০১১	২৮৫১২.৩১	১৩৭৪৭.৫৭
০৩.	২০১১-২০১২	২৯১২৪.৯১	১৬৩২৭.০০
০৪.	২০১২-২০১৩	৩০১১৩.৮৯	১৪২০৯.০০
০৫.	২০১৩-২০১৪	৩৩২২৮.০৩	১২১০৬.০০
০৬.	২০১৪-২০১৫	৩৫৯৮৫.৭০	১৪৪৯২.০০
০৭.	২০১৫-২০১৬	৪৪৭১২.৩৫	২২৫১৬.০০
০৮.	২০১৬-২০১৭	৫২২৭১.৪৭	৩৮০৭৯.০০

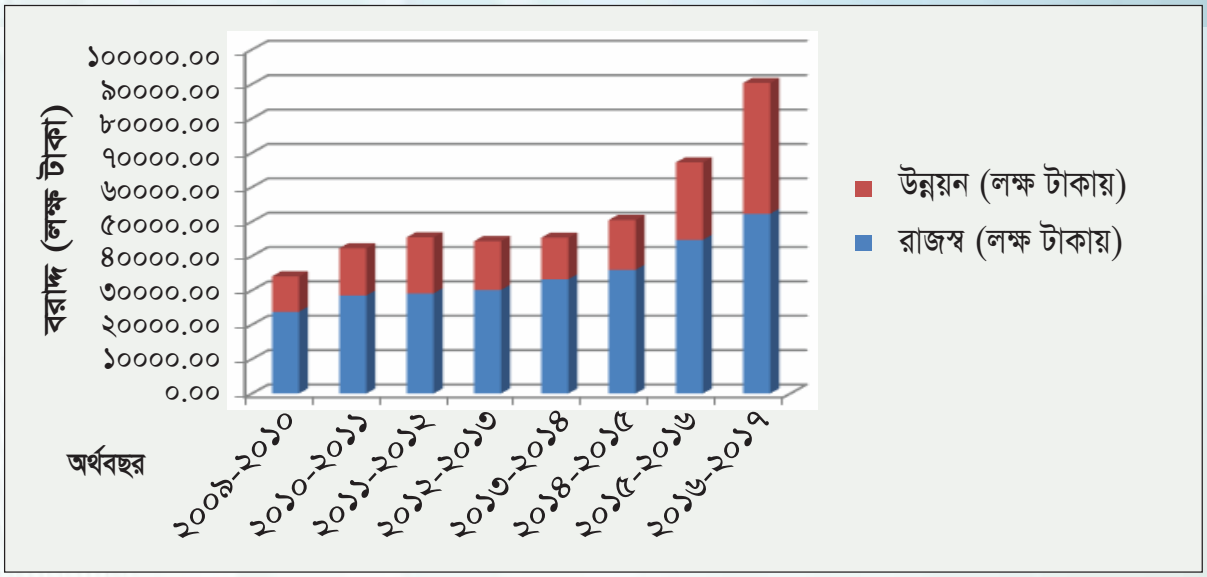

মোট বাজেট বরাদ্দ

থ. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন :

দেশীয় গরু ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কোরবানীর পশুর চাহিদা পূরণ বর্তমান সরকারের একটি বড় ধরনের সাফল্য ।

দ. প্রাণিজ পন্য ও উপজাত রপ্তানি :

বাংলাদেশ থেকে প্রাণিজ খাদ্য ও প্রাণিজ অপ্রচলিত উপজাত বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে । ইত:মধ্যে কুয়েত, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, কোরিয়াসহ অন্যান্য দেশে এই জাতীয় পন্য রপ্তানি করা হয়েছে ।

প্রাণিজ পন্য ও উপজাত রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ বছর	পন্য (কেজি)									
	বিফ	মাটন	হাঁসের মাংস	চিকেন	দধি রসমালাই	হাড়	বুল স্টিক	গরুর লেজের লোম	বিফ কারী	বিফ বার্গার
২০১৩-১৪	৪৯৯৮৯	৭৯৮২	০	০	৬৪০০	৯৮০	০	০	০	০
২০১৪-১৫	১১২৯৯৭	৬৫৫৬	২০০০	৩০০০	০	৪৩৬৫	৩২১৯	১৩০০০	৫৬৩২	০
২০১৫-১৬	১১৯৮০৬	৭৪৯৬	০	০	৪৬৯০	৮৫৬	১৬৫০	৯৪০০	০	০
২০১৬-১৭	১৩৮৩৮০	০	০	০	৪৮৬৪	৩৫৫৪০০০	১৬৬১৯.৭	১৮৬৬৪	০	১৪৭৬
মোট	**৪২০১৭২**	**২২০৩৪**	**২০০০**	**৩০০০**	**১৫৯৫৪**	**৩৫৬০২০১**	**২১৪৮৮.৭**	**৪১০৬৪**	**৬৫৩২**	**১৪৭৬**

ধ. পুষ্টিমান সম্পন্ন সুষম খাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধি :

২০০৯-১০ অর্থ-বছরে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ২৩.৭২ গ্রাম/দিন, ৪০.৩৮ মি.লি/দিন ও ৩৯ টি/বছর । বর্তমানে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১২১.৭৪ গ্রাম/দিন, ১৫৭.৯৭ মি.লি/দিন ও ৯২.৭৫ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

ন. নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়ন :

পশুখাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশুখাদ্য বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৮ কেজি পশুখাদ্য জব্দ, ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় ও ২ হাজার ৭৬৬ কেজি ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে। একই সময়ে পশুখাদ্যে ভেজাল প্রদানের দায়ে ১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রনের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৬০টি সভা/সেমিনার, ১৩৬টি বিজ্ঞপ্তি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে প্রচার, ১৫৯টি বিজ্ঞাপন রেডিও/টেলিভিশনে প্রচার, ৫৫৩টি স্থানে মাইকিং, ৪৯৫টি বিলবোর্ড স্থাপন, ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯২৭টি লিফলেট বিতরণ ও ২৪ হাজার ৩৯৬ জন স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার :

বর্ণিত সময়ে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৫ বছর মেয়াদি ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে শুরু হয়েছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে মোট ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাবলিশমেন্ট অব ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় ১টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে এবং গত ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ২য় ব্যাচে আরও ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পে আরও ৪টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন সাবেক মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি

দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ :

১. কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তথ্য :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	১২	২১৫৬
০২.	২০১০-২০১১	১০	৯২৯
০৩.	২০১১-২০১২	৬	৪১৬
০৪.	২০১২-২০১৩	৩	২০৯
০৫.	২০১৩-২০১৪	৮	২৪৯
০৬.	২০১৪-২০১৫	৮৩	১৭১১
০৭.	২০১৫-২০১৬	৮২	৭৮৯
০৮.	২০১৬-২০১৭	২১৯	২৯১৬

২. কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তথ্য :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	১৪	২৯
০২.	২০১০-২০১১	২৭	৭৭
০৩.	২০১১-২০১২	২৯	১১২
০৪.	২০১২-২০১৩	১৩	৩৪
০৫.	২০১৩-২০১৪	৩৪	১০১
০৬.	২০১৪-২০১৫	৩২	৪৮
০৭.	২০১৫-২০১৬	৩৫	৫৯
০৮.	২০১৬-২০১৭	৫০	৯৭

৩. প্রাণিসম্পদ বিষয়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালার তথ্য :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	১২	৪৪০
০২.	২০১০-২০১১	২২	২৫৫০
০৩.	২০১১-২০১২	২০	১৮৫৩
০৪.	২০১২-২০১৩	১৩	১১১৭
০৫.	২০১৩-২০১৪	২১	১১৮৬
০৬.	২০১৪-২০১৫	৪০	১১৮৭
০৭.	২০১৫-২০১৬	৬২	৩৯০
০৮.	২০১৬-২০১৭	৯৪	১৫২৪

৭. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টি উদ্যোগ এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই ইনোভেশন উদ্যোগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক. বিনামূল্যে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান :

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ অথবা প্রাণিসম্পদের যে কোন সমস্যা এসএসএস এর মাধ্যমে বিনামূল্যে সমাধান পাওয়া যাবে। ২০১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গাজীপুর জেলায় এ উদ্যোগটির পাইলটিং শুরু হয়। বর্তমানে সারাদেশে এটি পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১৬০২ জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

খ. ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্র স্থাপন :

ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবাদানের ব্যবস্থা না থাকায় দূরবর্তী হাসপাতালে সেবা নিতে জনগণের ভোগান্তি হয়। ইউনিয়ন পরিষদে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে সেবাদান করা হয়। ২০১৪ সনের জুন মাস থেকে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় এ উদ্যোগটি গ্রহন করা হয়। এ পর্যন্ত সেখানে ১,০১,০৯৬ জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

গ. গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প :

উপজেলার দূরবর্তী গ্রামে সপ্তাহে ১ দিন ই.এল.ও/ভি.এস এর নেতৃত্বে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। ২০১৪ সনের জুলাই মাস থেকে নওগা জেলার পত্নীতলা উপজেলায় মোট ২৫টি গ্রামে এ উদ্যোগটি গ্রহন করা হয়। এ পর্যন্ত সেখানে ১,২৩১জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

ঘ. ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজিকরণ :

২০১৫ সনের জুলাই মাস থেকে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নে উদ্যোগটির পাইলটিং চলছে। এর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তণ এবং অল্প সময়ে গাভীর বংশ ইতিহাস (পেডিগ্রী) যাচাই করে নির্দিষ্ট সিমেন দ্বারা প্রজনন করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত ২৭৭ জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

ঙ. জনগণের দোর গোড়ায় প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া :

২০১৪ সনের এপ্রিল মাস থেকে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নে উদ্যোগটির কাজ চলছে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নাম মাত্র সেবামূল্যের বিনিময়ে ইউনিয়ন পরিষদে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন। এ পর্যন্ত ৫,০৭৩ জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

চ. প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও তথ্য সেবা :

২০১৫ সনের অক্টোবর মাস থেকে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে উদ্যোগটির কাজ চলছে। সকল খামারীর ডাটাবেজ তৈরি করে মোবাইল এসএমএস-এ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান। এ পর্যন্ত এখান থেকে ১৪,৯২৮ জন এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা নিয়েছেন।

৮. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

ক. ডিএলএস ওয়েব সাইট চালু;

খ. কর্মকতাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন;

গ. ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন;

ঘ. ই-ফাইলিং প্রবর্তন;

ঙ. ই-জিপি প্রবর্তন;

চ. প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ প্রণয়ন;

ছ. কৃত্রিম প্রজনন (এআই) ডাটাবেজ প্রণয়ন ।

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

একটি দক্ষ, গতিশীল ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা আনয়ন অপরিহার্য এবং এজন্য সরকার প্রনীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে । গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বপ্রথম দেশে ৪৮টি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালু হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫টি কার্যক্রম ও ২৬টি কর্মসম্পাদন সূচকের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের সাথে APA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে ।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bfri.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র (রাঙ্গামাটি), প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র (সান্তাহার, বগুড়া), স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (যশোর), নদী উপকেন্দ্র (খেপুপাড়া, পটুয়াখালী) এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (সৈয়দপুর, নীলফামারী)। এ ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৫৭ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৪৬টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রমনির্ভর পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মৎস্য বাণিজ্যিকীকরণ সহায়ক বহুমুখী মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী জলজ সম্পদের উন্নয়নে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৫. বিগত ৮ বছরের গবেষণা সাফল্যসমূহ :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ৮ বছরে গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সফলতা অর্জন করেছে। অর্জিত কয়েকটি সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

ক. বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ :

স্বাদুপানির ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৬৪টি প্রজাতি বর্তমানে বিপন্ন। ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে বিপন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে টেংরা, গুজি আইড়, চিতল, ফলি, কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। ফলে এসব মাছের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় সম্প্রতিককালে এদের প্রাপ্যতা বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল্য সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে। বিলুপ্তপ্রায় টেংরা মাছের *(Mystus vittatus)* প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭ রৌপ্যপদক লাভ করে।

খ. রুই মাছের উন্নত জেনেটিক জাত উদ্ভাবন :

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশীয় রুই মাছের নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন নদী উৎস থেকে রুই মাছের বন্যজাত (wild) সংগ্রহ করে ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতিতে প্রথম প্রজন্মের উন্নত রুই জাত উদ্ভাবন করা হয় যা বিদ্যমান জাত হতে ১৬ ভাগ অধিক উৎপাদনশীল। অধিক উৎপাদনশীল এসব মাছের জাত দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হলে দেশে অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ জাত উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউটকে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

১৬% অধিক উৎপাদনক্ষম বিএফআরআই রুই

গ. কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা :

কুচিয়া মাছ অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কুচিয়ার চাহিদা থাকায় কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউটে ২০১৫ সালে নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। কুচিয়ার পোনা উৎপাদনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নির্বিচারে কুচিয়ার আহরণ হ্রাস পেয়েছে এবং চাষাবাদ সহজতর হয়েছে।

ঘ. কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভেকসিন তৈরি :

দেশে ভিয়েতনামী কৈ মাছের চাষ গত ৪/৫ বছরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অধিক মুনাফার আশায় কতিপয় চাষী অধিক ঘনত্বে (৩-৫ হাজার/শতক) কৈ মাছ পুকুরে চাষ করে। ফলে পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে কৈ মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। অত:পর ২০১৪ সাল থেকে পরিচালিত গবেষণায় কৈ মাছের রোগের কারণ হিসেবে *Streptococius agalactiae* নামক ব্যাকটেরিয়াকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং এ জীবাণু দমনে ইত:মধ্যে ইনস্টিটিউট থেকে ভেকসিন তৈরিতে সফলতা অর্জিত হয়েছে। উদ্ভাবিত এই ভেকসিন শীঘ্রই চাষীদের নিকট সহজলভ্য করা হবে। কৈ মাছের ভেকসিন তৈরি দেশ-বিদেশে এটাই প্রথম।

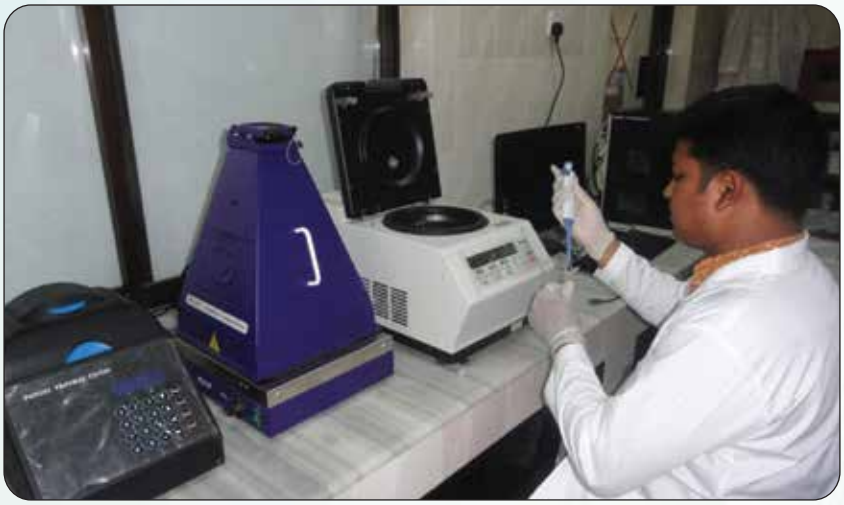

বিএফআরআই ল্যাবরেটরীতে ভেকসিন তৈরিতে কর্মরত বিজ্ঞানী

ঙ. মিঠা পানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন :

গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট হতে মিঠাপানির ঝিনুকে *(Lamellidens marginalis Ges L. corrianus)* ইমেজ মুক্তা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৭-৮ মাসেই ঝিনুকে ১টি পুর্ণাঙ্গ ইমেজ মুক্তা তৈরী করা সম্ভব। সাধারণত মোম, খোলস, প্লাস্টিক, ষ্টীল ইত্যাদি দিয়ে চাহিদা মাফিক তৈরিকৃত নকশাকে ঝিনুকের ম্যান্টাল টিস্যুর নিচে স্থাপন করে ইমেজ মুক্তা তৈরী করা হয়। ইমেজ মুক্তা উৎপাদনের পাশাপাশি দেশীয় ঝিনুকে (৬০-৭০ গ্রাম) নিউক্লি অপারেশনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে (৮-৯ মাস) বড় ও গোলাকৃতির মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

বিএফআরআই উদ্ভাবিত ইমেজ মুক্তা

অপরদিকে ২০১৬ সালে বিদেশ থেকে সংগৃহীত বড় আকৃতির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক (৭০০-৮০০ গ্রাম) পুকুরে লালন-পালন করা হচ্ছে এবং প্রজননের মাধ্যমে এর পোনা উৎপাদনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংগৃহীত বিদেশী ঝিনুকের সংখ্যা বৃদ্ধির পর বড় আকৃতির এই ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

চ. হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা :

হালদা নদী রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। এ নদীতে উৎপন্ন পোনা ব্রুড উৎপাদনসহ মাছ চাষে ব্যবহৃত হয়। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট এবং পানি দূষণের কারণে হালদা নদী হতে মাছের নিষিক্ত ডিম উৎপাদনের পরিমান দিন দিন হ্রাস পেয়েছে। উল্লিখিত কারণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হালদা নদীর পরিবেশ, প্রতিবেশ, পানির গুণাগুণ ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, রুই জাতীয় মাছের বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি তথা প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণের স্বার্থে হালদা নদীতে সারা বছর পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ছ. ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে ষষ্ঠ অভয়াশ্রম চিহ্নিতকরণ :

জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে বিগত পাঁচ বছর ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় নদীতে জাটকার প্রাচুর্যতা, পানির গুণাগুণ ও পানির প্ল্যাংটন (খাদ্যকণা) এর প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে ষষ্ঠ অভয়াশ্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত এলাকাসমূহ হচ্ছে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট ও ধুলখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষানচর পয়েন্ট এবং বরিশাল সদর উপজেলার জুনাহার পয়েন্ট। এর মোট এলাকা হচ্ছে প্রায় ৮২ কিলোমিটার। উক্ত এলাকায় ইলিশ/জাটকার ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বছরে প্রায় ৪,৩০০ কোটি অতিরিক্ত জাটকা ইলিশ জনতায় *(Hilsa population)* যুক্ত হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ।

জ. উপকূলীয় জলাশয়ে নোনা টেংরা ও পারশে মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ সম্প্রসারণ :

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা খুলনা জেলার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নোনা টেংরা ও পারশে মাছের ব্যাপক পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। এই ২টি মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে এদের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নোনা টেংরা মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ইনস্টিটিউট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ স্বর্ণপদক লাভ করে। উল্লেখ্য, উপকূলীয় ঘেরে চিংড়ি মাছের বিভিন্ন রোগবালাই হওয়ায় চাষীরা মাঝেমধ্যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ক্ষতি পুষিয়ে আনার লক্ষ্যে চিংড়ির সাথে নোনা টেংরা/পারশে মাছের মিশ্র চাষ করার পদ্ধতি বর্তমানে বাস্তবায়ন কর হচ্ছে।

নোনা টেংরা

ঝ. হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন :

প্রাকৃতিক পরিবেশে জোয়ার-ভাটা বিধৌত প্যারাবন সমৃদ্ধ মোহনা এলাকা কাঁকড়ার আবাসস্থল। পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়া ডিম ও পোনা ছাড়ার জন্য গভীর সমুদে পরিব্রাজন করে বিধায় হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য ডিম বহনকারী বা মা কাঁকড়া পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমিক গবেষণার মাধ্যমে পরিপক্ক মা *(gravid)* কাঁকড়া হতে প্রজনন উপযোগী ডিম বহনকারী *(berried)* মা কাঁকড়া উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে, ৩০ পিপিটি মাত্রার লবণ পানি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৬৯% *berried* কাঁকড়া উৎপাদিত হয়েছে, যাদের ডিম নিষিক্তের হার গড়ে ৯৩% এবং পোনা উৎপাদনের সাফল্য ৯৮% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, হ্যাচারিতে কাঁকড়ার পোনা মৃত্যু হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।

ঞ. উপকূলে সী-উইড চাষ :

ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র থেকে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সী-উইডের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে কক্সবাজারস্থ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, বাকখালী মোহনা ও টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ প্রজাতির সী-উইডের সন্ধান পাওয়া গেছে, এরমধ্যে ১০ প্রজাতির সী-উইডকে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। অত:পর ৩ প্রজাতির *(Sargassum oligocystum, Caularpa racemosa I Hypnea spp.)* সী-উইড সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী ও বাকখালীতে horizontal net ব্যবহার করে চাষ করা হয়। মোট ৬০ দিনের চাষে প্রতি বর্গমিটারে সর্বোচ্চ ১ কেজি পর্যন্ত সী-উইড উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু সেন্টমার্টিন দ্বীপ নয় উপকূলের সুবিধাজনক স্থানে সী-উইড চাষ করা সম্ভব। যেকোন খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ সী-উইডের পাউডার বা সিদ্ধ করা তরল নির্যাস ব্যবহার করে খাদ্যের (স্যুপ, সালাদ, নুডুলস ইত্যাদি) পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ট. "বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার" ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন শুটকি মাছ উৎপাদন :

স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শুটকি তৈরীর লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক সময় সাশ্রয়ী ও দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী "বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার" উদ্ভাবন করা হয়েছে। ড্রায়ারটিতে সৌর ও বিদ্যুৎ শক্তি উভয়ই ব্যবহার করা যায়।

বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার

ফিশ ড্রায়ারের মূল কাঠামো মেটালিক যা জিআই পাইপ/এংগেল বা এসএস-বার এর তৈরি। এর একদিকে বাতাস প্রবেশের জন্য ছোট মেশের জালের দরজা ও অন্য দিকে বাতাস বের হওয়ার জন্য এক বা একাধিক এগজস্ট ফ্যান লাগানো থাকে। জালের দরজা ছাড়া কাঠামোর সকল পাশে ৯ মিমি. পুরুত্বের স্বচ্ছ সেলুলয়েড পলিথিন লাগানো। রাতে বা মেঘলা দিনে মাছ শুকানোর জন্য এই ড্রায়ারে হট এয়ার ফ্যান বা হিটিং কয়েল স্থাপন করা হয়। স্বচ্ছ সেলুলয়েডের মধ্য দিয়ে সূর্য কিরণ ড্রায়ারে প্রবেশ করে ও পাটাতনের কালো অংশে শোষিত হয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা ভেতরের বাতাসকে গরম করে। এই গরম বাতাস ফ্যানের মাধ্যমে মাছের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দ্রুত মাছ শুকিয়ে যায়। নিরাপদ শুটকি তৈরিতে অনেক উদ্যোক্তা বর্তমানে এই ড্রায়ার ব্যবহার করছে।

ঠ. ইনস্টিটিউটের গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের আমলে অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে ইনস্টিটিউটে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ গবেষণা জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার এবং চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২,২৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগেরহাটে একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট

উক্ত কেন্দ্রে LC-MS-MS, GC-MS, PCR সহ অন্যান্য আধুনিক গবেষণা যন্ত্রপাতি রয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প :

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণাগার আধুনিকায়নের জন্য ৪৯২.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (বিএফআরআই অংশ)' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

এ প্রকল্পের আওতায় 'এমভি রূপালী ইলিশ' নামে একটি আধুনিক গবেষণা জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজ ব্যবহারের মাধ্যমে ইলিশ গবেষকগণ বড় বড় নদ-নদী ও মোহনা অঞ্চলে গবেষণা পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ফলে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে চাঁদপুর ও শরিয়তপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থানে মেঘনা ও পদ্মা নদীর মিলনস্থলে ২০ কিমি. এলাকাকে ইলিশের ৫ম অভয়াশ্রম এবং বরিশাল জেলার হিজলা ও মেহিন্দিগঞ্জ উপজেলার ৮২ কিলোমিটার নদী এলাকাকে ৬ষ্ঠ অভায়শ্রম হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। জাটকা রক্ষা, ভরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখা, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে বিগত দশকের তুলনায় ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য ৩৫ গুণ এবং জাটকার প্রাচুর্য ১৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ইলিশের বর্তমান উৎপাদন ৫ লক্ষ মে.টন ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প :

ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্রসহ অন্যান্য কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার এবং উন্নয়নে ৩,৯৪৩.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলোচ্য উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১০ থেকে ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ফলে ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত ও গবেষণা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলজ পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার উপর মৎস্যচাষে ব্যবহৃত ড্রাগস ও কেমিকেলস এর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয় প্রকল্প :

মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন ড্রাগস ও কেমিক্যালস এর তালিকা প্রণয়ন, উৎস সনাক্তকরণ এবং জলজ পরিবেশের ওপর রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়ে ১,৬১৭.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে আলোচ্য উন্নয়ন প্রকল্পটি ইনস্টিটিউট থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্যচাষে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া গেছে এবং এ বিষয়ে চাষীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রকল্প (আইএপিপি- বিএফআরআই কম্পোনেন্ট) :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত উক্ত কম্পোনেন্ট এর প্রকল্প ব্যয় ছিল ১,৩৪৬.১৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রংপুর ও বরিশাল বিভাগে ৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় নির্বাচিত হ্যাচারি অপারেটরদের মাঝে তেলাপিয়া, কৈ ও পাঙ্গাস মাছের উন্নত জার্মপ্লাজম বিতরণ করা হয়েছে ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মাছ চাষকে জনপ্রিয় করা হয়েছে।

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-সি, বিএফআরআই অংশ) প্রকল্প :

কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন, লেকের উৎপাদনশীলতা নিরূপণ এবং সর্বোপরি জলাশয়ের টেকসই ও স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এর বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় লেকে খাঁচায় ও ক্রীকে মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। লেকের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব প্রযুক্তি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া, উক্ত প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটিতে ইনস্টিটিউটের নদী উপকেন্দ্রের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অফিস কাম গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প :

দেশে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় টেকসই মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত ১,২৩৬.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি ইনস্টিটিউটে চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মুক্তা তৈরির সঠিক কৌশল ইত:মধ্যে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণায় একটি ঝিনুক থেকে সর্বোচ্চ ১২টি মুক্তা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদনে ইত:মধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে বিদেশ থেকে সংগৃহীত বড় আকৃতির ঝিনুকের পোনা উৎপাদনের ওপর গবেষণা চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহস্থ ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে অধুনিক যন্ত্রপাতিসহ মুক্তা গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়ার চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প (বিএফআরআই অংশ) :

কাকঁড়া ও কুচিয়ার আর্ন্তজাতিক বাজারে যথেষ্ট মূল্য থাকায় তা অনুবাধন করে ৩ বছর মেয়াদে ১,৩৮৬.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউটের ১ টি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়া ও কুচিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে গবেষণা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ইত:মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনেও প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে।

সার্পোট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম প্রকল্প :

বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের অতি আহরণ, পরিবেশ বিপর্যয়, দূষণ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানসহ এর যথাযথ উন্নয়নের জন্য GEF ও অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে Sustainable Management of the BOBLME (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) শীর্ষক আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ৭টি দেশের সাথে বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছে। Co-financing ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ১৪৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প হতে এতদঞ্চলের মানুষের দারিদ্রতা হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত Strategic Action Plan (SAP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইমপেক্ট এসেসম্যান্ট অব আপস্ট্রিম ওয়াটার উইথড্রয়াল টু কনজার্ভ ন্যাচারাল ব্রিডিং হ্যাবিটেট অব মেজর কার্পস ইন দি রিভার হালদা প্রকল্প :

বাংলাদেশের কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী। এই নদীর পোনা হ্যাচারিতে মা মাছ তৈরি ও চাষাবাদে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস, পানি দূষণ এবং মানব সৃষ্ট নানাবিধ কারণে সাম্প্রতিককালে মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এসব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য Impact Assessment on Upstream Water Withdrawal to Conserve Natural Breeding Habitat of Major Carps in the River Halda শিরোণামে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউট থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রজনন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত সুপারিশমালার আলোকে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হলে হালদা নদীকে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

৬. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনার ভিত্তিতে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- ইনোভেশন ইন ফিশারীজ বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ইনস্টিটিউটের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সিপিএফ হিসাব সহজীকরণের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
- ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমুহ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক তথ্য হালনাগাদ রাখার জন্য নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) অন-লাইন পিডিএস সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক কাপ্তাই লেকের উপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল জনসাধারণকে অবহতি করার জন্য "BFRI in Captai Lake Info" নামে একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে।
- স্যোশাল মিডিয়া FaceBook এ "BFRI 1984" নামে ১টি Group Page খুলে ইনস্টিটিউটের সদরদপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের কর্মকান্ড জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

৭. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করাসহ সদর দপ্তরে LAN পুন:স্থাপন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ICT সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, ইনোভেশন, ই-নথি, ই-টেন্ডার বিষয়ে ১১৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটে ই-ফাইলিং ও ই-জিপি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন :

মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইনস্টিটিউটের সাথে এর অধীনস্থ ৫টি কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৯. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

বিগত ২০০৯-২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে মোট ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হচ্ছে- ১. বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, ২. জাটকা সংরক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (বিএফআরআই-অংশ), ৩.বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গবেষণা শক্তিশালীকরণ, ৪. জলজ পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার উপর মৎস্য চাষে ব্যবহৃত ড্রাগস ও কেমিক্যালস এর প্রভাব, ৫. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পো. সি) বিএফআরআই-অংশ, ৬.সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দি বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম, ৭. ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি (আইএপিপি) বিএফআরআই অংশ, ৮. মুক্তা চাষ

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা, ৯ .ইমপ্যাক্ট এসেসম্যান্ট অব আপসট্রিম ওয়াটার উইথড্রয়াল টু কনজার্ভ ন্যাচারাল ব্রিডিং হ্যাবিট্যাট অব মেজর কার্পস ইন দ্য রিভার হালদা, ১০. বাংলাদেশে নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং ১১. নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প। বর্ণিত ১১টি উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২,১২১.০০ লক্ষ টাকা। এসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, আলোচ্য মেয়াদে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট বরাদ্দ ছিল ১২,৬৯৮.৬২ লক্ষ টাকা। ইনস্টিটিউটের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

১০. বিগত ০৮ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে বিএফআরআই এর বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট (লক্ষ টাকা)	উন্নয়ন বাজেট (লক্ষ টাকা)
০১.	২০০৯-১০	৯৬৮.৪২	৮০৫.০০
০২.	২০১০-১১	১১০৬.৪৮	১৭২৮.০০
০৩.	২০১১-১২	১২৩৮.৩০	১৭২৮.০০
০৪.	২০১২-১৩	১৩১৮.৭৬	১২৮৪.০০
০৫.	২০১৩-১৪	১৫৭১.৬০	২৩৩৭.০০
০৬.	২০১৪-১৫	১৬৬৯.০০	১৪২৯.০০
০৭.	২০১৫-১৬	২২০১.০৬	২০৯৫.০০
০৮.	২০১৬-১৭	২৬২৫.০০	৮১৫.০০
	মোট	১২,৬৯৮.৬২	১২,২২১.০০

১১. মানব সম্পদ উন্নয়ন :

ক. আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউট প্রায় ৮০ জন বিজ্ঞানীকে নিয়োগ/পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের অনুকুলে ২৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে, এরমধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানীর পদ। গবেষণা ক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় গবেষণা সক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ক. দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা :

ক্রমিক নং	সময়কাল	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
০১.	২০০৯-১০	৫৮	১৩৯১
০২.	২০১০-১১	৮৬	২৪৭৫
০৩.	২০১১-১২	৬৭	১৭৫২
০৪.	২০১২-১৩	৮৯	১৯৬৫
০৫.	২০১৩-১৪	১২৪	২৫০৫
০৬.	২০১৪-১৫	৯৩	১১৮৭
০৭.	২০১৫-১৬	৬৫	১৩৫৯
০৮.	২০১৬-১৭	৬২	১০৩৭

খ. বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা :

ক্রমিক নং	সময়কাল	দেশের নাম	সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারী
০১.	২০০৯	ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীন ও জাপান	১০	১২
০২.	২০১০	মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্র	০৯	০৯
০৩.	২০১১	ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়া	০৯	১৬
০৪.	২০১২	ভারত, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র	২১	২৭
০৫.	২০১৩	ভারত, থাইল্যান্ড, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র	০৮	১০
০৬.	২০১৪	ফিলিপাইন, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া	১৩	২১
০৭.	২০১৫	থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইতালী, ভারত, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনাম	১২	১৫
০৮.	২০১৬	ভারত, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইতালী	০৮	১২

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে এ খাতে কিছু চ্যালেঞ্জও আর্বিভূত হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান হারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জলজ পরিবেশ দূষণ ও দেশীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, নদী দূষণ, ইত্যাদি অন্যতম। এ ক্ষেত্রে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, সমুদ্র জয়ের ফলে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন, মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি কমিয়ে আনা, মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন এবং বানিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদের (কাঁকড়া, কুচিয়া, সী-উইড, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি) বাণিজ্যিক চাষাবাদ ও ব্যবহার এখন সময়ের দাবী। সম্ভাবনাময় এসব বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এসব ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করেছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

www.blri.gov.bd

ভূমিকা

বিগত ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মযাত্রা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই এর ৯ নং আইনটি বিগত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বলবৎ করা হয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য নির্মূল, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, আয়বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজকৃষি উন্নয়নকে উপজীব্য করে স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উদ্ভাবিত নতুন চারটি প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৭৯ টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে এবং ৬টি প্রযুক্তি মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives) :

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভাবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন;
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. বিএলআরআই এর বিগত ৮ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ :

৫.১. রেড চিটাগাং ক্যাটেল (RCC) জাতের উন্নয়ন :

২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিএলআরআই অনিয়ন্ত্রিত সংকরায়নের ফলে বিলুপ্ত প্রায় দেশী গরুর এই জাতটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং কৌলিক উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গরুটির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নকৃত গরুর জাতটি বছরে ১টি বাচ্চা এবং প্রতি বিয়ানে প্রায় ১০০০ লিটার দুধ দেয় যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ২৫০-৩০০ লিটার বেশী। আকারে ছোট হওয়ায় খাবার কম লাগে এবং গরুটির রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল

৫.২. ডিজিটাল ব্যালেন্স উদ্ভাবন :

২০০৯-১০ অর্থ বছরে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় খাবার ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিয়মিত গবাদিপশুর দৈহিক ওজন পরিমাপ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজে ও নির্ভূলভাবে গবাদি পশুর দৈহিক ওজন পরিমাপের জন্য বিএলআরআই একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহযোগিতায় "ডিজিটাল ব্যালেন্স" উদ্ভাবন করেছে।

উদ্ভাবিত ডিজিটাল ব্যালেন্স

৫.৩. নন- ইলেকট্রিক চিক ব্রুডার উদ্ভাবন :

২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে মুরগির বাচ্চা পালনের জন্য বিএলআরআই নন-ইলেকট্রিক চিক ব্রুডার উদ্ভাবন করেছে। ব্রুডারটি দামে সস্তা হওয়ায় ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে ব্যবহারে যথেষ্ট উপযোগী। সমসংখ্যক বাচ্চা ব্রুডিং করার ক্ষেত্রে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ব্রুডারটি বৈদ্যুতিক ব্রুডার অপেক্ষা ৫০০ টাকা সাশ্রয়ী। এই ব্রুডারটি দেশের ১২টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

নন-ইলেক্ট্রিক চিক ব্রুডার

৫.৪. 'শুভ্রা' জাতের ডিম পাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন :

২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিএলআরআই Japan International Cooperation Agency (JICA) এর কারিগরী সহায়তায় প্রথমবারের মত দেশে 'শুভ্রা' নামে একটি বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন করেছে। মুরগীটি বছরে ২৮০-২৯৫টি ডিম দেয়। জাতটি তুলনামুলক ভাবে সাশ্রয়ী, দেশী আবহাওয়ায় টেকসই ও রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। 'শুভ্রা' লেয়ার মুরগীটি আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

উদ্ভাবিত 'শুভ্রা' নামক লেয়ার জাতটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর

৫.৫. গলাছিলা মুরগী (Naked neck chicken) :

গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে দেশী গলাছিলা মুরগীকে একটি উন্নত জাত হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত মুরগীর জাতটি বছরে ১৭৫টি ডিম দেয় অথচ পূর্বে এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩০-১৪০টি ডিম/বছর।

উন্নয়নকৃত গলাছিলা জাতের মুরগী

৫.৬. উচ্চফলনশীল ঘাসের জাত নেপিয়ার-৩ উদ্ভাবন :

গত ২০১০-১১ অর্থ বছের এবং বিগত ৩ বছরে প্রায় ২০-২৪ মিলিয়ন উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরাসরি খামারীদের মাঝে অথবা মিল্ক ভিটা, ব্র্যাক, আরডিআরএস সহ সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খামারীদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

৫.৭. মিনা মিক্স উদ্ভাবন :

গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে খনিজ পদার্থের অভাব পূরণ করার জন্য 'মিনা মিক্স' নামে একটি খনিজ পদার্থের মিশ্রণ উদ্ভাবন করা হয়েছে। মিনামিক্স ব্যবহারের ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ গাভীর প্রজনন সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পায়। প্রযুক্তিটি গত ৭ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি: তারিখে বেসরকারী সংস্থা 'ব্র্যাক' এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে 'ব্র্যাক' প্রতি মাসে প্রায় ২৪-২৫ টন "মিনা মিক্স" উৎপাদন করে বাজারজাত করছে।

৫.৮. কর্নস্ট্রে প্যালেট খাদ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন :

গো-খাদ্য সংকট নিরসন ও সাশ্রয়ী মূল্যে গো-খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থ বছরে বিএলআরআই ভূট্টাগাছের উচ্ছিষ্টাংশ ও অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সংমিশ্রনে একটি প্যালেট ফিড উদ্ভাবন করে যা কর্ণস্ট্রে প্যালেট ফিড নামে সমাধিক পরিচিত। সকল পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই প্যালেট ফিডটি খাওয়ানো হলে গরুকে অন্য কোন খাদ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন পড়ে না। প্রযুক্তিটি উদ্ভাবনের পর মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৭ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিঃ তারিখে লালমণি এ্যগ্রো লি: এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৫.৯. ন্যাশনাল এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা BSL II+ রেফারেন্স ল্যাবরেটরী স্থাপন :

দেশে বার্ড ফ্লু রোগসহ নতুন ধরনের সংক্রামক (Emarging infectious diseases) পোল্ট্রি রোগ সনাক্ত ও গবেষণা করার জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ন্যাশনাল এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রেফারেন্স ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগীতায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের এই ল্যাবরেটরীটি ব্যবহারে মলিকুলার বায়োলজীর উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫.১০. তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন :

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে Cool chain maintain না করে ভ্যাক্সিন পরিবহন এবং ব্যবহার সুবিধার জন্য তাপ সহিষ্ণু (Thermo-stable) পিপিআর ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি গত ৩০ এপ্রিল ২০১৩ খ্রি: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাগল উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং মাংস উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে এর মূল কারণ ছাগলের মৃত্যুর হার কমানো।

তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন

ছাগলের উচ্চ মৃত্যু হারের মূল কারণ পিপিআর ভাইরাসজনিত রোগ। বর্তমানে ব্যবহৃত পিপিআর ভ্যাক্সিন বিএলআরআই হতে উদ্ভাবিত যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ভ্যাক্সিনটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার তাপসংবেদনশীল হওয়ায় কাংক্ষিত সফলতা পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় বিএলআরআই তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন গবেষণার কাজটি হাতে নেয়। প্রায় তিন বছরের গবেষণার মাধ্যমে তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিনটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ভ্যাক্সিনটিতে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক উপাদান এবং লাইফোলাইছিস দ্বারা ধীর গতিতে হিমায়ীত করা হয়েছে। ভ্যাক্সিনটি ৪০ ডিগ্রী সে: তাপমাত্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী থাকে যাতে কাংক্ষিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে।

৫.১১. মিল্ক রিপ্লেসার (Milk replacer) ও স্টার্টার খাদ্য উদ্ভাবন :

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে গরু এবং ছাগল-ভেড়ার বাচ্চা পালনে তরল দুধ খাওয়ানো ব্যয়বহুল। স্বল্পব্যয়ে বাচ্চা পালনের জন্য দুধের বিকল্প খাদ্য (Milk replacer) এবং স্টার্টার খাদ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৫.১২. উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত নেপিয়ার-১,২,৩ এবং ৪ উদ্ভাবন ও হস্তান্তর :

গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে লাভজনক উপায়ে গবাদিপ্রাণি প্রতিপালন তথা আশানুরূপ উৎপাদন পেতে উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষের বিকল্প নেই। তাই নব্বই দশকের গোড়ার দিকে বিএলআরআই বিভিন্ন ফডার জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে এবং বছর বছর উন্নত গোছা (Accession) নির্বাচন, আঞ্চলিক পর্যায়ে চাষ, ছাটাই-বাছাই ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নেপিয়ার ঘাসের চারটি উন্নত জাত "নেপিয়ার-১, ২, ৩ ও ৪" উদ্ভাবন করে যা খামারীদের মাঝে সম্প্রসারণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মানোন্নয়নের পূর্বে এসকল ফডার জার্ম প্লাজম গুলোর বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ১৫০-১৬০ টন।

অথচ, বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল নেপিয়ার ঘাসের বার্ষিক গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২২০-২৮০ টন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্কভিটা ছাড়া ও ক্ষুদ্র খামারী ও বাণিজ্যিক ডেইরী ও ফ্যাটেনিং খামারীগণ এ সকল উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করে এদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত নেপিয়ার-৩ উদ্ভাবন

৫.১৩. SAARC Regional leading Diagnostic Laboratory For PPR স্থাপন :

গত ৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল হাই, এমপি; ল্যাবটি উদ্বোধন করেন। উক্ত ল্যাবে ইত:মধ্যে সার্ক দেশসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

SAARC Regional leading Diagnostic Laboratory For PPR উদ্বোধন

৫.১৪. অত্যাধুনিক বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার স্থাপন :

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গবেষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিগত বছরে বায়োটেকনোলজি বিভাগের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সাবেক মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন।

বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার উদ্বোধন করেন সাবেক মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি

৫.১৫. টেস্ট টিউব বাছুর উৎপাদন :

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশে গরুর জাত উন্নয়নের জন্য বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীগণ বিগত চার বছর ধরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে IVF প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বায়োটেকনোলজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে ড. গৌতম কুমার দেব এর সহযোগী গবেষণায় IVF প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত ৫/৩/২০১৬ খ্রি: তারিখে রাত ১০.৩০ ঘটিকায় গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রুণ থেকে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ২টি সুস্থ ও সবল টেস্ট টিউব বকনা বাছুর জন্ম গ্রহণ করে। এর ফলে অধিক উৎপাদনশীল গাভী থেকে একই সময়ে একাধিক বাছুর উৎপাদন করা সম্ভব।

উৎপাদিত যমজ টেস্ট টিউব বাছুর

৫.১৬. বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সীড উদ্ভাবন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর :

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত "বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা" প্রকল্পের অর্থায়নে উদ্ভাবিত বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সীড গত ২৯/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী, জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সীড প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেন সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি

৫.১৭. প্রাণি ও পোল্ট্রি খাতে অবদানের জন্য এজি এগ্রো লিমিটেড কর্তৃক সম্মাননা পুরষ্কার ও এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান :

বিগত ৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি: তারিখে আহসান গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এজি এগ্রো লি: কর্তৃক বাংলাদেশে প্রাণী ও পোল্টি সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সম্মাননা পদকসহ একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করে। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা পদক ও চেক গ্রহন করেন। এ সম্মাননা বিএলআরআই এর সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ গবেষণা ও উন্নয়নে আরও অধিক মনোযোগী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রাণী ও পোল্ট্রি সেক্টরে উত্তরোত্তর উন্নতি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করবে।

৫.১৮. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়িতে খামারীদের মাঝে ভেড়া বিতরণ :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান জেলায় বিগত ১৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি: তারিখে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশী ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর উদ্বোধন এবং একই সাথে পাহাড়ী অঞ্চলের সাধারণ খামারীদের মাঝে ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী, জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার। সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান অতিথি জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এই দূর্গম পাহাড়ে পাহাড়ী দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থা

উন্নয়নে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিএলআরআই এর ভেড়া বিতরণ ও ভেড়া পালনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় বিএলআরআই এর প্রশংসা করেন ।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপকেন্দ্রে সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী,
জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি খামারীদের মাঝে ভেড়া বিতরণ করেন

৫.১৯. দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশাসনের নিকট থেকে বাংলাদেশের Outstanding Country Award অর্জন :

অর্থায়নকারী সংস্থা সদস্যভূক্ত দেশগুলোতে প্রতি বছরের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ণ করে এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে পুরস্কৃত করে । উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বছরের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ Outstanding Country খ্যাতি অর্জন করে । গত ২৬-৩০ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কিরঘিস্থানে অনুষ্ঠিত "AFACI Programme Workshop on Animal Science and Extension Programme" শীর্ষক বার্ষিক কর্মশালায় উক্ত Outstanding Country Award এর দাপ্তরিক ক্রেস্ট বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রদান করা হয় ।

৫.২০. বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ বা "স্বর্ণা" নামক ডিমপাড়া মুরগির জাত :

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগি মুরগির ব্রীড/স্ট্রেইন উদ্ভাবনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছে বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ বা "স্বর্ণা" নামক ডিমপাড়া মুরগির জাত । অটো-সেক্সিং সুবিধাযুক্ত উদ্ভাবিত স্ট্রেইনটির বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ২৯৫-৩০০ টি, ডিমের গড় ওজন ৬৫-৬৬ গ্রাম/ডিম, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ২.২০-২.৩০ । উপরন্তু, "স্বর্ণা" মুরগির ডিমের গুণাগুন, ওভারিতে ফলিকলের সংখ্যা, রক্তে ফসফরাস ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাণিজ্যিক মুরগির তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া গেছে যা বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ । অধিক তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় "স্বর্ণা" মুরগির তাপ পীড়নে মত্যুর হার কম এবং কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক ব্যতিরেকেই অত্যাবশ্যকীয় ভ্যাকসিন ও ভিটামিন-মিনারেল সরবরাহ করেই সফলভাবে লালন পালন করা যায় বিধায় উৎপাদন খরচ কম । বর্তমানে প্রযুক্তিটির চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেলিডেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে । এ প্রযুক্তিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায় ।

'স্বর্ণা' নামক ডিম পাড়া মুরগি

৫.২১. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এইচএ (HA) এন্টিজেন উদ্ভাবন :

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুরগি তথা পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ এবং পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে হুমকিস্বরূপ। সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সঠিক সময়ে গুনগত মানসম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রন করা যায়। তবে শুধুমাত্র টিকা প্রদানই যথেষ্ট নয়। টিকা প্রয়োগের পর মুরগির শরীরে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিবডি তৈরী হয়েছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। এইচআই (HI) পরীক্ষা করে মুরগির শরীরে উৎপাদিত এন্টিবডির পরিমাণ জানা যায়। এ পরীক্ষার জন্য এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচএ (HA) এন্টিজেন প্রয়োজন। বর্তমানে বিদেশ থেকে এই এন্টিজেন আমদানী করে এন্টিবডির পরিমাণ যাচাই করা হচ্ছে কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয় বহুল এবং প্রাপ্যতাও অনেক কম। ফলে ব্যাপকভাবে এই পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় না। অত্র ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ স্বল্প খরচে H5N1 এন্টিজেন তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। উদ্ভাবিত এন্টিজেনের গুণগত মান আমদানিকৃত অনুরূপ এন্টিজেনের সমমানের। প্রযুক্তিটির সফল সম্প্রসারণের মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

৫.২২. এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে ব্রয়লার খাদ্যে সজনা পাতার গুঁড়া ব্যবহার :

গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পোল্ট্রির প্রজাতি গুলোর মধ্যে মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে আমিষের যোগানকারী উৎস হিসেবে পরিগনিত। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় ব্রয়লার খাদ্যে অযাচিতভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে সম্ভাবনাময় এ শিল্পটি আজ ঝুঁকির সম্মুখীন। বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীরা উদ্বুদ্ধ সমস্যা চিহ্নিত করে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প খাদ্য অনুষঙ্গ (ফিড এডিটিভস) উদ্ভাবনে নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় সজনা পাতার গুঁড়া এন্টিবায়োটিকের বিকল্প খাদ্য উপাদান হিসেবে ব্রয়লার খাদ্যে ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছে। বিএলআরআই এর গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয় যে, ব্রয়লার খাদ্যে সজনা পাতার গুঁড়া সর্বোচ্চ ১.৫% হারে ব্যবহার করার ফলে ব্রয়লার মুরগির দৈহিক ওজন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমে যায় এবং কাংক্ষিত ড্রেসিং হার বজায় থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রয়লার খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে ৩৫ দিনে দৈহিক ওজন হয় ২১৪০ গ্রাম অথচ ১.৫% হারে সজনা পাতার গুঁড়া ব্যবহার করলে একই সময়ে ব্রয়লারের দৈহিক ওজন হয় ২৩৫৭ গ্রাম। উপরন্তু, ব্রয়লার খাদ্যে সজনা পাতা ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে না। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ মুরগির মাংস উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৫.২৩. মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি :

মহিষের গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ দুর্বল প্রকৃতির এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরব হিট প্রদর্শন করে। ফলে কৃত্রিম প্রজননের সঠিক সময় নির্ণয় করতে না পারায় খামারী পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। উপর্যুক্ত জটিলতা থেকে উত্তোরণের মাধ্যমে মহিষে কৃত্রিম প্রজননের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিএলআরআই মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে এবং দেশী আবহাওয়া উপযোগি মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে খুব সহজেই মহিষকে যথাসময়ে হিটে আনা সম্ভব হবে এবং সঠিক সময়ে কৃত্রিম উপায়ে বীজ প্রদানের মাধ্যমে প্রজনন হার বৃদ্ধি পাবে।

'মহিষের ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন কৌশল

৫.২৪. প্রযুক্তি হস্তান্তর :

গত ০২/১১/২০১৬ খ্রি: তারিখে বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান এর উপস্থিতিতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট ৬ টি প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে। উক্ত ৬ টি প্রযুক্তির মধ্যে ২টি রাজস্ব খাতের আওতায় এবং ৪টি মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) এর অধীনে উদ্ভাবিত হয়েছে। হস্তান্তরিত প্রযুক্তি ৬টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন;
- বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন;
- ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল;
- মহিষ খামারে জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা এবং
- মহিষের অন্তঃপরজীবী বা কৃমি দমন মডেল।

হস্তান্তরিত ৬টি প্রযুক্তি

ক. ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত গবেষণা প্রকল্প (বছরওয়ারী) :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাস্তবায়িত গবেষণার সংখ্যা
১.	২০০৯-১০	৪৭
২.	২০১০-১১	৩৭
৩.	২০১১-১২	৩৩
৪.	২০১২-১৩	৩৬
৫.	২০১৩-১৪	৩৯
৬.	২০১৪-১৫	৪১
৭.	২০১৫-১৬	৫২
৮.	২০১৬-১৭	৬১
	মোট	**৩৪৬**

খ. ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত হস্তান্তরিত ও হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি/প্যাকেজ :

ক্র.নং	প্রযুক্তির নাম	সাল	মন্তব্য
০১.	কর্নস্ট্র প্যালেট ফিড	২০১০-১১	৭ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রি: তারিখে লালমণি এ্যগ্রো লি: এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
০২.	শুভ্রা বা বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লেয়ার স্ট্রেইন-১	২০১১-১২	শুভ্রা মুরগীটি গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
০৩.	বিএলআরআই ডিএনএ এক্সট্রাকশন কিট	২০১২-১৩	৫ মার্চ ২০১২ খি: তারিখে ট্রাস্ট হাউজ লি: এর নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করা হয়।
০৪.	তাপ- সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন	২০১১-১২	৩০ এপ্রিল ২০১৩ খি: তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
০৫.	বাছুরের জন্য সটি পাউডার ভিত্তিক মিল্ক রিপ্লেসার প্রযুক্তি	২০১২-১৩	৩০ এপ্রিল ২০১৩ খ্রি: তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ব্র্যাক এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
০৬.	বহুবর্ষজীবি উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার- ১, ২, ৩ ও ৪ উদ্ভাবন	২০১২-১৩	৩০ এপ্রিল ২০১৩ খ্রি: তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্ক ভিটা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
০৭.	ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি	২০১২-১৩	
০৮.	পোর্টেবল ডিজিটাল ব্যালেন্স	২০১২-১৩	
০৯.	বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজি (O, A, Asia-1) টিকার মাস্টার সীড	২০১৫-১৬	২৯/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ক্র.নং	প্রযুক্তির নাম	সাল	মন্তব্য
১০.	ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল	২০১৫-১৬	গত ০২/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান এর উপস্থিতিতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট ৬টি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।
১১.	বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন	২০১৫-১৬	
১২.	গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন	২০১৫-১৬	
১৩.	প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা	২০১৫-১৬	
১৪.	মহিষ খামারে অন্তঃপরজীবী বা কৃমি দমন মডেল	২০১৫-১৬	
১৫.	মহিষ খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	২০১৫-১৬	
১৬.	বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ বা "স্বর্ণা"	২০১৬-১৭	
১৭.	ব্রয়লার খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে সাজনা পাতার ব্যবহার	২০১৬-১৭	
১৮.	মহিষের ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি	২০১৬-১৭	
১৯.	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এএইচ (AH) এন্টিজেন উদ্ভাবন	২০১৬-১৭	

৫.২৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন :

গবেষণার পাশাপাশি বিএলআরআই মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। গত ২০০৯-২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে মোট ১১১৭২ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে ১০৮২ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক. বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/কর্মশালা :

ক্র.নং	সময় কাল	দেশের নাম	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	নেপাল, সিংগাপুর, ভিয়েতনাম এবং জাপান	৮	১৪
০২.	২০১০-২০১১	নেপাল, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এবং তাইওয়ান	৭	১২
০৩.	২০১১-২০১২	নেপাল, শ্রীলংকা এবং জাপান	৩	৪
০৪.	২০১২-২০১৩	শ্রীলংকা, ভারত, থাইল্যান্ড, মংগোলিয়া, কেনিয়া, ভিয়েতনাম এবং নেপাল	৯	১৩
০৫.	২০১৩-২০১৪	থাইল্যান্ড, কেনিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল এবং মংগোলিয়া	৭	৯
০৬.	২০১৪-২০১৫	নেপাল, ইটালী, নেদারল্যান্ড, ইন্দোনিশিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্থান, এবং থাইল্যান্ড	১২	১২
০৭.	২০১৫-২০১৬	ইউ.এস.এ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, নেপাল, হংকং এবং পানামা	৬	১৮
০৮.	২০১৬-২০১৭	ভারত, কম্বডিয়া, কাজাকিস্থান, চীন এবং থাইল্যান্ড।	৭	১২

খ. দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/কর্মশালা :

ক্রমিক নং	সময়কাল	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-২০১০	১৪	২১৩৬
০২.	২০১০-২০১১	১১	১২৮৫
০৩.	২০১১-২০১২	১৯	৯১০
০৪.	২০১২-২০১৩	২৮	৭৮২
০৫.	২০১৩-২০১৪	৩১	৯৬৩
০৬.	২০১৪-২০১৫	২৭	৮৮৬
০৭.	২০১৫-২০১৬	৮৯	১০৮০
০৮.	২০১৬-২০১৭	৩৬	১৬৯৪

প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

৬. ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত বছরওয়ারী বাজেট :

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
০১.	২০০৯-১০	৭.৬০	১৯০৬.০০
০২.	২০১০-১১	৮.১৭	৯৭১.৫০
০৩.	২০১১-১২	৯.৯০	১৯৬৮.০০
০৪.	২০১২-১৩	১১.৫০	৮৯৩.০০
০৫.	২০১৩-১৪	১৪.১৫	১৩১৭.০০
০৬.	২০১৪-১৫	১৬.৭০	২৪৯৫.৩৯
০৭.	২০১৫-১৬	২২.৩৭	২২৩২.০০
০৮.	২০১৬-১৭	২৭.১১	১৭৯৪.৬৮

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অত্র ইনস্টিটিউট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যুগপৎ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে এবং উক্ত চুক্তি অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-১৭ এ ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২০টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৬ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ৯৮.২৫% অগ্রগতি হয়েছে। আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৪৪.৮০% এবং মোট ৮৭.৫৪ % অর্জন হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে ১ম বারের মত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে লালন করে বিএলআরআই এর ইনোভেশন টিম কাজ করে যাচ্ছে। যদিও বিএলআরআই সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান নয় তবু সুফলভোগীদের নিকট আরও সহজে সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। গবাদি প্রাণির রেশন তৈরীর জন্য একটি এন্ড্রয়েটভিত্তিক মোবাইল এ্যাপস্ উদ্ভাবন করেছে এবং গুগল প্লেস্টোরে বর্তমান রেটিং হচ্ছে ৪.৭।

৮.১. সেবা সহজীকরণ :

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সার সংক্ষেপ অনলাইনে দাখিল করার জন্য পরীক্ষামুলকভাবে ওয়েব বেইজড কাস্টমাইজ সফট ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এতে করে বিজ্ঞানীগণ খুব সহজেই গবেষণা সার-সংক্ষেপ দাখিল করতে পারবেন।

৮.২. ই-ফাইলিং কার্যক্রম :

এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউটের তিনজন কর্মকর্তা গত ২০/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে ২৩/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখ মেয়াদকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ই-ফাইলিং বিষয়ক টিওটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৪-১৫ মে, ২০১৭ খ্রি: মেয়াদে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে "ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ গত ৩০/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখে এ ইনস্টিটিউট সরাসরি ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত হয়।

৮.৩. উদ্ভাবনী উদ্যোগ :

৮.৩.১. ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন :

বিএলআরআই ফিডমাস্টার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনটি যা খামার ব্যবস্থাপনায় পরামর্শক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম। এ্যাপ্লিকেশনটি বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার উপর ভিত্তি করে বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্যে অথবা ওজন প্রদান সাপেক্ষে অতি অল্প সময়ে প্রাণির (গরু এবং মহিষ) পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য সুষম রেশন তৈরি করতে পারে। সেইসাথে প্রাণির দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি খামারীদেরকে মাসিক এবং বাৎসরিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সাথে প্রাণির বিভিন্ন উৎপাদন অবস্থায় খাদ্য সরবরাহের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এ্যাপ্লিকেশনটি কর্তৃক তৈরিকৃত প্রতি কেজি দানাদার রেশনের মূল্য ২২-২৬ টাকা যা বাজারে প্রাপ্ত সমপুষ্টি সম্পন্ন ক্যাটল ফিডের তুলনায় সাশ্রয়ী। এই এ্যাপ্লিকেশনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাসস্থান নির্মাণ এর জন্য জায়গা নির্বাচন এবং বাসস্থান তৈরির মডেল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে এবং ওজন স্কেল ছাড়া ওজন নির্ণয় করতে পারে। খামারে রোগের

প্রাদুর্ভাব কমাতে খামারে রোগ প্রবেশের পূর্বে স্বয়ংক্রিয় এলার্ম এবং ক্ষুদ্র বার্তার মাধ্যমে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের জন্য এ্যাপ্লিকেশনটি খামারীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এছাড়া এ্যাপ্লিকেশনটি বিএলআর-আই কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং নতুন উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রাণী পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত তথ্য ই-বুক আকারে খামারীদের কাছে পৌছাতে পারে। এ্যাপ্লিকেশনটি বিএলআরআই এ কর্মরত বিজ্ঞানীদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর সহজেই খামারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে খামারী ও বিজ্ঞানীদের মাঝে সেতু বন্ধনের কাজ করতে সক্ষম। খামারি পর্যায়ে এ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে ৩৩% খাদ্য সরবরাহ কমান, ১৬% খাদ্য খরচ হ্রাস এবং সেই সাথে ২২% দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেছে। এ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত ২০ জন বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ্যাপ্লিকেশনের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় ১০০% কর্মকর্তা মনে করেন এ্যাপ্লিকেশনটি খামারি পর্যায়ে গবাদি প্রাণির সুষম রেশন তৈরি ও ওজন নির্ণয় সহজিকরণ করার সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তারে সহায়ক এবং প্রযুক্তিটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করলে খামারি পর্যায়ে সেবা প্রাপ্তিতে ৩-১০ ঘন্টা সময় এবং ৩০-৭০০ টাকা অর্থ সাশ্রয় হবে।

বিএলআরআই ফিড মাস্টার

বর্তমানে এ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লেস্টোরে রয়েছে এবং ১০০০ এর অধিক ব্যক্তি এটি ডাউনলোড করেছে এবং ডাউনলোড কারীদের মূল্যায়নে এ্যাপ্লিকেশনটি ৫ স্কেলে ৪.৭ পেয়েছে। এ্যাপ্লিকেশনটি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ খামারসহ ছোট বড় বিভিন্ন খামারে ব্যবহার হচ্ছে ।

৮.৩.২. প্রশিক্ষণ গ্রহনেচ্ছু খামারী/উদ্যোক্তাগণের আবেদন প্রক্রিয়ার অটোমেশন :

বিএলআরআই প্রতিবছর প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ গ্রহনেচ্ছু খামারী/উদ্যোক্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। পূর্বে আগ্রহী খামারীগণকে বিএলআরআই কার্যালয়ে স্বশরীরে এসে আবেদন করতে হতো এতে অর্থ ও সময় দুটোই ব্যয় হতো। গত মার্চ ২০১৭ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে ওয়েব বেইজড কাস্টমাইজ সফট ওয়্যার চালু করা হয়। এভাবে আবেদন প্রক্রিয়ার অটোমেশনের মাধ্যমে টিভিসি (TVC=Time, Visit and Cash) হ্রাস পেয়েছে।

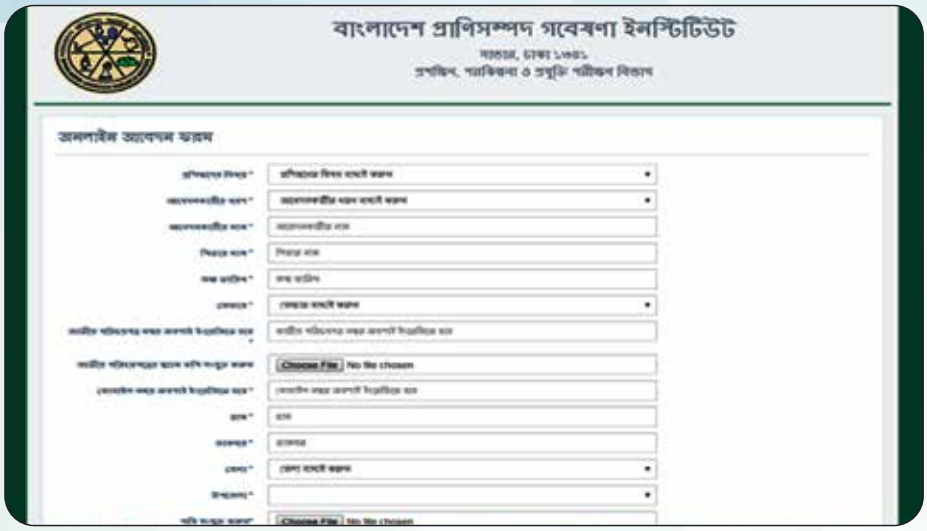

প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন আবেদন ফরম

৮.৪. প্রশিক্ষণ :

ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দকে উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ১১-১৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখে "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রদান করেছেন। প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৮.৫. সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার :

৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রাণিসম্পদ পালনকারী খামারী/উদ্যোক্তাগণকে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পরামর্শ/প্রশ্নোত্তর প্রদান করা হয়েছে যা দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, ফেসবুক লিংক ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।

০৯. ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পযর্ন্ত বাস্তবায়িত বছরওয়ারী উন্নয়ন প্রকল্প:

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা
০১.	২০০৯-১০	৩
০২.	২০১০-১১	৪
০৩.	২০১১-১২	৫
০৪.	২০১২-১৩	৫
০৫.	২০১৩-১৪	৫
০৬.	২০১৪-১৫	৫
০৭.	২০১৫-১৬	৫
০৮.	২০১৬-১৭	৬

১০. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

১০.১. অবকাঠামো :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। সার্ভার রুমে উন্নত সার্ভার ও নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন ব্যবহার করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান এর পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত ল্যান এর মাধ্যমে রিসোর্স/ড্যাটাশেয়ারিং করার সুযোগ পাচ্ছেন।

১০.২. নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ও ই-মেইল এর ব্যবহার :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ২০ এমবিপিএস ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ গতি সম্পন্ন নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। সকল কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কাজে ২৪ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ও ইমেইল ব্যবহার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ই-যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন।

১০.৩. ওয়েবসাইট ও দাপ্তরিক ই-মেইল :

ইনস্টিটিউট এর www.blri.gov.bd ওয়েবসাইটি ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং গবেষণালব্ধ উল্লেখযোগ্য ফলাফল বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে। উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সমুহের তথ্য ও ভিডিওচিত্র খামারিদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। নিজস্ব ডোমেইনভূক্ত (blri.gov.bd) দাপ্তরিক ই-মেইল চালু করা হয়েছে।

১০.৪ সারভেইল্যান্স সিস্টেম :

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষে বিএলআরআই সদর দপ্তরে গবেষণা খামারসহ মোট ১২টি, বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ০৪টি ও নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৪টি আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে তা গবেষণা খামার পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

১০.৫ অনলাইন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার :

খামারি প্রশিক্ষণের জন্য অনলাইন এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদন পত্র গ্রহন করা হচ্ছে।

১০.৬ ই-টেন্ডার :

সকল দরপত্র ই-টেন্ডারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ফলে ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

১০.৭ ই-নথি :

দাপ্তরিক কাজে ই-নথির ব্যবহার করা হচ্ছে। সকল যোগাযোগ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

বাঃ মঃ উঃ কঃ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc-gov.org

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) ১৯৬৪ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং ৪ বলে ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে এ্যাক্ট নং-২২ দ্বারা "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এ কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এটি সরকারী মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কার্যালয় সহ ১৩টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। এ কর্পোরেশন FAO এর সহযোগিতায় ১৯৬৬-৭২ সনে বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাচেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইষ্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। কর্পোরেশন কাপ্তাই লেকে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে কাওরান বাজারস্থ ২৩-২৪ নং প্লটে বিএফডিসি এর ৬ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যলয় ভবন নির্মার্ণ করা হয়েছে। ভবনটি ১৫ তলা ভিত বিশিষ্ট বিধায় আর্থিক সংস্থান সাপেক্ষে উর্ধ্বমুখী সম্পসারনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. রূপকল্প (Vision) :

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

সামুদ্রিক, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহন এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;

- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- এবং উপরোল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

বিগত ৮ (আট) বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ :

১. খাতওয়ারী অর্জন :

ক্র.নং	বিষয়	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
ক.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন (টন) (বিএফডিসি'র অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত)	৭১৯০	৯০৯০	৮৪৯৪	৮৮৫১	৫৯৯৪	৮৬৭৭	৯৮৫৮	৯৯৭৫
খ.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ (টন)	২২	২০	২৩	২২	২২	২০	২০	২৫
গ.	মৎস্য অবতরণ (টন)	১১৩৬৮	২২২৭০	১৭৫২৩	২০২৫৫	১৯২৫৫	১৮৪৩৮	১৭২৮৭	২১৭২৮
ঘ.	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ (টন)	২৩৬৬৯	১৫১৩৬৯	৯৯৫৯০	১২৫১৪৯	১২৬৪৯৫	১১২২৬৫	৪৮৮৬২	৩৯৭৫০
ঙ.	বরফ উৎপাদন (টন)	৭৪৭৭	৪৯৭৭	৬৭৬০	৯৫৪৫	৭৪২৯	১০৭৮৫	৬৮২০	৭৪০৬
চ.	মৎস্য বাজারজাতকরণ, ঢাকা (টন)	১০১	১৭০	১৫১	১১২	৪৯	৬৫	৭৫	১১১
ছ.	আয় (লক্ষ টাকা)	২১০৭	২৬৬৭	২৪৪৬	২৭০৯	২৪২৪	২৯১১	৩২৩৬	৩৬০৭
জ.	বাজেট (লক্ষ টাকা)	২৮৮৮	৩২৩৮	৩৪১০	৩৭৯৭	৪২৪৬	৪২০৯	৪৪০০	৪৪৬৪

২. খাতওয়ারী বর্ণনা :

ক. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক কাপ্তাই লেকে স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সমূহে এবং প্রায় ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৭১৯০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৯৭৫ টনে উন্নীত হয়েছে।

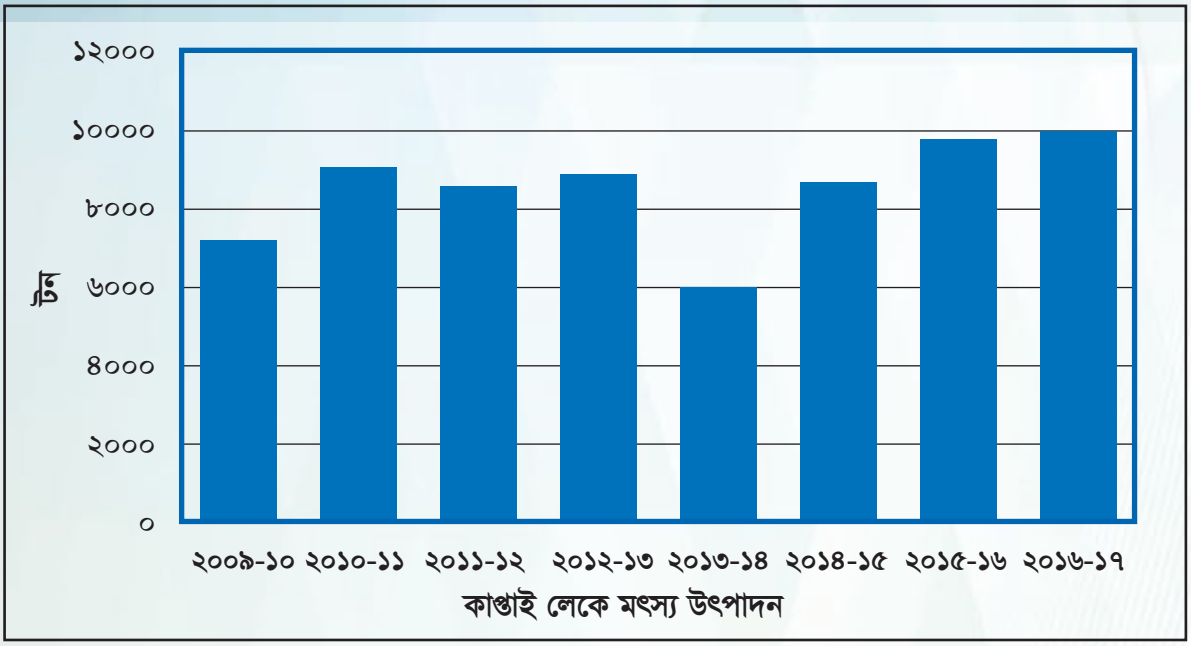

খ. কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ :

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বৎসর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয় । এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয় ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ।

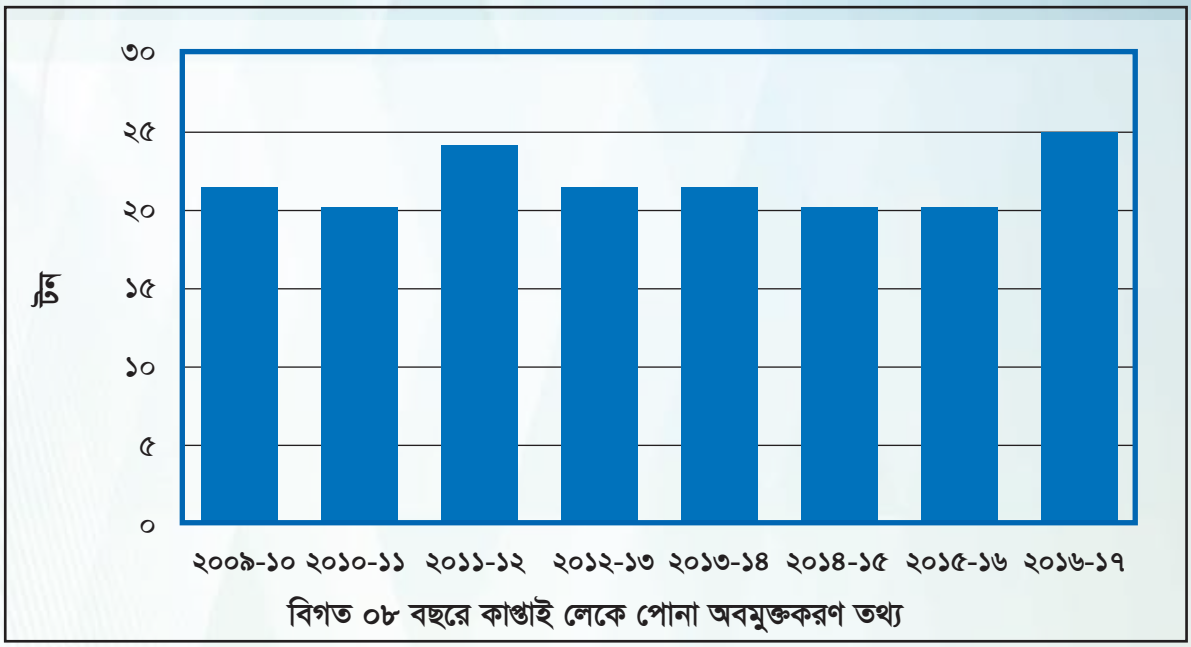

বিগত ০৮ বছরে কাপ্তাই লেকে পোনা অবমুক্তকরণ তথ্য

গ. মৎস্য অবতরণ :

দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ৪টি অবতরণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মৎস্য অবতরণ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১১৩৬৮ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২১৭২৮ টনে উন্নীত হয়েছে।

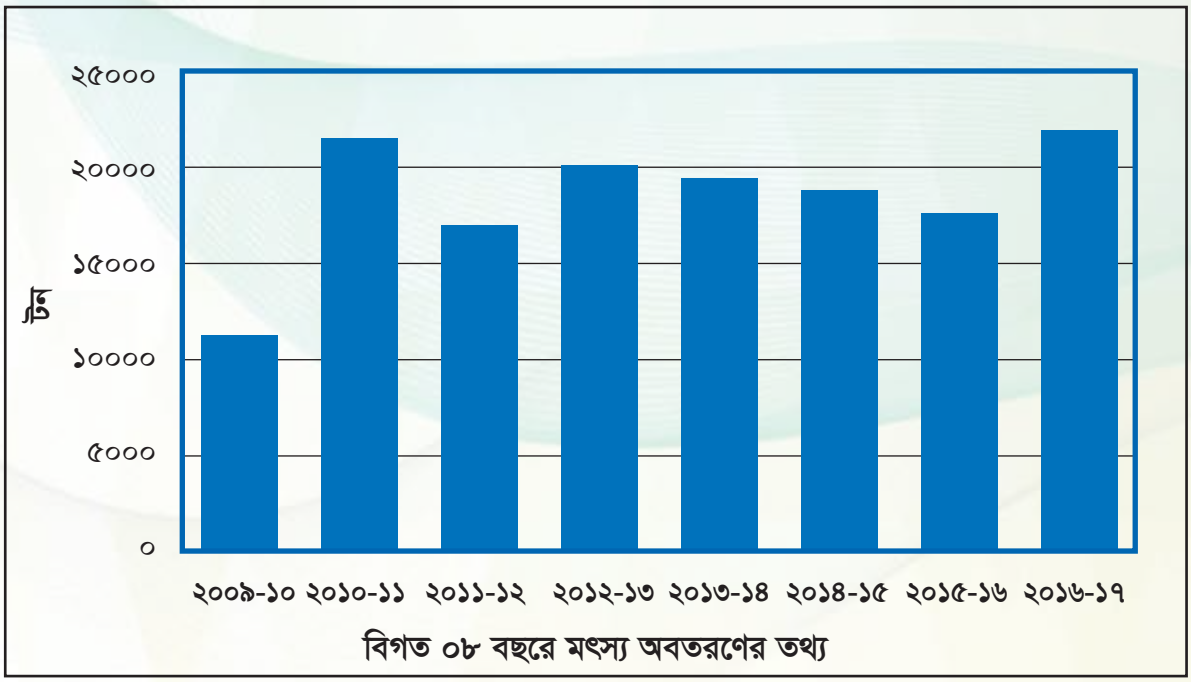

বিগত ০৮ বছরে মৎস্য অবতরণের তথ্য

ঘ. বরফ উৎপাদন ও মৎস্য বাজারজাতকরণ :

বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ কৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮০০০ মে: টন বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের মাছের সহজ প্রাপ্যতার নিমিত্তে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬০ মে: টন ফরমালিন মুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ঢাকা শহরে মৎস্য বিপণন ১০১ টন হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১১১ টনে উন্নীত হয়েছে।

ঙ. রাজস্ব আয় :

বিএফডিসি'র আয়ের উৎস খুবই সীমিত। তথাপি সীমিত আয়ের উৎস থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এর রাজস্ব আয় ২১০৭ লক্ষ টাকা হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৬০৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

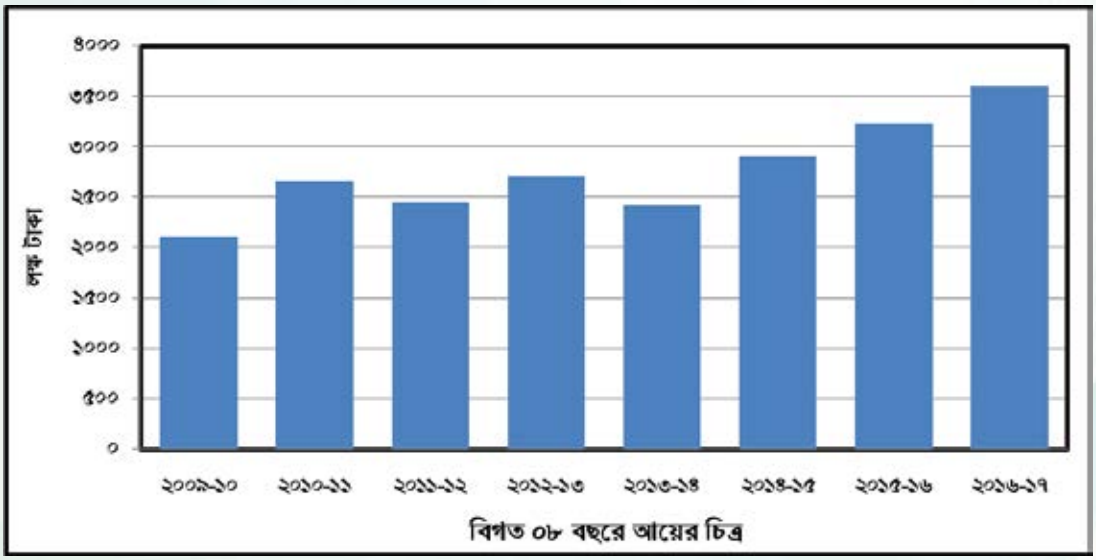

বিগত ০৮ বছরে আয়ের চিত্র

চ. বাজেট বরাদ্দ :

গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিএফডিসি'র ২৮৮৮ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমান্বয়ে এর বাজেট বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হয়। যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৪৬৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়।

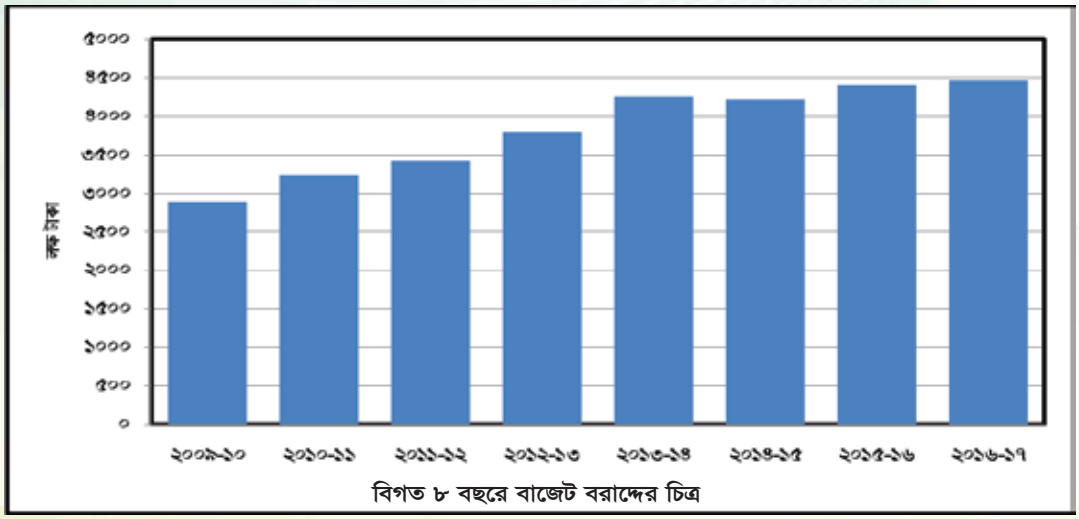

বিগত ৮ বছরে বাজেট বরাদ্দের চিত্র

৬. নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকান্ড :

সদর দপ্তর নির্মাণ : কর্পোরেশনের সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য ১৯৭৫ সনে রাজউক হতে ক্রয়কৃত কাওরান বাজারস্থ ২৩-২৪ নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা ভবনের ভিত্তিসহ ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম তলার অংশ বিশেষ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা ভাড়া দেয়া হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। এতে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

২৩-২৪ কাওরান বাজারে নবনির্মিত বিএফডিসি'র প্রধান কার্যালয়

৭. বিভিন্ন আদালতের মামলার সংখ্যা :

কর্পোরেশনের গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫০টি মামলা চলমান ছিল। তন্মধ্যে ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি করতঃ বর্তমানে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩২টি মামলা চলমান আছে যা নিষ্পত্তির জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৮. দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার :

ক্র.নং	বিষয়	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
ক.	দেশী (সংখ্যা)	৮	২	৬	৯	৯	৬	৬	২৪
খ.	বিদেশী (সংখ্যা)	২	-	-	-	-	-	-	৩

৯. নবায়নযোগ্য জ্বালানী (সৌরশক্তি) ব্যবহার :

গত ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে অত্র কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটিস্থ "কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মোবাইল মনিটরিং সেন্টারে ব্যবহারের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে প্রতিটি ১২০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন মোট ৭২০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৬ টি সৌর বিদ্যুৎ সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

১০. কর্পোরেশনের সাফল্যের স্বীকৃতি :

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে অসামান্য অবদান রাখায় স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৩' সালে স্বর্ণ পদক লাভ করে।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও জোরদারকরণ প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট

১১. ক. উন্নয়ন প্রকল্প :

- **সমাপ্ত প্রকল্প :** কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প গত ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ মেয়াদে শেষ হয়। এ প্রকল্পের অধীন ৭টি নার্সারী পুকুর, ৩টি চেকপোস্ট, ৭টি অভয়াশ্রম, ১টি হ্যাচারীসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এতে কাপ্তাই লেকের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- **চলতি উন্নয়ন প্রকল্প :** বর্তমান বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে নিম্নোক্ত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। যা যথাসময়ে সমাপ্ত হবে।

ক্রমিক নং.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
০১.	মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম	০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮	৪২.৭৮
০২.	দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৮	৫৯.৭০
০৩.	হাওড় অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	০১/০৪/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮	৬৪.৪৩
		মোট	**১৬৬.৯১**

খ. সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত দেশি ও সামুদ্রিক মাছের Pos :

Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্ণান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অধিনে পটুয়াখালীর মহিপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য হিমাগার এবং লক্ষীপুরের রামগতীতে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এছাড়া পটুয়াখালীর আলিপুর ও পিরোজপুরের পাড়ের হাটে অবতরণকৃত মাছ বরফজাতকরণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা থাকবে।

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

উপরোল্লিখিত ৪টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে। মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পাড়েরহাট ও রামগতি কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

গ. হাওর হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ০৩টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১. ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
২. মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা
৩. ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ

এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া কিশোরগঞ্জস্থ ভৈরব কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত জমি অধিগ্রহণ কাজ সমাপ্ত হলেই নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

১২. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তাবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩. জাতীয় মৎস্য মেলা ২০১৭ :

জাতীয় মৎস্য মেলা ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মৎস্য মেলায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক মৎস্য বিপণন ও প্রদর্শনী ষ্টল স্থাপন করা হয়। উক্ত ষ্টলের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত মাছ ক্রয় ও বিপণনে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়।

কেন্দ্রীয় মৎস্য মেলা ২০১৭, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিএফডিসির চেয়ারম্যান

১৪. বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি :

মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১ম বারের মত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে উল্লিখিত লক্ষ্য মাত্রার ৮২.৩৩% অর্জিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে সম্পাদন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১৫. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট খোলা, হালনাগাদকরণ অফিসিয়াল কার্যক্রমগুলো আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল টেন্ডার নোটিশ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি, চাকুরীর আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহনের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ১টি ই-মেইল ঠিকানা চালু রয়েছে (bfdc_64@yahoo.com)। কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্রের ই-মেইল ঠিকানাও খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত চিঠি লেনদেন কার্যক্রম চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যাদি আদান/প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে ই-সেবার আওতায় সার্ভার ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি.এফ.ডি.সি) এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এর উপর আরোপিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানী কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক সেক্টর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এহেন অবস্থায় ১৯৭৩ সনের ২২ নং আইনে যে সকল mandate কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছিল বর্তমানে ঐ সকল mandate সমূহ সার্বিক বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
www.mfa-mofl.org

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত জাহাজ এবং মাইন অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারিত কাজ করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের সন্ধান পান এবং তাহা আহরণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় রাশিয়ান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্তে অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি গভীর সমূদ্রে মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে যাতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা যায় এবং আরও ব্যাপক হারে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে অত্র একাডেমির ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সেক্টরের পাশাপাশি নৌ বাণিজ্যিক জাহাজেও প্রসারিত হয়।

রূপকল্প :

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারি জাহাজ অপারেশনের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ শিল্প, মৎস্য সম্পদের প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা ও দেশি-বিদেশি নৌ বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য :

গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা। বঙ্গোপসাগরের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় এবং এলাকার বাহিরে আন্তর্জাতিক সীমানায় মৎস্য আহরণ কৌশল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সমুদ্রের দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণকারী জাহাজ চালানোর উপযোগী দক্ষ নেভিগেটর গড়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণকারী জাহাজের ইঞ্জিন ও রেফ্রিজারেশন ইউনিট চালানোর উপযোগী দক্ষ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার গড়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

- মাছ ধরার জাহাজে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরার কৌশল (Modern Fishing Method), মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উপকূলীয় অঞ্চলে এ্যাকোয়াকালচার ও মেরিকালচার প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং Shore Based Fish Processing Plant এর জন্য দক্ষ ফিশারিজ টেকনোলজিস্ট তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

গত ৮ বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য :

দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	কোর্স/সেমিনার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-১০	১০	১২
০২.	২০১০-১১	৪	৪
০৩.	২০১১-১২	২	২
০৪.	২০১২-১৩	১০	১০
০৫.	২০১৩-১৪	৮	৯
০৬.	২০১৪-১৫	৭	৮
০৭.	২০১৫-১৬	৬	৮
০৮.	২০১৬-১৭	১৪	৩৪

গত ৮ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	উন্নয়ন বাজেট	অনুন্নয়ন বাজেট
০১.	২০০৯-১০	১৪৪.১৭	১৪৪.১৯
০২.	২০১০-১১	১৪৮.৬০	১৯২.৩৫
০৩.	২০১১-১২	১০৫.০০	২০৯.৩০
০৪.	২০১২-১৩	৫০০.০০	২৩০.০০
০৫.	২০১৩-১৪	৮০০.০০	২৪৫.০০
০৬.	২০১৪-১৫	১০২২.০০	৩০০.০০
০৭.	২০১৫-১৬	১৪৭৫.০০	৫৬৪.৩০
০৮.	২০১৬-১৭	১৬৮৭.০০	৬৯৭.২০

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্রঃ

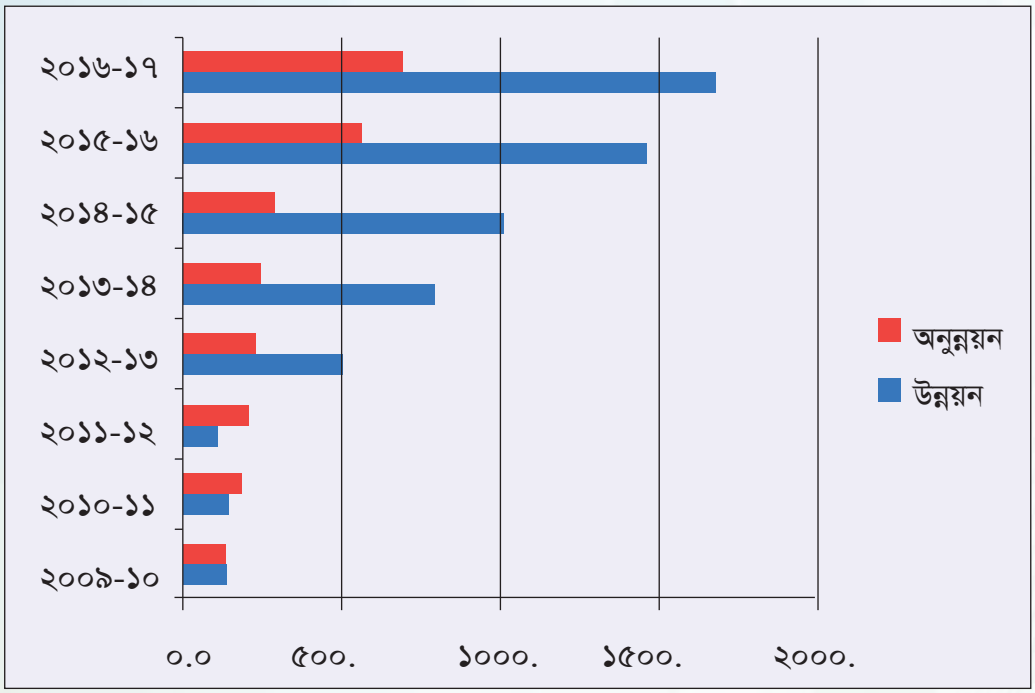

বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ সালের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ :

ক. বিগত ৮ বছরের একাডেমি হতে বিএসসি ডিগ্রীপ্রাপ্ত ক্যাডেটের পরিসংখ্যান :

ক্র. নং	সাল	ব্যাচ	সংখ্যা
০১.	২০০৯-১০	২৮তম	৪৫
০২.	২০১০-১১	২৯তম	৪৫
০৩.	২০১১-১২	৩০তম	৪৬
০৪.	২০১২-১৩	৩১তম	৫১
০৫.	২০১৩-১৪	৩২তম	৫৮
০৬.	২০১৪-১৫	৩৩তম	৬৪
০৭.	২০১৫-১৬	৩৪তম	৮৩
০৮.	২০১৬-১৭	৩৫তম	৯৮
		মোট	৪৯০

ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনি কুচকাওয়াজ

খ. বিগত ৮ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) উন্নয়ন কর্মসূচী/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য :

ক্র. নং	উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	বরাদ্দ/টাকা	ব্যয়/টাকা
০১.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি জোরদারকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১১	৪৪১.১৩ লক্ষ	৪০৫.৮২ লক্ষ
০২.	'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ'	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭	৫২২৪.৮৫ লক্ষ	৫০২৯.১৮ লক্ষ

খ. বিগত ৮ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) উন্নয়ন কর্মসূচী/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য :

ক্র. নং	উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	বরাদ্দ/টাকা	ব্যয়/টাকা
০১.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি জোরদারকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১১	৪৪১.১৩ লক্ষ	৪০৫.৮২ লক্ষ
০২.	'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ'	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭	৫২২৪.৮৫ লক্ষ	৫০২৯.১৮ লক্ষ

গ. বিগত ৮ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-১১ অর্থ বছরে ক্যাডেট হোস্টেল ভবন ও সম্প্রসারিত প্যারেড গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বর্ধিত ক্যাডেটদের শ্রেণীকক্ষ সমস্যা এবং পিটি/প্যারেড ক্লাশের সমস্যার সমাধান হয়েছে। পূর্বে এ একাডেমিতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তির সুযোগ ছিল না। বর্তমান সরকারের আমলে নারী শিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ একাডেমিতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি শুরু হয়। মহিলা ক্যাডেটদের আবাসন সুবিধার জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মহিলা ক্যাডেট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া একাডেমিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদেশি ক্যাডেট ভর্তির অবকাঠামোগত সুযোগ হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিদেশি ক্যাডেট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়।

বিদেশি ক্যাডেট হোস্টেল এবং মহিলা ক্যাডেট হোস্টেল

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে একাডেমিক ভবন-২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অফিসার্স কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে একাডেমির ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ক্লাসের স্থান সংকুলান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সম্যাসর সমাধান হয়েছে। পূর্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একাডেমির ক্যাম্পাসে নিজস্ব কোন আবাসন সুবিধা ছিল না। বর্তমানে তারা পরিবার-পরিজনসহ ক্যাম্পাসে বসবাস করতে পারছেন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করার ফলে একাডেমির প্যারেড মাঠের পাশ দিয়ে সর্বসাধারণের অবাধ যাতায়াত বন্ধ হয়েছে এবং একাডেমির পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একাডেমির জমির স্বল্পতার কারণে তিনটি স্থাপনাকে একিভূত করে প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত কমপ্লেক্স ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে একাডেমির ক্যাডেটদের সমুদ্রে চাকরির জন্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা হিসেবে সাঁতার প্রশিক্ষণের সমস্যা সমাধান হয়েছে। জিমনাশিয়াম নির্মানের মাধ্যমে ক্যাডেটদের শারীরিক সুগঠনের জন্য ব্যায়ামের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাছাড়া অডিটোরিয়াম নির্মাণের মাধ্যমে ক্যাডেটদের বিভিন্ন কো-কারিকুলার এক্টিভিটিস সম্পন্ন করার সুযোগ হয়েছে।

সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংগৃহীত ট্রেনিং-কাম-ফেরিবোট

নারী শিক্ষার উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন :

নারী শিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অত্র একাডেমিতে বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি করা হচ্ছে যা বাংলাদেশের কোনো মেরিটাইম শিক্ষায়তনে এই প্রথম ।

মহিলা ক্যাডেটদের প্যারেড

আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে । একাডেমির ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কাজে অনলাইনের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে । ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহার চালু করা হয়েছে । চলিত মাসে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ।

আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত তথ্য :

এ একাডেমির সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১ম বারের মত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয় যা একাডেমি কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) নির্ধারিত সময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :

ব্লু-ইকোনমি হল টেকসই পদ্ধতিতে সমুদ্রসম্পদ আহরণ/ব্যবহার করার একটি নতুন ধারণা। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ.কি.মি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আচ্ছাদিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত অনুকূল অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারীজ একাডেমী একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরন এবং টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরী করে থাকে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

www. bvc-bd.org

ভূমিকা

বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে এর প্রয়োগ এবং প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানা পেশায় নিয়োজিত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা (ভেটেরিনারি সার্ভিস) প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission :

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরীতে সক্রিয় সহায়তা করা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objective) :

- প্রাণি চিকিৎসকদের দক্ষতার মান বজায় রাখা,
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

৫. বিগত ৮ বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) সাফল্যসমূহ :

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান :

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পেশাগত কাজ করতে পারেন না বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই দক্ষ পেশাজীবী দ্বারা ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ২৩৫০ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান :

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের কাছে থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ২৩৫০ জন পেশাজীবি ভেটেরিনারিয়ানদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরির্দশন :

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা যেমন লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল, দক্ষ জনবল ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পি সি) পরির্দশন :

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও নৈতিক মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ গত ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

ঙ. ভবন নির্মাণ প্রকল্প :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অফিস ভবন ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র নিমার্ণের জন্য কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে। উক্ত ভূমিতে ১৮৫৫.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ প্রকল্পের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরী, মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান, ডাইনিং হল ও ডরমেটরীর ব্যবস্থা রয়েছে।

ভেটেরিনারি চিকিৎসা (সার্জারি) প্রদান

ল্যাবে পেট এ্যানিমেলের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ

তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা যা দেশের ৪৯০ টি উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

চ. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি :

১. **কর্মশালা :** গত ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬ (ছয়) টি কর্মশালায় মোট ১৯৮৯ জন ভেটেরিনারিয়ান অংশ গ্রহণ করে।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মশালার সংখ্যা
০১.	২০১০-২০১১	৫০০ জন	১ (এক)টি
০২.	২০১২-২০১৩	১৫০ জন	১ (এক)টি
০৩.	২০১৪-২০১৫	৫০০ জন	১ (এক)টি
০৪.	২০১৫-২০১৬	৪৯১ জন	১ (এক)টি
০৫.	২০১৬-২০১৭	৩৪৮ জন	২ (দুই)টি
	সর্বমোট :	**১৯৮৯ জন**	**৬ (ছয়)টি**

২. **প্রশিক্ষণ :** ইন্টার্ণ শিক্ষার্থীদের ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে প্রথম Basic training or veterinary profession নামক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নের ৩টি প্রতিষ্ঠানের ১২৬জন ইন্টার্ণী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্র:নং	অর্থবছর	প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা
০১.	২০১৬-২০১৭	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।	৫১ জন
		শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।	৩২ জন
		পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।	৪৩ জন
		সর্বমোট	১২৬ জন

ছ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ন :

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করেছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। এর ফলে খামারীদের সংঙ্গে চিকিৎসকদের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে।

জ. নারী শিক্ষার প্রসার :

ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করায় নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নারী ভেটেরিয়ানদের সংখ্যা হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২%, ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২% জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এর শতকরা হার ২২% দাঁড়িয়েছে। এ ধারা থাকলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নারী ভেটেরিয়ানের হার হবে ২৫.৭৭%।

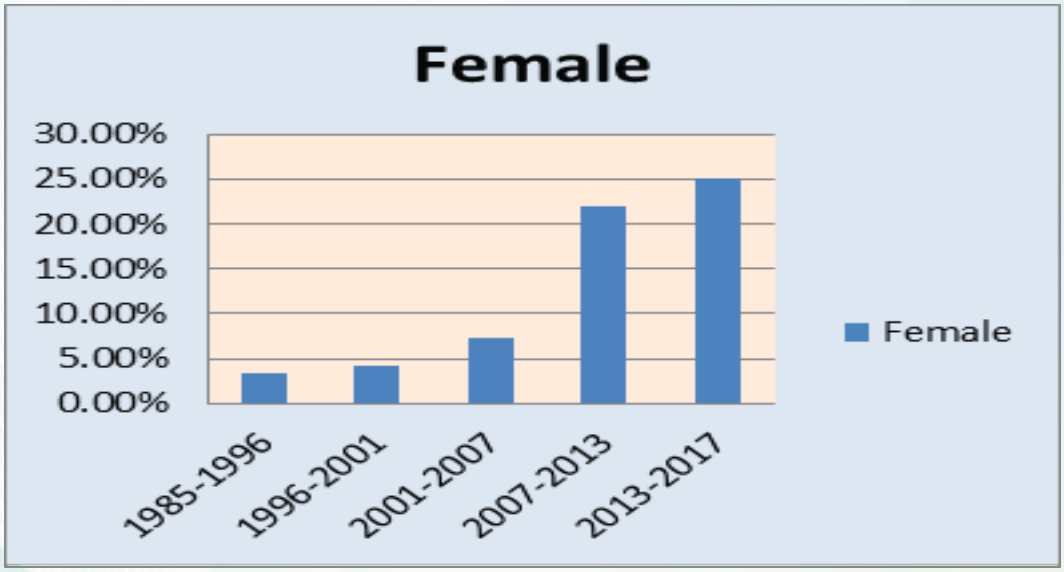

নারী ভেটেরিনারিয়ানদের বর্ষ ভিত্তিক শতকরা হার

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন :

নারী ভেটেরিনারিয়ানগণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভীত মজবুত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে নারী ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক চিকিৎসা প্রদান

ঞ. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রকাশ :

এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানের মানদন্ড (BVC Standard for Veterinary Education) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন, নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য ও বণ্যপ্রাণির স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

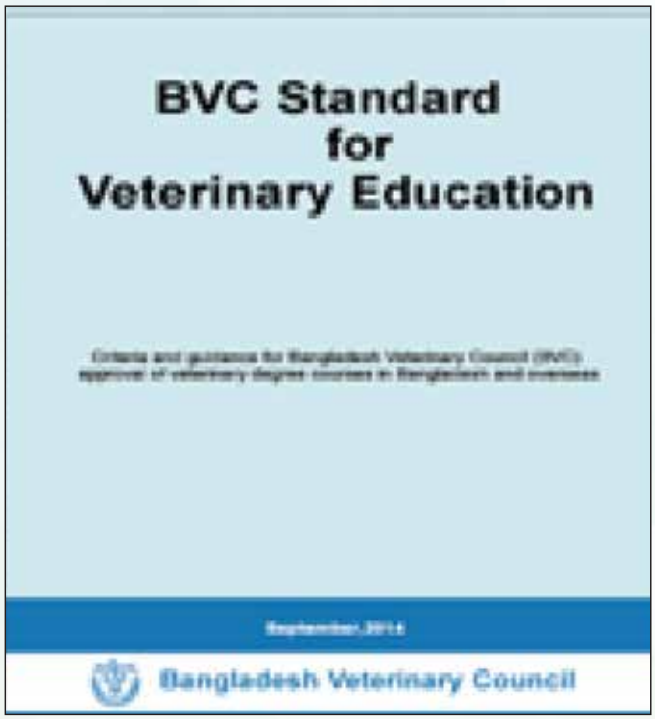

ট. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল প্রথম বারের মত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ স্বাক্ষর করছে।

ঠ. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ড. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢ. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বাক্স ও একটি পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ণ. দপ্তরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি :

দপ্তরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষে অত্র দপ্তরকে ৭টি সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রবেশ দ্বারে ডিজিটাল পাঞ্চ মেশিন বসানো হয়েছে।

৬. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিচিকিৎসকদের ডাটা বেজ প্রণয়ন, Online এ Recommendation letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ সহজীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া কিছু Apps তৈরির বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে যার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে সেবা পাবেন।

৭. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

অত্র দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। e-tendering কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৪জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। e-filing কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গহণ করা হয়েছে।

ইন্টার্ণ ভেটেরিনারিয়ানদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও প্রচার ইউনিট হিসেবে কাজ করে থাকে। ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল খাত হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের উপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় সাম্প্রতিককালে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুষ্টির অভাব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

রূপকল্প (Vision) :

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তিতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠন ও 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

ইতঃপূর্বে এ দপ্তর রুটিন দায়িত্ব হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রচার কাজ চালিয়ে আসছিল। বর্তমান সরকারের আমলে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্যসেবা জোরদারকরণ কর্মসূচি' নামক ৬.১৫ কোটি টাকার একটি কর্মসূচি ২০১১ সালে গ্রহণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রচারণার কাজে গতিশীলতা আসে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের বিগত ৮ অর্থবছরে সম্পাদিত (২০০৯-২০১৭) উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে কম্পিউটারাইজড করার পদক্ষেপ গ্রহণ :

ইত:মধ্যে এ দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে একটি Website খোলা হয়েছে যার ঠিকানা www.flid.gov.bd। এ ছাড়াও আঞ্চলিক অফিসসমূহে মডেম এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

২. পোস্টার মুদ্রণ :

জাটকা সংরক্ষণ, মৎস্য অভয়াশ্রম, পুকুরে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, পিপিআর রোগ থেকে ছাগলকে বাঁচানোর উপায়, ক্ষুরা রোগ দমনে করণীয়, মৎস্য সম্প্রসারণ, পিরানহা মাছ সম্পর্কিত তথ্যাদি ইলিশ

অভয়াশ্রম, এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে করণীয়, বিশ্ব জলাতংক দিবস, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল পশু চেনার উপায়, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক দিবস ইত্যাদি বিষয়ে পোস্টার মুদ্রণ করে সকল জেলা উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

৩. লিফলেট মুদ্রণ :

এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে করণীয়, বন্যাত্তোর পুনর্বাসনে কৃষকদের করণীয়, রুই জাতীয় মাছের গুনগত মানের রেণু/পোনা উৎপাদন, গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ, হাঁস-মুরগির ডিম সংরক্ষণ, পুকুরে সুষম খাদ্য প্রয়োগ, মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন- ২০১০, ইলিশ অভয়াশ্রম বিষয়ক, খাঁচায় মাছ চাষ, মাছের ক্ষত রোগ, গলদা চিংড়ি পিএল নার্সারী, গবাদিপশুর কৃমি দমন, ছাগল গরীবের গাভী, কোরবানীর পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিশ্ব জলাতংক দিবস, ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে।

৪. পুস্তিকা মুদ্রণ :

নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা, মৎস্য উন্নয়নে প্রযুক্তি সহায়ক কর্মসূচি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহার, কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ব্রয়লার পালন, কৈ শিং মাগুর মাছ চাষ, অগ্রগতির ৩ বছর, উন্নয়নের ৪ বছর, সাফল্যের ৫ বছর অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং গাভীর জাত উন্নয়ন বিষয়ে, ইনোভেশন প্রতিবেন-২০১৬, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৭, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, Twenty-Ninth Info fish Governance Council Meeting Report Book ইত্যাদি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

৫. বার্ষিক প্রতিবেদন :

প্রতি বছর মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিতরণ করা হচ্ছে।

৭. ফোল্ডার :

বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার মুদ্রণ করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে, যেমন-জাটকা রক্ষা, খাঁচায় মাছ চাষ, পিপিআর রোগ ও তার প্রতিকার, মৎস্য আইন মেনে চলুন, পুকুরে সুষম সার প্রয়োগ ও রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন, মৎস্য খাদ্য আইন, মৎস্য হ্যাচারী আইন, কোরবানীর পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বসত বাড়ীতে মুরগী পালন, কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, পাঙ্গাস চাষ, কৈ শিং মাগুর মাছ চাষ, কোয়েল পালন, কবুতর পালন, দেশী ছোট মাছের চাষাবাদ ও সংরক্ষণ, পুকুরে পাঙ্গাস মাছের মিশ্র চাষ, টেংরা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, হাঁস-মুরগির রোগ পতিরোধে করনীয়, একোয়াপনিক গার্ডেনিং ও ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, তিতির পালন, গোলসা মাছ চাষ ইত্যাদি।

৮. টিভি ফিলার/ টিভি টেলপ :

টিভি ফিলার ও টিভি টেলপ প্রস্তুত করে বিটিভি ও অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অভয়াশ্রমে নির্ধারিত সময়ে সব ধরণের মাছ ধরা নিষিদ্ধ, মৎস্য অভয়াশ্রম, মা মাছ, জাটকা সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষ, প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ দিন বদলের সুবাতাস, এনথ্রাক্স রোগ, বিষাক্ত মাছ বিষাক্ত জীবন, ফরমালিন মুক্ত মাছ চাই, মাছ চাষে শান্তি আসে, মুরগি আমার সুখের ঠিকানা, গরু মোটাতাজাকরণ, পশু বিমা, গাভীর জাত উন্নয়ন, ক্ষুরা রোগ, জল আছে যেখানে মাছ চাষ সেখানে, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল গবাদিপশু ক্রয় করুন, উন্নত জাতের মহিষ পালুন, নিরাপদ মাংস উৎপাদনের সহজ উপায় উল্লেখযোগ্য।

৯. ডকু ড্রামা :

'খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষ' 'রূপালী ইলিশে সোনালি দিন' এবং 'নিরাপদ মাছে ভরব দেশ বদলে দেব বাংলাদেশ' এবং গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ, মধ্যম আয়ের দেশ গঠনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭, বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্য, মহিষের জাত উন্নয়ন, বিষয়ে ডকুড্রামা নির্মাণ পূর্বক বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

এক নজরে গত ৮ বছরে এ দপ্তরের কার্যক্রম :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	মাসিক পত্রিকা	ফোল্ডার	পোস্টার	লিফলেট	পুস্তক/ পুস্তিকা	ডকুড্রামা/ ফিলার	মন্তব্য
১	২০০৯-১০	১,২০,০০০	১,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,২৫,০০০	২০,০০০	৫	কর্মসূচি চলমান ছিল
২	২০১০-১১	১,২০,০০০	৫০,০০০	৫৫,০০০	৭৫,০০০	৩০,০০০	৭	
৩	২০১১-১২	১,২০,০০০	২,৩৫,০০০	৩৫,০০০	২,৯০,০০০	৫৭,০০০	৭	
৪	২০১২-১৩	-	৮০,০০০	১০,০০০	২৫,০০	৩২০০	২	
৫	২০১৩-১৪	-	৪০,০০০	১০,০০০	১,০২,৪০০	১০০০	৫	
৬	২০১৪-১৫	-	২,০০,০০০	৮০০০	৫০০০	৮০০	৪	
৭	২০১৫-১৬	-	৫০,০০০	১০,০০০	২৫,০০০	১৭২৫	৭	
৮	২০১৬-১৭	-	১,৮০,০০০	৭২,০০০	৫,০০০	৪২০০	৬	

১০. এনথ্রাক্স, ক্ষুরারোগ, জাটকা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি :

এনথ্রাক্স, ক্ষুরারোগ, জাটকা ইত্যাদি সম্পর্কে জনসচেতনতার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।

১১. জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা :

গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ এবং লক্ষীপুর জেলায় ১ দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মীর শওকত আলী বাদশা এর নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলায় ১ দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়। এ সকল কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা জেলায় এক দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ৩ দিনের তথ্য অবহিতকণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়। এ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হন।

যশোর, গোপালগঞ্জ, কক্সবাজার এবং রাজশাহী জেলায় এক দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

১২. অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর :

ডেইরি সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেড়া, সাথিয়া উপজেলায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ডেইরি খামারীদের নিয়ে ৩টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয় । প্রতি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ৩দিন ব্যাপি বাতান এলাকায় অবস্থান করে ডেইরি পালন ও প্রজনন, ঘাস চাষ, দুধ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতির উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে ।

এ ছাড়া মাছ চাষে অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকা যেমন-কুমিল্লার দাউদকান্দি, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুর এই তিনটি অঞ্চলে বিভিন্ন উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য খামারীদের নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় । প্রতি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থি ৩ দিনের এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করে ।

১৩. মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান :

ভোলা, সাতক্ষিরা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, বরিশাল, বরগুনা, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর ও পটুয়াখালী এই ১০টি জেলায় উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । প্রতি ব্যাচে ৩০ জন লিডিং উপকূলীয় মৎস্যজীবীকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ।

১৪. দেশে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনার/কর্মশালা :

ক্রমিক নং	সময়কাল	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	২০০৯-১০ অর্থবছর	৫	১৬০০ জন
০২.	২০১০-১১ অর্থবছর	৪	৫০০ জন
০৩.	২০১১-১২ অর্থবছর	২১	২৩৭৫ জন

অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

১৫. অফিস সরঞ্জাম ক্রয় :

তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার কাজে আধুনিকতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০টি কম্পিউটার, ৪টি ল্যাপটপ, ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া একটি ভিডিও ও এডিটিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

১৬. ভিডিও ভ্যান ক্রয় :

প্রচার কার্যে সুবিধার জন্য ভিডিও ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে।

১৭. বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও অন্যান্য ম্যাগাজিনে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

১৯. বাজেট: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এর বিগত ০৮ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		
		রাজস্ব বাজেট	কর্মসূচি বাজেট	মোট বাজেট বরাদ্দ
০১.	২০০৯-২০১০	১১৬.০২	১৯৮.৫০	৩১৪.৫২
০২.	২০১০-২০১১	১১৭.৫০	২৩৫.১০	৩৫২.৬০
০৩.	২০১১-২০১২	১২৯.৮৩	১৮১.৪০	৩১১.২৩
০৪.	২০১২-২০১৩	১৩৪.৫০	-	১৩৪.৫০
০৫.	২০১৩-২০১৪	১৩৯.০০	-	১৩৯.০০
০৬.	২০১৪-২০১৫	১৫৩.০০	-	১৫৩.০০
০৭.	২০১৫-২০১৬	২১২.৭৩	-	২১২.৭৩
০৮.	২০১৬-২০১৭	২১৭.০০	-	২১৭.০০

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০১৭

মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭

১৮. টক-শো :

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, বিশ্বজলাতংক দিবস, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত 'টক শো' প্রচার করা হয়।

খাঁচায় মাছ চাষের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০১৬

১৯. বিবিধ :

১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ১১০টি পদ নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুরু থেকেই নিয়োগবিধির অভাবে শূন্য পদসমূহে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সম্ভব হয়নি বিধায় সংস্থাটিতে জনবল সংকট প্রকট আকারে ধারণ করে। অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে ক্রমাগত এ দপ্তরে পদ শূন্য হয়ে বর্তমান জনবল ১৭-তে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংস্থাটির কার্যক্রম কাংঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (তথ্য দপ্তর কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭" বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। অনুমোদিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে জনবল নিয়োগের বিয়ষটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তর সমূহে লোকবল নিয়োগের পর এ মন্ত্রণালয়ে সার্বিক প্রচার-প্রচারণায় আরও গতিশীলতা আসবে।